ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-344 ■ 24 September, 2025 ■ আগরতলা ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ ইং ■ ৭ আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

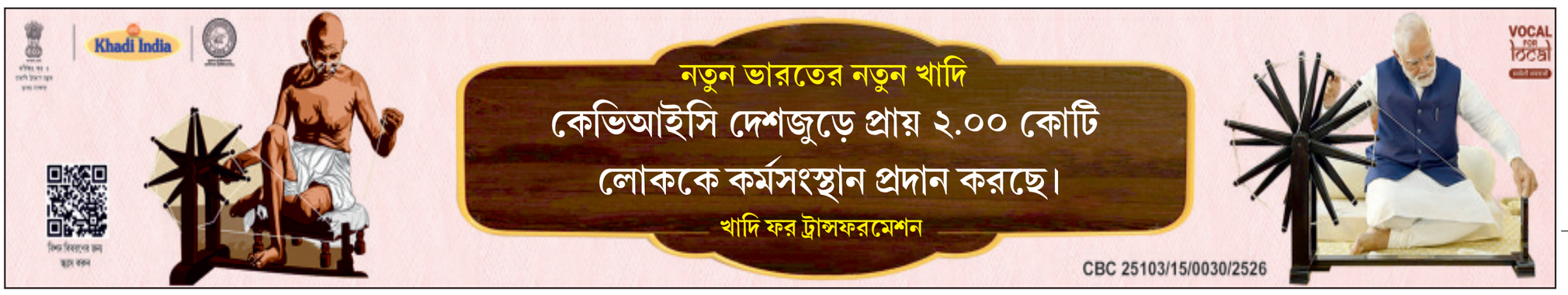

বিধানসভায় তথ্য

বন্দী আসামী ১৬২২ সাজাপ্রাপ্ত ৫৫৬

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ সেপ্টেম্বর।। ত্রিপুরায় বর্তমানে কারাগারের সংখ্যা ১৩টি। এর মধ্যে সাব্রুমে সাব জেল রয়েছে। ওই কারাগারগুলোতে ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ১৬২২ জন আসামী বন্দী রয়েছে। এরমধ্যে ওই সময় পর্যন্ত সাজাপ্রাপ্ত আসামির সংখ্যা ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

বয়সোত্তীর্ণ বেকার ১৫৪৬৯ জন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ সেপ্টেম্বর।।: রাজ্যে নথিভুক্ত বয়স উত্তীর্ণ বেকার সংখ্যা ১৫৪৬৯ জন। আজ ত্রয়োদশ বিধানসভার দ্বিতীয় তথা অন্তিম দিনে কংগ্রেস বিধায়ক গোপাল চন্দ্র রায় এবং সিপিএম বিধায়ক নয়ন সরকারের তারকা চিহ্ন বিহীন প্রশ্নের লিখিত জবাবে এমনটাই তথ্য দিয়েছেন কর্মসংস্থান ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

নিখোঁজ মহিলার সংখ্যা ৯৮, বালিকা ৬ জন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ সেপ্টেম্বর।। ত্রিপুরায় নিখোঁজ মহিলার সংখ্যা ৯৮ জন। তেমনি, নিখোঁজ বালিকার সংখ্যা ৬ জন। আজ ত্রিপুরা বিধানসভায় অধিবেশনের দ্বিতীয় তথা অন্তিম দিনে সিপিএম বিধায়ক শৈলেন্দ্র চন্দ্র নাথের তারকা চিহ্নবিহীন প্রশ্নের জবাবে এমনটাই জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্র দপ্তরের মন্ত্রী ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

ভূমিহীন পরিবারের সংখ্যা ১৪৪২১ টি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ সেপ্টেম্বর।। রাজ্যে নথীভুক্ত ভূমিহীন পরিবারের মোট সংখ্যা ১৪৪২১টি। আজ ত্রিপুরা বিধানসভায় অধিবেশনের দ্বিতীয় তথা অন্তিম দিনে সিপিএম বিধায়ক ইসলাম উদ্দিন ও কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণের তারকা ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

উৎসবের উপহার

কর্মচারী ও পেনশনারদের ৩ শতাংশ মহার্ঘ্য ভাতা ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ সেপ্টেম্বর। সরকারী কর্মচারী এবং পেনশনারদের জন্য একটা বড় স্বস্তি দিয়ে আজ মহার্ঘ্য ভাতা (ডিএ) এবং ডিয়ারনেস রিলিফ (ডিআর) এ ৩ শতাংশ বৃদ্ধির ঘোষণা করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

ত্রিপুরা বিধানসভা অধিবেশনের শেষদিনে আজ সভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এবারের দুর্গাপুজোয় ৩ ডিএ এবং ডিআর সরকারী কর্মচারী এবং পেনশনারদের জন্য একটি উপহার, যা ১ অক্টোবর, ২০২৫ থেকে কার্যকর করা হবে।

ডাঃ সাহা আরো বলেন, এই লক্ষ্য পূরণে রাজ্য সরকার মোট ১২৫ কোটি টাকা অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করবে। আর এই সিদ্ধান্ত রাজ্য জুড়ে হাজার হাজার সরকারী কর্মচারী এবং অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের উপকার সাধন করবে বলে আশা করা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমাদের সরকার কর্মচারী-বান্ধব। আমাদের লক্ষ্য শুধু কর্মচারীই নয়, সবাইকে সহায়তা করা। এরআগে, আমি দায়িত্ব গ্রহণের পরে ২৯ বৃদ্ধি করা হয়েছিল এবং আজ আমরা অতিরিক্ত ৩শতাংশ ঘোষণা করেছি। আর্থিক প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও, আমরা এই বৃদ্ধি ঘোষণা করেছি। এমনকি ১শতাংশ বৃদ্ধি করতে প্রায় ১০০ কোটি টাকা প্রয়োজন। এই পদক্ষেপ প্রতিটি কর্মচারীর জন্য সহায়ক হবে এবং এটি দুর্গা পূজা উপহার হিসেবে বিবেচিত হবে।

অনুপ্রবেশকে কোন ভাবেই প্রশ্রয় দেবে না সরকার ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ সেপ্টেম্বর।। *স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের নির্দেশিকা অনুযায়ী অবৈধ বাংলাদেশী অভিবাসীদের চিহ্নিত করা, আটক করা এবং তাদের নিজ দেশে ফেরত পাঠানোর জন্য রাজ্যের ৮ জেলায় স্পেশাল টাস্কফোর্স (এসটিএফ) গঠন করা হয়েছে। এর নেতৃত্বে রয়েছেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার/ ডেপুটি পুলিশ সুপার পদমর্য্যাদার আধিকারিক।*

মোট ১২৯ জন পুলিশ কর্মী এই কাজে নিযুক্ত রয়েছেন। প্রয়োজনে এই স্পেশাল টাস্কফোর্স বিএসএফ-র সঙ্গে সমন্বয় সাধন করে কাজ করে থাকে। আজ রাজ্য বিধানসভায় বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মার আনা একটি দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশের জবাবে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা এই তথ্য জানিয়েছেন। তিনি জানান, ৮ জেলায় স্পেশাল টাস্কফোর্স গঠন করা ছাড়াও রাজ্যস্তরীয় একটি বিশেষ টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হল সন্ত্রাসী, মাদক পাচারকারী, দেশ বিরোধী শক্তি, চরমপন্থী এবং আন্তর্জাতিক অপরাধ কার্যকলাপ রোধ করা।

আর মাত্র ৫ দিন

মুখ্যমন্ত্রী জানান, গত বছরের ৫ আগস্ট পার্শবর্তী রাষ্ট্র বাংলাদেশে উদ্ভুত অভূতপূর্ব পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে তাৎক্ষণিকভাবে রাজ্যে একটি উচ্চ পর্যায়ের প্রশাসনিক বৈঠক ডাকা হয়েছিল। এতে মুখ্যমন্ত্রীর পাশাপাশি মুখ্যসচিব, রাজ্য পুলিশের ডিজি এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট এজেন্সির শীর্ষ আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন। আমাদের রাজ্যে যেকোন প্রকার বিদেশী অনুপ্রবেশ কঠোরভাবে প্রতিরোধ করা ছিল এই বৈঠকের মূল লক্ষ্য। বৈঠকে রাজ্যের নিরাপত্তা পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে উদ্ভুত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় একটি সুসংহত কৌশল নির্ধারণ করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী জানান, বাংলাদেশের সঙ্গে সুবিশাল এবং জটিল সীমান্ত অঞ্চলে কাঁটাতারের বেড়া থাকা সত্ত্বেও ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

রাতভর বৃষ্টিতে জলমগ্ন কলকাতা

মৃত্যু ৯, রেল, বিমান চলাচল ব্যাহত

কলকাতা, ২৩ সেপ্টেম্বর ।। কলকাতায় সোমবার গভীর রাতে শুরু হওয়া অতি ভারী বৃষ্টিপাত শহরের স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে সম্পূর্ণরূপে স্তব্ধ করে দিয়েছে। মাত্র তিন ঘণ্টায় রেকর্ড ১৮৫ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়, যা সাম্প্রতিক ইতিহাসে অন্যতম ভয়াবহ বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। এই হঠাৎ এবং বিপুল পরিমাণ বৃষ্টিতে শহরের রাস্তাঘাট, গলিপথ, বাসস্টপ, পুজোর প্যান্ডেল, এমনকি হাসপাতাল ও বিমানবন্দর পর্যন্ত জলমগ্ন হয়ে পড়ে। বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে পাঁচজন সহ অন্তত নয়জনের মৃত্যু হয় বলে প্রশাসন নিশ্চিত করেছে। শহরের মেট্রো পরিষেবা ব্যাহত হয়ময়দান থেকে শহিদ খুদিরাম স্টেশনের মধ্যবর্তী অংশে মেট্রো চলাচল সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায়, যখন রেললাইনে জল উঠে যায়। বিমানবন্দরেও পরিষেবা বিপর্যস্ত হয়৩০টির বেশি বিমান বাতিল এবং ৫০টিরও বেশি বিমানের সময়সূচি বিঘ্নিত হয়। একাধিক জায়গায় পুজোর প্যান্ডেল জলমগ্ন হয়ে পড়ে, পুজোর ঠিক আগেই এমন পরিস্থিতিতে শহরের উৎসবমুখর পরিবেশে তীব্র প্রভাব পড়ে।

এই ভয়াবহ পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করে রাজ্য রাজনীতিতে তীব্র উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। বিজেপি অভিযোগ করেছে, এই বিপর্যয় প্রকৃত অর্থে 'মানবসৃষ্ট', এবং তৃণমূল পরিচালিত কলকাতা পুরসভার দুর্নীতি ও প্রশাসনিক ব্যর্থতার ফলেই শহর ডুবে গেছে। বিজেপির আইটি সেলের প্রধান অমিত মালব্য একাধিক টুইটে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিমকে সরাসরি আক্রমণ করে লেখেন, "এটা প্রাকৃতিক দুর্যোগ নয়, এটা একটি 'টিএমসি-র তৈরি বিপর্যয়'। ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

পিএম কুসুম প্রকল্পে সুবিধাভোগীদের সঙ্গে সাংসদ বিপ্লব দেবের মতবিনিময়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ সেপ্টেম্বর।। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প গুলির সুফল রাজ্যের সুবিধাভোগীরা সঠিক ভাবে পাচ্ছে কিনা, তা ক্ষতিয়ে দেখতে মঙ্গলবার জিরানীয়ায় দুজন জনজাতি সুবিধাভোগীর বাড়ি পরিদর্শন করেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। এদিন পি.এম-কুসুম প্রকল্পে লাভান্বিত জিরানীয়া বিশ্রামবাড়ি ও পশ্চিম বড়জলায় সুবিধাভোগীদের সাথে কথা বলেন। এই প্রকল্পে জল সেচের জন্য সৌরশক্তি চালিত দুই (২) ঘোড়া পাম্প স্থাপনের জন্য মোট ব্যয় হয় ৩ লক্ষ টাকা খরচ হয়। যেখানে কৃষকদের দিতে হয় মাত্র ১৫ (পনের) হাজার টাকা এবং অবশিষ্ট সম্পূর্ণ টাকা সরকারী ভর্তুকি মিলেছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে কিভাবে তাঁদের সহায়তা হচ্ছে এবং উৎপাদন ও উপার্জন দুটোই অনেকটাই বেড়ে ছে, নিজেরাই তা জানালেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেবকে। এই প্রকল্পের ফলে খরার সময়ে পর্য্যাপ্ত জলের সুযোগের ফলে উন্নত ফসল ও লাভের মুখ দেখছেন তারা।

এর পরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্মদিনের সাপ্তাহিক কর্মসুচির অঙ্গ হিসেবে ''সেবা পাক্ষিক'' অভিযানের ফলে ভারতীয় জনতা পার্টি সদর গ্রামীণ জেলার উদ্যোগে চাঁনমারিতে আয়োজিত বস্ত্রদান ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

স্মার্ট মিটারে বিদ্যুৎ চুরি ও ত্রুটি হ্রাস হবে ঃ বিদ্যুৎমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ সেপ্টেম্বর।। বিদ্যুৎমন্ত্রী রতন লাল নাথ আজ বলেছেন রিভ্যাম্পড ডিস্ট্রিবিউশন সেক্টর স্কিম এর অধীনে

বর্তমানে ইনস্টল করা হচ্ছে স্মার্ট মিটারগুলি ভারতের বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থাকে আধুনিকায়নের দিকে একটি উন্নত পদক্ষেপ।

ত্রিপুরা বিধানসভা অধিবেশনের শেষ দিনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি জানান, প্রচলিত মিটারের তুলনায়, যা শুধুমাত্র ইউনিট ব্যবহার রেকর্ড করে, স্মার্ট মিটার একটি দ্বি-মুখী যোগাযোগ ব্যবস্থা যুক্ত করে যা সরাসরি বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা ত্রিপুরা বিদ্যুৎ নিগম এর সঙ্গে তথ্য আদান-প্রদান করতে সক্ষম।

মন্ত্রী আরও বলেন স্মার্ট মিটার সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে তৈরি এবং ভারতীয় ও আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী পরীক্ষা-নিরীক্ষিত। এগুলির উচ্চ নির্ভুলতা নিশ্চিত করে যে, ভোক্তারা তাদের আসল বিদ্যুৎ ব্যবহারের ভিত্তিতে বিল পাবেন, অনুমান ভিত্তিক নয়, যা ত্রুটি ও বিরোধ কমায়। স্মার্ট মিটারের মাধ্যমে গ্রাহকরা দৈনিক বিদ্যুৎ ব্যবহার পর্যবেক্ষণ করতে পারবেন, ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

মথাকর্মী দ্বারা বামকর্মীর উপর হামলার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ সেপ্টেম্বর।। বাড়িতে ঢুকে সিপিআইএম কর্মীর উপর মারধরের অভিযোগ উঠেছে তিপ্রা মথা কর্মীদের বিরুদ্ধে। ভয়ে বর্তমানে আগরতলায় আশ্রয় নিয়েছেন আক্রান্ত সিপিআইএম কর্মী।

ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার জম্পুইজলায়। অভিযোগ অনুযায়ী, সিপিআইএম লোকাল কমিটির নেতৃত্ব শ্যামল দেববর্মার বাড়িতে ঢুকে তাঁকে মারধর করে প্রায় সাত থেকে আটজন তিপ্রা মথা দলের কর্মী। খবর পেয়ে জম্পুইজলা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে শ্যামল দেববর্মাকে উদ্ধার করে জিরানিয়া হাসপাতালে ভর্তি করে। প্রাথমিক চিকিৎসার পর বর্তমানে তাঁকে রাখা হয়েছে আগরতলার মেলারমাঠ সিপিআইএম পার্টি অফিসে।

এই ঘটনার প্রতিবাদে মঙ্গলবার দুপুরে সিপাহীজলা জেলা পুলিশ সুপারের ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

চোখের জলে বিদায় গায়ক জুবিনকে

গুয়াহাটি, ২৩ সেপ্টেম্বর ।। *আসামের প্রখ্যাত গায়ক, অভিনেতা ও সংস্কৃতি-প্রেমী জুবিন গর্গের মরদেহ আজ কামারকুচিতে সম্পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাহ করা হয়। বেদ মন্ত্রোচ্চারণ, শঙ্খধ্বনি ও জয়ধ্বনির মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হয় শেষকৃত্য। স্ত্রী গরিমা শইকীয়া গর্গ অশ্রুসজল অবস্থায় উপস্থিত ছিলেন, যখন বোন পালমে বোড়ঠাকুর ও ঘনিষ্ঠ সঙ্গীত পরিচালক রাহুল গৌতম চিতায় অগ্নিসংযোগ করেন।*

চিতার চারপাশে সাতবার পরিক্রমা করেন তাঁরা, পুরোহিতদের নির্দেশে সম্পন্ন হয় ধর্মীয় রীতিনীতি। উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল ও কিরণ রিজিজু, যাঁরা চিতায় কাঠ অর্পণ করেন। ২০১৭ সালে নিজের জন্মদিনে রোপিত চন্দন গাছের একটি শাখা তাঁর চিতায় অর্পিত হয়, যা ছিল এক হৃদয়স্পর্শী বিদায়।

রাষ্ট্রীয় মর্য্যাদায় গান স্যালুট ও বুগল বাজিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হয়। জুবিন গর্গের জনপ্রিয় ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা,২৪ সেপ্টেম্বর,২০২৫ ইং
৭ আশ্বিন, বুধবার,১৪৩২ বঙ্গাব্দ

স্বদেশী পণ্যে জোর

স্বদেশি পণ্যের প্রচারের ডাক দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। আত্মনির্ভরতার পথে এগোতে এবং বিদেশি জিনিসপত্রের উপর নির্ভরশীলতা কমাইতে নাগরিকদের আহ্বান জানাইলেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন, মানুষ প্রায়ই জানেই না যে প্রতিদিনের ব্যবহৃত জিনিস যেমন একটি চিরুনি এদেশে তৈরি নাকি বিদেশে। সম্প্রতি, আমেরিকার সঙ্গে শুল্কসংক্রান্ত টানাপোড়েন এবং এইচ-১বি ভিসা ফি বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে প্রধানমন্ত্রীর এই বার্তা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি বলেন, 'আমরা প্রায়ই জানিই না যে আমাদের পকেটে রাখা চিরুনিটিও দেশে তৈরি নাকি বিদেশে। আমাদের উচিত স্বদেশি পণ্য কেনা। যাহা আমাদের দেশের যুবসমাজের পরিশ্রমে তৈরি'।

সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতীয় পণ্যের ওপর ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করিয়াছে। এরপর ট্রাম্প প্রশাসন নতুন এইচ-১বি ভিসার আবেদনে ১ লক্ষ মার্কিন ডলার (প্রায় ৮৮ লক্ষ টাকা) ফি ধার্য্য করিয়াছে। এই পরিস্থিতির মধ্যেই মোদির স্বদেশি আহ্বান সামনে এল, যাহা দেশীয় উৎপাদন বাড়ানোর ওপর বিশেষ জোর দিতেছে। প্রধানমন্ত্রী স্বাধীনতা আন্দোলনের স্মৃতিও উস্কাইয়া দেন। তিনি বলেন, 'স্বদেশি মন্ত্র আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে শক্তি জুগাইয়াছিল; আজ একই মন্ত্র আমাদের সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যাইবে।' এছাড়া সমস্ত রাজ্য সরকারকেও 'আত্মনির্ভর ভারত' এবং স্বদেশি অভিযানে সক্রিয়ভাবে অংশ নেওয়ার আহ্বান জানান মোদি।তিনি বলেন, 'আমি সব রাজ্য সরকারকে আহ্বান জানাই এই অভিযানে যোগ দিতে এবং নিজেদের রাজ্যে উৎপাদন বাড়িয়ে বিনিয়োগের পরিবেশ তৈরি করিতে। যখন জাতি ও রাজ্য একসঙ্গে কাজ করিবে, তখনই 'আত্মনির্ভর ভারতের' স্বপ্ন পূর্ণ হইবে।' তিনি একসঙ্গে দুটি উৎসবের সূচনার ঘোষণা করেনশক্তির আরাধনার উৎসব নবরাত্রি এবং অর্থনৈতিক সংস্কারের নতুন অধ্যায় জিএসটি সেভিংস ফেস্টিভ্যাল। সোমবার থেকেই শুরু

হইয়াছে বহু প্রতীক্ষিত জিএসটি ২.০ সংস্কার, যাহা সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করিয়া ব্যবসায়ী সমাজসবার জন্যই নতুন সুযোগ ও সঞ্চয়ের দ্বার খুলিয়া দিবে ।নতুন প্রজন্মের জিএসটি সংস্কার কার্য্যকর হইয়াছে। একে 'জিএসটি সেভিংস ফেস্টিভ্যাল' বলে অভিহিত করিয়ান প্রধানমন্ত্রী। তাতে সঞ্চয় বাড়িবে এবং পছন্দের জিনিস কেনা আরও সহজ হইয়া উঠিবে। দরিদ্র থেকে মধ্যবিত্ত, যুবসমাজ, মহিলারা এবং ব্যবসায়ীরাসবাই এর সুফল ভোগ করিবেন।'এই সংস্কারের মূল উদ্দেশ্যঅর্থনীতিকে আরও স্বচ্ছ, সহজ এবং গণমুখী করিয়া তোলা। এই সংস্কার আমাদের বৃদ্ধির গল্পকে ত্বরান্বিত করিবে, ব্যবসা করিবার সহজতাকে বাড়াইবে, অধিক বিনিয়োগ টানিবে এবং প্রতিটি রাজ্যকে জাতীয় উন্নয়নের সমান অংশীদার করিবে।' জিএসটি ২.০—এর মূল লক্ষ্য হইতেছে দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় পণ্য ও সেবার উপর করের বোঝা হ্রাস করা, যাহাতে সাধারণ ভোক্তারা সাশ্রয়ী দামে পণ্য কিনিতে পারেন। একইসাথে ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ীদের জন্য নতুন ব্যবস্থা তৈরি হইবে যাহাতে তাহারা কম ঝামেলায় ব্যবসা পরিচালনা করিতে পারেন।

কাঞ্চনপুরে বন দপ্তরের উদ্যোগে বন্যপ্রাণী সপ্তাহ উদযাপন

কাঞ্চনপুর, ২৩ সেপ্টেম্বর: বন্যপ্রাণী সপ্তাহ উদযাপনকে সামনে রেখে পরিবেশ সচেতনতা ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের গুরুত্ব তুলে ধরতে একাধিক কর্মসূচির আয়োজন করেছে কাঞ্চনপুর মহকুমা বন দপ্তর। বনাঞ্চল রক্ষা ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ বিষয়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন করার লক্ষ্যে এ কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে।

এরই অংশ হিসেবে শান্তি ম্যানশন ইনস্টিটিউট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য এক বসে আঁকো প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়। শিশু-কিশোরদের মধ্যে প্রকৃতি ও বন্যপ্রাণীর প্রতি ভালোবাসা গড়ে তুলতে এই কর্মসূচির বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে।

এছাড়া সকালে কাঞ্চনপুরের সেন্ট ফ্রান্সিস এসিস ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে আয়োজিত বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি ও প্রভাতফেরি-র মধ্য দিয়েও বন্যপ্রাণী সপ্তাহের সূচনা করা হয়। শিক্ষার্থীরা হাতে ব্যানার ও পোস্টার নিয়ে বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের বার্তা ছড়িয়ে দেন।

কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন কাঞ্চনপুর মহকুমা বন আধিকারিক সুমন মিত্র, কাঞ্চনপুর ফরেস্ট রেঞ্জ অফিসার কুনালজিৎ দেববর্মা সহ বন দপ্তরের কর্মীরা। তারা শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও পরিবেশ রক্ষার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে বক্তব্য রাখেন। স্থানীয় বন দপ্তরের উদ্যোগে এ ধরনের কর্মসূচি আগামী দিনগুলোতেও চলবে বলে জানানো হয়েছে।

চন্দ্রপুরে ডিভাইডার দেওয়ায় যানজট, ভোগান্তিতে স্থানীয়রা

আগরতলা, ২৩ সেপ্টেম্বর: আগরতলা মোটরস্ট্যান্ড থেকে পুরাতন আগরতলার চৌদ্দ দেবতা মন্দির ভায়া বলদাখাল যাওয়ার পথে চন্দ্রপুর এলাকায় রাস্তার মাঝখানে ডিভাইডার বসানোয় ব্যাপক সমস্যার মুখে পড়েছেন সাধারণ মানুষ। ডিভাইডারের কারণে আগরতলা থেকে চন্দ্রপুর হয়ে বলদাখাল ভায়া বাইপাস সড়কে যানবাহন চলাচল কার্যত বন্ধ হয়ে গেছে।

ফলে প্রতিদিনই এলাকায় যানজটের সৃষ্টি হচ্ছে, বিশেষত অফিস টাইমে ভোগান্তি আরও তীব্র আকার ধারণ করছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, এই সিদ্ধান্তে সাধারণ যাত্রী থেকে ব্যবসায়ীসবাই বিপাকে পড়েছেন।

সবচেয়ে বড় আশঙ্কার জায়গা হলো দুর্ঘটনা বা অগ্নিকাণ্ডের সময়। স্থানীয়রা জানান, চন্দ্রপুর বাজার বা বলদাখাল এলাকায় যদি কখনো অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে, তাহলে অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের গাড়িও এই পথে প্রবেশ করতে পারবে না। এতে বড় ধরনের বিপর্যয় ঘটার আশঙ্কা রয়েছে।

এলাকাবাসীর দাবি, অবিলম্বে চন্দ্রপুর থেকে ডিভাইডার সরিয়ে নেওয়া হোক এবং পূর্বের মতো যান চলাচলের ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনা হোক। তারা প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।

ইসকনের মানব কল্যাণ পরিষেবা

আগরতলা। ২৩ সেপ্টেম্বর।। সনাতন ধর্মের প্রচারের সাথে সাথে ইসকন সামাজিক কর্মসূচিতেও সর্বশ্রেষ্ঠ স্থানে অবস্থান করছে! ইসকনের মানবকল্যাণমুখী কর্মযজ্ঞ বিশ্ববাসীকে সর্বদাই আকৃষ্ট করছে! এরই জ্বলন্ত উদাহরণ রবিবার দিন আবারো সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ইসকনের ফুড ফর লাইফ প্রোগ্রামের অঙ্গ হিসেবে রবিবার আগরতলাস্থিত "শ্রীঅরবিন্দ শ্রীমা" অনাথ আশ্রমে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। বিশ্বব্যাপী ইসকনের এই পরিকল্পনার অঙ্গ হিসাবে বিগত কয়েক বছর ধরেই ইসকন আগরতলার বিভিন্ন জনবহুল এলাকা তথা বৃদ্ধাশ্রম, অনাথ আশ্রম সহ বিভিন্ন স্থানে ক্রমাগত ভাবে এই অনুষ্ঠান পালন করে আসছেন। এইদিন অনাথ শিশুরা এই আন্তরিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ইসকন ভক্তদের নিজেদের খুব নিকটে পেয়ে আপ্লুত হয়ে ওঠেন। বিশেষ করে ইসকন ভক্তদের প্রেমময়ী মমতা ও ভালোবাসা বাচ্চাদেরকে আকর্ষিত করে তোলে। প্রসাদ বিতরণের পাশাপাশি ইসকনের পক্ষ থেকে বাচ্চাদেরকে এই দিন ইসকন প্রতিষ্ঠাতা আচার্য্য শ্রীল প্রভুপাদের শিক্ষার আধারে জীবনের মূল্যবোধ সহ উচ্চতর সংস্কারের পাঠও দেওয়া হয়।

খাদ্যরসিক রবীন্দ্রনাথের খাদ্য তালিকাও শৈল্পিক

তিনি এসেছিলেন বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সব কিছুকে একই সুরে বাঁধতে; নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান এর মতোই ভিন্ন ভিন্ন খাদ্যাভ্যাস আর তার স্বাদ গন্ধকে একই ছন্দে গাঁথতে। তাই তো তাঁর সৃষ্টি তাঁকে বিশ্বময় করেছে। তাই তো তিনি শতবর্ষ পরেও সবকিছুতে আজও সমান প্রাসঙ্গিক। ***তাপস চট্টোপাধ্যায়***

আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের অন্যতম প্রধান ইন্দ্রিয় হল 'রসনা'। পঞ্চভূতে সৃষ্ট এই মানব শরীরে ষড়-রিপুর কার্য্যকারণের সিংহভাগ জুড়ে থাকে রসনার আধিপত্য। রসনা তৃপ্তির এই জাগতিক খেলা থেকে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথও নিজেকে সরিয়ে রাখতে পারেননি। শিশু বয়সেই খাদ্যরসিক কবির কলমে বেজেছিল তার সুলোলিত মূর্ছনা। মাত্র দশ বছরের রবি বাঙালীর নিত্য নৈমিত্তিক অতিসাধারণ এক খাদ্য প্রকরণকে কয়েকটি লাইনে করে তুললেন অসাধারণ, আমসত্ত্ব দুধে ফেলি,তাহাতে কদলী দলি, সন্দেশ মাখিয়া দিয়া তাতে হাপুস হুপুস শব্দ। চারিদিক নিস্তব্ধ, পিঁপিড়া কাঁদিয়া যায় পাতে। খাদ্যাভ্যাসের বৈচিত্রের ঐতিহ্যে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির নামডাক কম ছিল না। অবিভক্ত বাঙলার হাতেগোনা কিছু অভিজাত পরিবারের মধ্যে ঠাকুর পরিবারের নিত্যদিনের খানাপিনায় ছিল এক অদ্ভুত স্বাতন্ত্রতার ছোঁয়া। বিশেষ করে 'পুণ্যাহ' বা নববর্ষের অনুষ্ঠানে ঠাকুরবাড়ির ভুরিভোজের আয়োজনে থাকতো একাধিক নজরকাড়া রেসিপি।

দোতলার টানা বারান্দার পাথরের মেঝেতে বিছানো হতো কার্পেটের আসন, কলাপাতা ঘিরে মাটির খুরিতে পরিবেশন করা হতো কাঁচা ইলিশের ঝোল, চিতল মাছ আর চালতা দিয়ে মুগের ডাল, নারকেল চিংড়ি মাছের পোলাও, আম দিয়ে শোল মাছ সহ একাধিক সুস্বাদু পদ। শুধুমাত্র আক্ষরিক অর্থেই নয়, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বাস্তবিক অর্থে এক বিশ্বকবি। জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষের প্রতিটি কার্যকারণের সঙ্গে ছিল তাঁর নিবিড় সংযোগ। দেশ হোক বা বিদেশ, প্রাকৃতিক হোক বা নৈসর্গিক, একই রক্তমাংসে গড়া মানবজাতির জীবনচর্য্যায় নানান বৈচিত্র মুগ্ধ করতো তাঁকে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-ভাষার সঙ্গে আর্থসামাজিক এবং বিশেষ করে জলবায়ুর সামঞ্জস্যপূর্ণ খাদ্যাভ্যাস তাঁর সৃষ্টিশীল চেতনার প্রেক্ষিত হয়ে উঠেছিল। বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রবাদপ্রতিম গিটারিস্ট ল্যারি করিয়েলকে বলা হয় ফিউসনের জনক। সংগীতের প্রচলিত প্রথা ভেঙে, সুর- তাল- লয়ের চিরাচরিত রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে তাঁর গিটারে ফিউশনের ঝংকার একসময়ে আন্তর্জাতিক সংগীত জগতকে আলোড়িত করেছিল। তেমনই রবীন্দ্রনাথও ঠাকুরবাড়ির হেঁসেলে রন্ধন প্রক্রিয়ার ধারাবাহিকতা ভেঙে নতুন নতুন ফিউসনের উপাদান যোগ করে রুচি এবং স্বাদে এক অভিনবত্ব আনতে চেয়েছিলেন। ইংল্যান্ড, স্পেন, তুরস্ক, কবি যখন যেখানে গেছেন সেখানেই সংগ্রহ করেছেন মেনু কার্ড। দেশে ফিরে ঠাকুরবাড়ির রান্নাঘরে সম্পূর্ণ দেশীয় উপকরণে সৃষ্টি হয়েছে হল্যান্ডাইজ সসে স্যামন, ব্রিটিশ পাই, হিন্দুস্থানী তুর্কি কাবাব, ফিলিপিনো চিকেন, আইরিশ টু-এর মতো একাধিক পদ। প্রাচ্যের হেঁসেলে প্রাশ্চাত্যের সুবাস কবিমনে এনেছে এক নবআনন্দের ছোঁয়া। খাদ্যরসিক রবীন্দ্রনাথের পছন্দের তালিকায় প্রাথমিকতা পেতো মাছ এবং মিষ্টি। মাছের চচ্চড়ি থেকে শুরু করে দই-চিংড়ি, ভিনি গার মাছ থেকে টম্যাটো মাছ এমনই একাধিক পদ কবির রসনা তৃপ্তির উপাদান ছিল।

রবীন্দ্রনাথের রন্ধনপ্রণালীর নিত্যনতুন পরীক্ষা নিরীক্ষার সঙ্গে একাত্ম হয়ে উঠেছিলেন কবিপত্নী মৃণালিনী দেবী। তাঁর রন্ধন শৈলীর বিশেষত্ব ছিল সাধারণ উপকরণে অসাধারণ স্বাদের খাবার। কাঁঠাল দই, মাছের তরকারি (যা আসলে মাছ দিয়ে নয়), পটল-চিংড়ির রায়তা, সর্ষে বাটার মাটন,দইয়ের মালপো, পাকা আম দিয়ে চিঁড়ের পুলি, এমনকি একবার তো কবির অনুরোধে তিনি মানকচুর জিলিপিও তৈরি করেছিলেন। স্ত্রীর হাতের নববর্ষের সবচেয়ে জনপ্রিয় মিষ্টি 'এলোঝেলো' ছিল কবিগুরুর সবচেয়ে পছন্দের, তবে মিষ্টির নামটা পরিবর্তন করে রেখেছিলেন 'পরিবন্ধ'। ঠাকুর পরিবারের মহিলাদের মধ্যে মৃণালিনী দেবীর হাতের রান্না ছিল সকলের চেয়ে আলাদা। তাঁর ট্রেডমার্ক রেসিপি ছিল 'তিন ইঞ্চি ব্যাসার্ধের লুচি' আর 'পান্থার বাংলা' (বাঙালি মাটন)। ১৯৪১ সালে অসুস্থ অবস্থায় কালিম্পং থেকে জোড়াসাঁকো আনা হয়েছিল তখন মৃণালিনী দেবী প্রয়াত হয়েছেন কিন্তু তবু শয্যাশায়ী কবির ভগ্নস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য এই খাবারই তাঁকে খাওয়ানো হতো।

কবিগুরুর খাদ্যাভ্যাস নিয়ে প্রচলিত একাধিক গল্প থাকলেও তাঁর গুণগ্রাহীদের মুখে যে গল্পটা সবচেয়ে মুখরোচক ছিল, তা হল, 'সহস্র বৎসরের ডিমের গল্প' (The century egg) 'আমার দেখা নয়া চিন' গ্রন্থে কবি এই গল্পের সেই অদ্ভুত অভিজ্ঞতার কথা লিখেছিলেন। সেবার চিন সফরে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ছিলেন অধ্যাপক ক্ষিতিমোহন সেন এবং চিত্রশিল্পী নন্দলাল বসু। কবির সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে সেখানে আয়োজিত হয়েছিল এক মহাভোজের অনুষ্ঠান। কবিগুরুর আগমনে উল্লসিত চিনারা তাদের খাবারের মেনুতে রেখেছিলেন একাধিক ট্র্যাডিশনাল রেসিপি, যার মধ্যে অন্যতম ছিল 'হাজার বছরের পুরোনো ডিমের' রান্না। অনুষ্ঠানের কর্মকর্তারা অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে কবিকে ডিমের ওই পদ বানানোর যাবতীয় প্রণালীর বিস্তারিত বিবরণ দিচ্ছিলেন; প্রথমে মাটির মধ্যে নুন মিশিয়ে তারপর কয়েকটা ডিমে সেই প্রলেপ মাখিয়ে দীর্ঘ সময় সংরক্ষণ করে রাখা হতো মাটির নিচে। যতক্ষণ না পর্যন্ত ডিমের সাদা অংশ কালচে হতো ততক্ষণ পর্যন্ত সেগুলো খাওয়ার উপযোগী হবে না।' খাদ্য প্রস্তুতির সেই অখাদ্য বিবরণী কবির সঙ্গীদের যতটা উৎকণ্ঠা উদ্রেক করছিল কবিকে ততটাই শান্ত নিরুত্তাপ মনে হচ্ছিল। এরপর এসেছিল সেইসব খাদ্যের গলাধঃকরণের মহেন্দ্রক্ষণ। প্রত্যেকের পাতে পরিবেশিত হলো বেশ কয়েকখানা করে সহস্র বছরের ডিমের পদ। একদিকে আতিথেয়তা রক্ষা অন্যদিকে খাদ্যের উপকরণ, এই দুইয়ের দ্বন্দ্বে কবির সফরসঙ্গীরা যখন বেসামাল তখন দেখা গেল গুরুদেব অম্লান বদনে একের পর এক ডিম খেয়ে যাচ্ছেন। অতঃপর এক যাত্রায় পৃথক ফল সম্ভব নয় ভেবে অনিচ্ছা স্বত্তেও তাঁরাও খাবারে মনোযোগ দেন। এরপর যা হয়, তা একেবারেই কাম্য ছিল না। রাত থেকেই নন্দলাল বসু এবং ক্ষিতিমোহন সেন দু'জনেই বমি আর পেটের যন্ত্রণায় কাহিল হয়ে পড়েন। এহেন অবস্থায় গুরুদেবকে সুস্থ সবল দেখে তাঁরা নিশ্চিন্ত হওয়ার চেয়েও অবাক হয়ে কারণটা জানতে চান। গুরুদেব নির্বিকার চিত্তে জানান যে, তিনি তো একটা ডিমও খাননি, ওই সব অখাদ্যগুলো কৌশলে নিজের লম্বা শ্মশ্রুর (দাড়ি) ভিতর দিয়ে জোব্বার মধ্যে সংরক্ষণ করে দিয়েছিলেন।

শৈশবে মাতৃহারা কবি ছিলেন ভালোবাসার কাঙাল। কেউ ভালোবেসে যখন যেমন পরামর্শ দিতেন, রবীন্দ্রনাথ অক্ষরে অক্ষরে তা মেনে চলার চেষ্টা করতেন। গুণগ্রাহীদের প্রতি এই ভালোবাসা কখনও কখনও তাঁর খাদ্যাভ্যাসকেও প্রভাবিত করতো। তাঁর অনুগত শিষ্যা রানি চন্দ লিখেছিলেন, গুরুদেবের জন্য দিনের বরাদ্দ ছিল দেশি প্রদ্ধতিতে মাছ, মাংস, শাক সবজি রান্না কিন্তু রাতের ডিনার টেবিলে স্থান পেতো বিলাতি খাবার। একবার এক পন্ডিত অতিথি শাস্ত্র পুরাণের অনুষঙ্গ টেনে পরামর্শ দিলেন হবিষান্নই একমাত্র শরীরের পক্ষে উপযোগী আহার। ব্যাস, অমনি লোক ছুটলো হাটে, কুমোরের ঘর থেকে এলো সদ্য পোড়া লাল মাটির মালসা। এবেলা ওবেলা নতুন মালসায় হবিষান্ন খেয়ে গুরুদেব খুব খুশি হয়ে বললেন, এই এতদিনে ঠিকটি হল। কিছুদিন পরেই তাঁর এক বিদেশি বন্ধু জানালেন, ডিমে আছে সব রকমের খাদ্যগুণ। পরদিন থেকেই চাল কাঁচকলা সরে গেল, গুরুদেব কাঁচা কাঁচা ডিম পেয়ালায় ঢালেন, নুন গোলমরিচ মিশিয়ে চুমুক দেন তাতে। আবার কবে এলেন এক আয়ুর্বেদ বিশেষজ্ঞ, আর তাঁর সঙ্গেই শুরু হল গ্লাস গ্লাস তেঁতো নিমপাতার রস খাওয়া।

বনফুল তাঁর 'রবীন্দ্রস্মৃতি' গ্রন্থে কবিগুরুর খাওয়া আর খাওয়ানোর গল্প লিখেছিলেন, একবার খুব ভোরে শান্তিনিকেতন পৌঁছেছেন বনফুল। অন্ধকার কাটেনি তখনও, ঠান্ডাও খুব। অথচ অনতিবিলম্বে স্নান সেরে ব্রেকফাস্টের টেবিলে হাজির রবীন্দ্রনাথ। সেদিন আটাত্তর বছর বয়সী রবীন্দ্রনাথের প্রাতরাশের পুংখানুপুঙ্খ বিবরণ দিতে গিয়ে বিহ্বল বনফুল লিখেছিলেন, 'নীলমণি খাবার নিয়ে প্রবেশ করল। দেখলাম প্রকান্ড একটি কাঁসার থালার মাঝখানে রুপোর বাটি দিয়ে কি যেন একটা ঢাকা রয়েছে। আর তার চারপাশে তরকারির মতো কি যেন সাজানো রয়েছে সব। কোনওটাই পরিমাণে বেশি নয়, কিন্তু মনে হল সংখ্যায় অনেকগুলো। বারো-চোদ্দ রকম।' বাটিটা তুলতেই বেরিয়ে পড়ল অনেকখানি ক্রীম। অন্য জিনিসগুলো নানারকম ডাল আর ফল ভেজানো।

বনফুল লিখেছেন, 'লক্ষ্য করে দেখলাম মুগের ডাল, ছোলা, বাদাম, পেস্তা, কিসমিস, আখরোট তো আছেই, আরো নানা রকম কি আছে, একটা তো উচ্ছের বিচির মতো দেখাচ্ছিল। নীলমণি দুটো কাঁচা ডিম ভেঙে একটা ডিশে করে দিয়ে গেল। রবীন্দ্রনাথ নিজে তাতে গোলমরিচের গুঁড়ো আর নুন দিয়ে নিলেন। নীলমণি দু-টুকরো মাখন মাখানো রুটিও আনল। রবীন্দ্রনাথ প্রথমেই ডিশে চুমুক দিয়ে ডিমটা খেয়ে নিলেন। তারপর টেবিলের ড্রয়ার থেকে দুটো শিশি বের করলেন। একটা দেখলাম, মার্কের গ্লুকোজ আর একটা স্যানটোজেন। দুটো থেকেই দু'চামচ বার করে মেশালেন ক্রীমের সঙ্গে।তারপর কিসমিস পেস্তা সহযোগে খেতে লাগলেন সেটা। পরক্ষণেই কফি এলো। কাপে নয়, কেতলিতে। কফি 'ব্রু' করার যে বিশেষ ধরনের কেতলি থাকে তাতে। এরপর রুটি দুখানায় পড়ল মধু, বনফুল দেখলেন সেটা অস্ট্রেলিয়া থেকে আমদানি । মুখ মিষ্টি হয়ে গেছে বলে এলো মুড়ি আর কুসুম বীজ ভাজা। তারপর টাটকা খেজুর রস। এত কিছু অদ্ভুত অভাবনীয় খাদ্যশৃঙ্খলার মধ্যেও অতিথি আপ্যায়নে কোনও ত্রুটি ছিল না। বনফুলের জন্য প্রাতঃরাশের মেনুটায় ছিল খাঁটি বাঙালিয়ানার ছোঁয়া। একই টেবিলে এসেছিল ফুলকো লুচি, আলুর ছেঁচকি, গরম সিঙাড়া, কচুরি, সন্দেশ, সামান্য বিদেশি আঙ্গিকে কেক, বিস্কুট, আপেল, কলা, সঙ্গে চায়ের সরঞ্জাম।

করিগুরুর খাদ্যতালিকার বৈচিত্র্যের মধ্যেও এক সুগন্ধি শৈল্পিক রস ফুটে উঠেছিল, রানি চন্দের স্মৃতিকথায়, চিনে চাই পছন্দ করতেন তিনি। সে চা'ও শুকনো বেল জুঁইয়ের। গরম জলে পড়লেই শুকনো পাপড়িগুলো খুলে ফুলের আকার নিত, আমরা দেখে চিনতাম এটা যুঁই, এটা বেলি। কখনো থাকতো শুধুই চন্দ্রমল্লিকা খুদে খুদে আকারের। শুকনো ফুল, গুরুদেব বোধহয় এই ফুলকেই বলতেন 'সেঁজুতি'। তিনি এসেছিলেন বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সব কিছুকে একই সুরে বাঁধতে; নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান এর মতোই ভিন্ন ভিন্ন খাদ্যাভ্যাস আর তার স্বাদ গন্ধকে একই ছন্দে গাঁথতে। তাই তো তাঁর সৃষ্টি তাঁকে বিশ্বময় করেছে। তাই তো তিনি শতবর্ষ পরেও সবকিছুতে আজও সমান প্রাসঙ্গিক।

শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ, নেপাল, অতঃপর...

পুলক মিত্র

টানা কয়েকদিনের অশান্তির পর নেপাল আপাতত শান্ত। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্বভার নিয়েছেন সেদেশের সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত প্রথম মহিলা প্রধান বিচারপতি সুশীলা কারকি। সুশীলা নেপালে দ্রুত নির্বাচনের আশ্বাস দিয়েছেন। কিন্তু নির্বাচন হলেই, ভারতের প্রতিবেশী এই রাষ্ট্রে কি শান্তি ফিরবে?

কেন বারবার অস্থিরতা নেপালে? শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশের পর নেপাল। জনরোষে হিমালয়ের কোলের রাষ্ট্র উত্তাল হয়ে ওঠার পর জনতার লাগামহীন বিক্ষোভ সামাল দিতে শাসকশিবির দমনপীড়নের পথ বেছে নিলেও শেষ পর্যন্ত পিছু হঠতে হয়েছে। তীব্র জনবিক্ষোভের জেরে পালাতে হয়েছে পদত্যাগী প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলিকে।

চার বছরের মধ্যে ভারতের প্রতিবেশী তিন দেশে গণ আন্দোলনের জেরে ছে, ক্ষমতাবদল নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠে আসছে। ২০২২ সালের জুলাই মাসের ঘটনা। আর্থিক সঙ্কটে জেরবার শ্রীলঙ্কা। ক্ষুব্ধ দেশবাসীর রোষের মুখে পড়েছিলেন প্রেসিডেন্ট গোতাবায়া রাজাপক্ষে। তদারকি প্রধানমন্ত্রী রনিল বিক্রমসিঙ্ঘের সরকারি বাসভবনের দখল নিয়েছিল উন্মত্ত জনতা। গোতাবায়ার দাদা মাহিন্দা প্রধানমন্ত্রী পদে ইস্তফা দিয়ে দেশ ছাড়ার পরে দায়িত্ব নিয়েছিলেন বিক্রমসিঙ্ঘে।

এর ২ বছর ২০২৪-এর জুলাই মাস। দে কোটা সংস্কার বিরোধী আন্দোলনকে ঘিরে অশান্ত হয়ে ওঠে বাংলাদেশ। দেড় দশক ধরে ক্ষমতায় থাকা আওয়ামী লীগ সরকারের পতন ঘটে। দেশ ছেড়ে পালাতে বাধ্য হন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তাঁর সরকারি আবাস গণভবনে তাণ্ডব চালায় বিক্ষুব্ধ দেশবাসী। বর্তমানে তিনি ভারতে রয়েছেন। ০৯.০৯. ২৫ তারিখে নেপালী ছাত্র-যুবরা সদ্য পদত্যাগী প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলির দল কমিউনিস্ট পার্টি অফ নেপাল স্কে (ইউ এম এল) এবং তার সহযোগী নেপালি কংগ্রেসের সদর দফতরে ব্যাপক ভাঙচুর চালায়। ছাড় পাননি সরকারের মন্ত্রীরাও। পর তাঁদের কারও কারও বাসভবনে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। কেউ কেউ জনরোষের য়ে শিকার হন। রাস্তায় ফেলে পেটানো হয় নেতা- মন্ত্রীদের।

ফিরে দেখা- তিন দেশেই জনবিক্ষোভের চেহারাটা মোটামুটি একই ধরনের। গত মাসের শেষদিকে ২৬টি সমাজমাধ্যমের উপর নিষেধাজ্ঞা জারির পর থেকে বাড়ছিল গণ অসন্তোষ। এই নিষেধাজ্ঞা তোলার দাবিতে সোমবার থেকে শুরু হয় বিক্ষোভ-প্রতিবাদ। পথে নেমে পড়েন হাজার হাজার তরুণ। সরকার দমনপীড়নের পথ বেছে নেয়। মৃত্যু হয় ২০ জনের বেশি বিক্ষোভকারীর। পরিস্থিতি আঁচ করতে পেরে ০৮.০৯.২৫ তারিখ রাতেই নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয় নেপাল সরকার। কিন্তু তাতে বিদ্রোহের আগুন নেভানো যায়নি। এর পর থেকে কেপি শর্মা ওলির পদত্যাগের দাবিতে বিক্ষোভ আরও জোরদার চেহারা নেয়। একের পর এক নেতা-মন্ত্রীর বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করতে থাকে বিক্ষুব্ধ জনতা। ওলি সরকারের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরেই ক্ষোভ জমছিল। তাতে ঘৃতাহুতি দেয় সমাজমাধ্যমের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারির সিদ্ধান্ত। শ্রীলঙ্কায় সরকারের গোতাবায়া পতনের ২৫ মাস পরে পদচ্যুত হয়েছিলেন শেখ হাসিনা। আর হাসিনার গদি হারানোর ১৩ মাসের মাথায় পদ হারান "চিন ঘনিষ্ঠ" ওলি।

কীভাবে রাজতন্ত্রের অবসান- নেপালের এই অস্থির পরিস্থিতির যোগসূত্র খুঁজতে হলে, কয়েক দশক পিছিয়ে যেতে হবে। সালটি ছিল ১৯৯৬। তখন নেপালের অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে গণ লড়াইয়ের ডাক দিয়েছিলেন কমিউনিস্ট পার্টি অফ নেপাল (মাওবাদী) নেতা পুষ্পকমল দাহাল ওরফে প্রচণ্ড। ওই বছরের ১৩ ফেব্রুয়ারি নেপাল সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভ্যুত্থানে সামিল হন মাওবাদীরা। সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, অপশাসনের অভিযোগ তুলে সরকারি বাসভবনে ভাঙচুর চালানো হয়। হামলার শিকার হয়। সামরিক বাহিনীও। আত্মগোপনে থেকেই লড়াইয়ের নেতৃত্ব দিতে থাকেন প্রচণ্ড।

রাজতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণে থাকা তদানীন্তন সরকার দমনপীড়নের পথে এই বিদ্রোহ প্রতিরোধের চেষ্টা চালায়। ১০ বছর ধরে এই টালমাটাল পরিস্থিতি চলে। প্রাণহানি হয় ১৭ হাজারের বেশি মানুষের। ঘরছাড়া হতে হয় ২ লক্ষাধিক মানুষকে। সেই সময় নেপাল সরকারের বিরুদ্ধে হত্যা এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ ওঠে। সরকারি দমনপীড়নের মধ্যেই গ্রামীণ নেপালের বড় অংশের দখল নেয় মাওবাদীরা। ওই অঞ্চলগুলিতে তাঁরা সমান্তরাল প্রশাসনিক ব্যবস্থা চালাতে থাকেন।

আন্তর্জাতিক চাপের মুখে ২০০৬ সালে মাওবাদীদের সঙ্গে শান্তি আলোচনায় বসতে বাধ্য হয় সরকার। ওই শান্তিচুক্তিতে নেপালে রাজতন্ত্রের পরিবর্তে সংসদীয় গণতন্ত্র তৈরির কথা বলা হয়। ২০০৮ সালের ২৮ মে নেপালের সংবিধানে রাজতন্ত্রের পরিবর্তে গণতন্ত্র শব্দটি যোগ করা হয়। জুন মাসে কাঠমান্ডুর রাজপ্রাসাদ ছেড়ে চলে যান নেপালের শেষ রাজা জ্ঞানেন্দ্র। ২০০৮ সালের অগাস্ট মাসে নেপালের প্রধানমন্ত্রী হন প্রচণ্ড। তবে পুরো মেয়াদ পূরণ করতে পারেননি তিনি।

দুর্নীতির বাড়বাড়ন্ত ও ওলির পতন ৭৩ বছরের ওলি প্রবীণ বামপন্থী নেতা গুলি তাঁর দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে বারবার অস্থিরতার মধ্যে দিয়ে গিয়েছেন। অসৎ উপায়ে তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষমতা ধরে রাখারও অভিযোগ উঠেছে। উগ্র জাতীয়তাবাদী, চিনপন্থী এবং ভারত বিরোধিতার জন্য পরিচিত ওলি প্রথম দফায় ১১ অক্টোবর ২০১৫ থেকে ৩ আগস্ট ২০১৬ পর্যন্ত এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে ২০১৮ থেকে ২০২১ পর্যন্ত নেপালের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। অসাংবিধানিক উপায়ে ক্ষমতা দখলের অভিযোগ ওঠায় দ্বিতীয় পর্বে নেপালের সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ক্ষমতাচ্যুত হতে হয় এই বামপন্থী নেতাকে।

২০২৪ সালের মার্চে নেপালের সদ্য প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী তথা কমিউনিস্ট পার্টি অফ নেপাল (ইউ এম এল) নেতা ওলির সঙ্গে জোট বেঁধে সরকার গড়েন প্রচণ্ড। ওই বছরের ৩ জুলাই এই জোট ভেঙে যায়। নেপালি কংগ্রেসের হাত ধরে ওলির দল। ১২ জুলাই আস্থাভোটে হেরে প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দিতে বাধ্য হন প্রচণ্ড। একদিকে প্রচণ্ডর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ যেমন উঠেছে, তেমনই তাঁর বিরুদ্ধে আদর্শচ্যুত হওয়ারও অভিযোগ তুলেছেন তাঁর এক সময়ের সঙ্গী মাওবাদী নেতারা। তবে সরকার এবং রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে তিনি যে লড়াই চালিয়েছিলেন, তা নেপালে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পথ প্রশস্ত করেছে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক মহলের একাংশ। তাঁর আন্দোলনের জেরেই মাথা নোয়াতে বাধ্য হয়েছিল নেপালের রাজতন্ত্র। অন্য দলগুলির সমর্থন নিয়ে, অস্ত্র ছেড়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় সামিল হয় মাওবাদীরাও। প্রচণ্ড এখন নেপালের বিরোধী দলনেতা হলেও, বিক্ষোভ থেকে রেহাই পায়নি তাঁর বাড়িও। মঙ্গলবার নেপালের ললিতপুর জেলার খুমালতারে প্রচণ্ডর বাসভবনে বিক্ষোভকারীরা ভাঙচুর চালান। ঘটনা হল, গত ১৭ বছরে ১৪ বার সরকার বদল ঘটেছে।

হঠাৎ কেন- প্রশ্ন হল, এই সময়ে কেন এই বিক্ষোভের আগুন ছড়াল। একথা ঠিক, নেপালের শীর্ষ স্তরের রাজনৈতিক নেতারা নানা দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থাই নেয়নি সরকার। দুর্নীতিতে যুক্ত নেপালের কমিউনিস্ট পার্টি (ইউনিফায়েড মার্কসিস্ট লেনিনিস্ট, ইউএমএল) এবং নেপালি কংগ্রেসের নেতাদের বিরুদ্ধে তদন্তও শুরু করেছিলেন প্রচণ্ড। এর পরপরই মতভেদকে দূরে সরিয়ে দুই বৃহত্তম রাজনৈতিক দল পরস্পরের কাছাকাছি আসে।

আরেকটি বিষয় হল, নেপালের নেতা-মন্ত্রীরা বিলাসবহুল জীবনে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। তাঁদের সন্তানরা কেন দামি গাড়িতে চড়ে ঘুরে বেড়াবেন, এই প্রশ্নও উঠতে থাকে। তৃতীয় কারণটি হল, দুই বৃহত্তম রাজনৈতিক দল যখন একজোট হয়, তখন তখন রাষ্ট্রীয় স্বতন্ত্র পার্টির নেতা রবি লামিছানেকে কারাবন্দি করা হয়। বস্তুত সংসদে বিরোধী দলের কোনও অস্তিত্ব ই ছিল না। প্রচণ্ড বিরোধী নেতা হলেও, অতীতে উভয় পক্ষের সঙ্গেই তিনি জোটে ছিলেন। গুলি এবং দেউবাকে চ্যালেঞ্জ করার মতো কেউই ছিলেন না। সাধারণ মানুষের কাছে মনে হয়েছিল, এটি মিউজিক্যাল চেয়ারের খেলা ছাড়া কিছুই নয়। ওলি দুই বছর, তার পরের দুই বছর দেউবা। এছাড়া অন্য কোনও পরিবর্তন নেই।

এসবের মধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা আগুনে ঘৃতাহুতির মতো কাজ করে। সরকার নিষেধাজ্ঞার পথে হাঁটলেও, এর পরিণতি সম্পর্কে কিছুই আগাম অনুমান করতে পারেনি। সমাজমাধ্যমের ওপর নিষেধাজ্ঞার প্রভাব নেপালের জনসমষ্টির এক তৃতীয়াংশ থাকেন দেশের বাইরে। ফেসবুক এবং মেসেঞ্জারের মাধ্যমে পরিবারের লোকজন তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন। সরকার যখন হঠাৎই কয়েকটি সমাজ মাধ্যমের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে, তখন এটি ব্যাপকভাবে মানুষের দৈনন্দিন জীবনকে ওলটপালট করে দেয়। একদিকে যখন নিষেধাজ্ঞার জেরে দেশ বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে ওঠে, তখন রাজনৈতিক নেতাদের বিরুদ্ধেও ক্ষোভ চরমে উঠতে থাকে।

আগেও এ ধরনের ক্ষোভ দেখা গিয়েছিল। ইউএমএল এবং কংগ্রেসের হাত ধরাধরির আগেও নির্বাচনগুলিতে হতাশা লক্ষ্য করা গেছে। বিগত পাঁচ, ছয় বছর ধরে ছোট ছোট দল এবং নির্দলদের ভিত ক্রমশ পোক্ত হয়েছে। যেমন, রবি লামিছানের ২১টি আসনে জয়ী হয়েছে। অন্যদিকে, নির্দল হিসেবে মর্যাদাপূর্ণ কাঠমান্ডুর মেয়র পদে জিতেছেন বালেন শাহ। এর থেকে স্পষ্ট, প্রতিষ্ঠিত দল এবং নেতাদের প্রতি অসন্তোষ বাড়ছিল। এখন প্রশ্ন হল, বড় বড় দলগুলি কেন এই অসন্তোষকে গুরুত্ব দেয়নি? প্রধান প্রধান নেতাদের এক ধরনের ঔদ্ধত্যের মনোভাব তৈরি হয়েছিল। দুর্নীতির তদন্তের বদলে তাঁরা ক্ষমতার লাগাম ধরে রাখা এবং সম্পদ বাড়ানোর দিকে বেশি নজর দিয়েছিলেন। কয়েক দশকের লড়াইয়ের পর নেপালের বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। কিন্তু এই মোহভঙ্গ যে প্রশ্ন তুলে দিয়েছে, তা হল: এটি কি শুধুমাত্র নেতৃত্বের ব্যর্থতা, নাকি গোটা ব্যবস্থার ব্যর্থতা? এই অনিশ্চয়তা অত্যন্ত বিপজ্জনক।

নতুন যে ব্যবস্থাই গড়ে উঠুক, পর্দার আড়ালে কিন্তু রাজতন্ত্রের ভূমিকা উপেক্ষা করা যাবে না। তবে নেপালের এই পরিস্থিতিতে ভারতকে সতর্ক হয়ে পা ফেলতে হবে। **(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)**

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধেই ভোট আমেরিকায় পৌঁছে আশ্বাস ইউনূসের

লতিফুর রহমান, ঢাকা, ২৩ সেপ্টেম্বর: আগামী বছরের ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধেই বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচন। এবং সেই ভোট হবে "অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ।" সোমবার নিউইয়র্কে মার্কিন দূত সার্জিও গোরের সঙ্গে বৈঠকে এই কথা জানালেন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস। ইউনূস বলেন, "ফেব্রুয়ারিতেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচন হবে অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ। দেশ এ জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত।" মার্কিন দূত বাংলাদেশের প্রস্তুতিকে স্বাগত জানিয়ে ইউনূসের নেতৃত্বের প্রশংসা করেন। পাশাপাশি রোহিঙ্গাদের জন্য আমেরিকার সহযোগিতা অব্যাহত রাখার আশ্বাস দেন। আলোচনায় উঠে আসে সার্ক পুনরুজ্জীবন, দক্ষিণ এশীয় সহযোগিতা, আসিয়ানে বাংলাদেশের যোগদানের আগ্রহ এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্ক জোরদারের প্রসঙ্গও। বৈঠকের শেষে ইউনূস সার্জিও গোরকে সুবিধাজনক সময়ে বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ জানান।

ছাত্রী নিবাসে মহিলা নাইট গার্ডের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার

আগরতলা, ২৩ সেপ্টেম্বর : তেলিয়ামুড়া দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের তফসিলি ছাত্রী নিবাসে মহিলা নাইট গার্ডের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনা ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য এবং উৎকণ্ঠা তৈরি হয়েছে। তবে কি কারণে তিনি ফাঁসিতে আত্মঘাতী হয়েছে এখনো পর্যন্ত জানা যায় নি।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, আনুমানিক ৪৫ বছর বয়স্কা দীপ্তি রানী শুক্ল দাস নামের এক মহিলা নাইট গার্ডের দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন দীর্ঘদিন ধরে। যথারীতি সোমবার তার কাজ শেষ করে নিজের কক্ষে ছিলেন, মঙ্গলবার সকালে হঠাৎ করে হোস্টেলের জনৈকা ছাত্রী বিষয়টা প্রত্যক্ষ করে হোস্টেল সুপারকে জানায় এবং পরবর্তী সময়ে ঘটনার খবর চাউর হয়।

পরবর্তীতে খবর পেয়ে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে। তবে কি কারনে হোস্টেলের নাইট গার্ড ফাঁসিতে আত্মঘাতী হয়েছে এই বিষয়টা নিয়ে গুঞ্জন তৈরি হয়েছে, এর পেছনে অন্তর নিহিত কোন রহস্য রয়েছে কিনা এটাই এখন এলাকা জুড়ে গুঞ্জন।

তবে হোস্টেল সুপার শিপ্রা দত্ত সংবাদ মাধ্যমের সাথে কথা বলার সময় দাবি করেছেন,,দীর্ঘদিন ধরেই দীপ্তি রানী শুক্ল দাস বাড়ির অর্থনৈতিক অসচ্ছলতার কথা বলতেন, তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করছেন অর্থনৈতিক চাপেই এই ঘটনা সংগঠিত হতে পারে। আরো জানা গেছে, বেশ কয়েক বছর আগে তার স্বামী বিষ পান করে আত্মহত্যা করেছিলেন। এইভাবে একজন হোস্টেল নাইট গার্ডের আত্মহত্যার ঘটনার পেছনে থাকা কারণ তদন্তক্রমে বেরিয়ে আসুক, এটাই দাবি উঠছে।

চড়িলাম আড়ালিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতে রেগার টাকা আত্মসাৎ, ডেপুটেশন তিপরা মথার

আগরতলা, ২৩ সেপ্টেম্বর: রেগা প্রকল্পের অর্থ নিয়ে চড়িলাম আড়ালিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতে চাঞ্চল্যকর অভিযোগ উঠেছে। এলাকার মানুষের দাবি, পঞ্চায়েত প্রধান ভবেশ চৌধুরী রেগা প্রকল্পের আওতায় কাজ করা গরীব ও দিনমজুর শ্রেণির মানুষের টাকা আত্মসাৎ করেছেন। ওই অভিযোগ ঘিরে মঙ্গলবার সকালে তিপরা মথার পক্ষ থেকে পঞ্চায়েত কার্যালয়ে ডেপুটেশন জমা দেওয়া হয়েছে।

জানা যায়, দীর্ঘদিন ধরে আড়ালিয়া পঞ্চায়েত এলাকায় রেগা প্রকল্পে কাজ করলেও বহু শ্রমিক এখনও তাদের প্রাপ্য পারিশ্রমিক পাননি। কেউ কেউ গত ৬-৮ মাস ধরে কাজ করেও এক টাকাও পাননি বলে অভিযোগ করেন। এই নিয়ে বারংবার পঞ্চায়েত অফিসে যোগাযোগ করা হলেও কোনো সদুত্তর মেলেনি। অবশেষে ক্ষুব্ধ হয়ে তিপরা মথার নেতৃত্বে আজ একটি ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

ডেপুটেশনে উপস্থিত ছিলেন তিপরা মথার স্থানীয় নেতা-নেত্রীরা। তাঁরা অভিযোগ করেন, পঞ্চায়েত প্রধান ভবেশ চৌধুরী ও তাঁর ঘনিষ্ঠ কিছু কর্মী রেগা প্রকল্পের অর্থ নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করছেন।

কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গজুড়ে টানা বৃষ্টিতে অচল জনজীবন

নয়াদিল্লি, ২৩ সেপ্টেম্বর : সোমবার রাত থেকে মঙ্গলবার ভোর পর্যন্ত টানা কয়েক ঘণ্টা ধরে চলা ভারী বৃষ্টিপাতে জলমগ্ন হয়ে পড়েছে কলকাতার বিস্তীর্ণ এলাকা। পুলিশ ও প্রশাসনের সূত্রে খবর, এখনও পর্যন্ত বৃষ্টিজনিত কারণে অন্তত ৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। প্রবল বর্ষণে কার্যত স্তব্ধ হয়ে পড়ে শহরের জনজীবন। বন্ধ হয়ে যায় ট্রেন, মেট্রো ও অন্যান্য গণপরিবহণ পরিষেবা। বহু স্কুল-কলেজ মঙ্গলবার ছুটি ঘোষণা করে। দক্ষিণ কলকাতার গড়িয়া কামডহরি এলাকায় সর্বোচ্চ ৩৩২ মিমি বৃষ্টিপাত রেকর্ড হয়েছে, পাশাপাশি জোড়াসাঁকো, টপসিয়া, বালিগঞ্জ, কালীঘাট, যোধপুর পার্কেও ১৯৫ থেকে ২৮৫ মিমি পর্যন্ত বৃষ্টি হয়েছে। উত্তর কলকাতার থানতানিয়াতেও রেকর্ড হয়েছে ১৯৫ মিমি বৃষ্টিপাত। এই পরিস্থিতিতে, কলকাতা পৌরনিগম কর্তৃপক্ষ জরুরি ভিত্তিতে জল বের করতে ড্রেনেজ পাম্প চালানোর নির্দেশ দিয়েছে। ভারী বৃষ্টির প্রভাবে মেট্রো রেল পরিষেবাতেও বড়সড় প্রভাব পড়েছে। নীলরুটের মাঝের অংশ মহানায়ক উত্তমকুমার থেকে রবীন্দ্র সরোবর পর্যন্ত অংশে জল জমে যাওয়ায় পরিষেবা সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা হয়েছে। শাহিদ খুদিরাম থেকে ময়দান পর্যন্ত পরিষেবাও বন্ধ রাখা হয়েছে যাত্রী নিরাপত্তার কারণে। আপাতত ডাকেশ্বর থেকে ময়দান পর্যন্ত সীমিত পরিষেবা চালু রয়েছে বলে মেট্রো কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে। সিমেন্টারির পাশ দিয়ে যাওয়া সার্কুলার রেল পথেও পরিষেবা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে চিৎপুর ইয়ার্ডে জল জমার কারণে। শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখায় পরিষেবা সীমিতভাবে চালানো হচ্ছে, অন্যদিকে শিয়ালদহ উত্তর ও মেইন শাখাতেও ট্রেন চলাচলে বিলম্ব ও বাতিলের ঘটনা ঘটছে। হাওড়া ও কলকাতা টার্মিনাল থেকেও ট্রেন পরিষেবা আংশিকভাবে ব্যাহত হয়েছে। আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, উত্তর-পূর্ব বঙ্গোপসাগরের ওপর তৈরি হওয়া একটি নিম্নচাপ আগামী কয়েক দিন ধরে দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের কারণ হবে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া সহ দক্ষিণবঙ্গের বেশ কিছু জেলায় বুধবার পর্যন্ত বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে। কলকাতা ও উত্তর ২৪ পরগনাতেও হলুদ সতর্কতা জারি হয়েছে, দক্ষিণ ২৪ পরগনার জন্য জারি হয়েছে কমলা সতর্কতা। ২৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত একাধিক জায়গায় ৭-১১ সেন্টিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টি হতে পারে বলে জানানো হয়েছে। তার সঙ্গেই থাকবে বজ্রপাত ও ঘণ্টায় ৩০-৪০ কিমি বেগে দমকা হাওয়া। আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, ২৫ সেপ্টেম্বর আবারও একটি নতুন নিম্নচাপ তৈরি হতে পারে মধ্য ও উত্তর বঙ্গোপসাগরের উপর, যা ওড়িশা ও অন্ধ্র উপকূলের দিকে অগ্রসর হতে পারে ২৬-২৭ সেপ্টেম্বর নাগাদ।

বাংলাদেশে দুর্গাপূজা: নিরাপত্তায় প্রস্তুত রিজার্ভ ফোর্স, বসবে তল্লাশি চৌকি

মনির হোসেন,ঢাকা,সেপ্টেম্বর ২৩।। সনাতন ধর্মাবলম্বীদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে দায়িত্বপূর্ণ এলাকায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে বিশেষ নিরাপত্তা জোরদার করেছে র‍্যাব-৩। র‍্যাব জানিয়েছে, পূজামণ্ডপ ও তৎসংলগ্ন এলাকায় রোবাস্ট টহল মোতায়েন এবং বিশেষ চেকপোস্ট স্থাপন করা হবে। ডগ স্কোয়াডের পাশাপাশি থাকবে বোম্ব ডিসপোজাল ইউনিট। উদ্ভূত যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবিলায় ব্যাটালিয়নের প্রতিটি ক্যাম্পে পর্যাপ্ত সংখ্যক রিজার্ভ ফোর্স প্রস্তুত রাখা হয়েছে। যে কোনো ধরনের গুজব বা উসকানিমূলক মিথ্যা তথ্য ছড়ানো প্রতিরোধে সাইবার মনিটরিং টিমের সার্বক্ষণিক নজরদারিও অব্যাহত রয়েছে।

মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর সিদ্ধেশ্বরী সর্বজনীন পূজা পরিষদে এক সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান র‍্যাব-৩ এর উপ-অধিনায়ক মেজর মোহাম্মদ সাকিব হোসেন। তিনি বলেন, শারদীয় দুর্গাপূজা ঘিরে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা প্রয়োজন। শান্তি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে পূজা উদযাপন উপলক্ষে দায়িত্বপূর্ণ এলাকায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে বিশেষ চেকপোস্ট ও রোবাস্ট পেট্রোলিং পরিচালনা চলমান। সাকিব হোসেন বলেন, দুর্গাপূজা ঘিরে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রতি বছরের মতো এবারও বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ২৮ সেপ্টেম্বর থেকে ২ অক্টোবর পর্যন্ত নিরাপত্তা জোরদার করতে র‍্যাব-৩ এর দায়িত্বপূর্ণ এলাকায় পর্যাপ্ত সংখ্যক র‍্যাব সদস্য মোতায়েন থাকবে। পূজা শুরুর আগে নিরাপত্তার প্রস্তুতি হিসেবে র‍্যাব-৩ এর আওতাধীন পূজামণ্ডপ এবং তৎসংলগ্ন এলাকায় রোবাস্ট টহল মোতায়েন ও বিশেষ চেকপোস্ট স্থাপন এবং পূজামণ্ডপের সার্বিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত তদারকির কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। তিনি জানান, তদারকির অংশ হিসেবে পূজামণ্ডপে দর্শনার্থীদের ইন-আউট গেট ও অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা এবং সিসি ক্যামেরা স্থাপন সংক্রান্ত বিষয়সমূহ তদারকি করা হচ্ছে। এছাড়া যে কোনো ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার প্রতিরোধ এবং শান্তিশৃঙ্খলা নিশ্চিত করতে সাদা পোশাকে গোয়েন্দা নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। পূজামণ্ডপসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সুইপিং করার জন্য র‍্যাব ডগ স্কোয়াড, বোম্ব ডিসপোজাল ইউনিট এবং যে কোনো ধরনের উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবিলায় ব্যাটালিয়নের প্রতিটি ক্যাম্পে পর্যাপ্ত সংখ্যক রিজার্ভ ফোর্স প্রস্তুত রাখা হয়েছে। র‍্যাবের এ কর্মকর্তা বলেন, যে কোনো ধরনের গুজব বা উসকানিমূলক মিথ্যা তথ্য ছড়ানো প্রতিরোধে র‍্যাব সাইবার মনিটরিং টিম অনলাইনে সার্বক্ষণিক নজরদারি অব্যাহত রাখছে। প্রতিমা বিসর্জনের দিন অতিরিক্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হবে, যেন কোনো প্রকার অপ্রীতিকর ঘটনার সৃষ্টি যেন না হয়। দুর্গাপূজা ঘিরে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টে নাশকতার চেষ্টার কোনো তথ্য পেলে তাৎক্ষণিক আইনের আওতায় নিয়ে আসা হবে বলেও জানান তিনি।

'ডিজিটাল অ্যারেস্ট' প্রতারণায় ২৩ কোটি টাকা খোয়ালেন দিল্লির প্রাক্তন ব্যাঙ্কার

নয়াদিল্লি, ২৩ সেপ্টেম্বর : দিল্লির এক প্রবীণ প্রাক্তন ব্যাঙ্কার এক মাসের মধ্যে 'ডিজিটাল অ্যারেস্ট' প্রতারণার শিকার হয়ে প্রায় ২৩ কোটি টাকা হারিয়েছেন। এই চাঞ্চল্যকর প্রতারণার ঘটনায় হতভম্ব রাজধানীর পুলিশ মহল। ৭৮ বছর বয়সী নরেশ মালহোত্রা, যিনি দক্ষিণ দিল্লির গুলমোহর পার্ক এলাকার বাসিন্দা, আগস্ট মাসের শুরুতে একটি ফোন কল পান। ফোনের অপর প্রান্তে থাকা এক মহিলা নিজেকে একটি টেলিকম সংস্থার উচ্চপদস্থ আধিকারিক বলে পরিচয় দিয়ে অভিযোগ করেন, তাঁর মোবাইল নম্বর নাকি বেআইনি কাজের সঙ্গে জড়িত।

এরপর একে একে মালহোত্রার সঙ্গে যোগাযোগ করে বিভিন্ন পরিচয়ে আরও প্রতারককখনও মুম্বই পুলিশ, কখনও এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট, আবার কখনও সিবিআই-এর আধিকারিক সেজে। তাঁরা সকলেই মালহোত্রাকে ভয় দেখিয়ে বলেন, তাঁর নাম জঙ্গি গোষ্ঠীর সঙ্গে জড়িত এবং তাঁর বিরুদ্ধে কঠিন আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হতে পারে।

প্রতারকরা দাবি করে, তাঁকে 'সার্ভেইলেন্স'-এর অধীনে রাখা হয়েছে, ফলে তিনি বাড়ি ছাড়তে পারবেন না এবং প্রতি দুই ঘণ্টা অন্তর ভিডিও কলে অংশ নিতে হবে। এমনকি, তাঁকে একটি গোপনীয়তা চুক্তিপত্রে সইও করিয়ে নেওয়া হয়, যাতে তিনি এই বিষয়ে কাউকে কিছু না জানান। প্রতারকরা বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জনের জন্য একটি ভুয়ো জামিনের কাগজপত্রও পাঠায় এবং হুমকি দেয়তাঁর পাসপোর্ট বাজেয়াপ্ত হবে, বিদেশযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা আসবে এবং পরিবারের উপর বিপদ আসতে পারে। এইভাবে ৪ আগস্ট থেকে ৪ সেপ্টেম্বরের মধ্যে, প্রতারকরা নরেশ মালহোত্রার তিনটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে মোট ২০টি লেনদেনের মাধ্যমে ২৩ কোটি টাকা তুলে নেয়। এ সময় তাঁরা মালহোত্রার ব্যাঙ্ক ও বিনিয়োগ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করে। এই বিপুল পরিমাণ আর্থিক ক্ষতির পর, মালহোত্রা অবশেষে পুলিশের দ্বারস্থ হন। ১৯ সেপ্টেম্বর দিল্লি পুলিশের ইন্টেলিজেন্স ফিউশন অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক অপারেশনস ইউনিটে একটি এফআইআর নথিভুক্ত করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এখনও পর্যন্ত মালহোত্রার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে স্থানান্তরিত প্রায় ২.৩ কোটি টাকার তহবিল ফ্রিজ করে দেওয়া হয়েছে এবং গোটা ঘটনার তদন্ত চলছে। অন্যদিকে, মুম্বইয়ে এক চিকিৎসককে তাঁর মেয়ের এমবিবিএস কোর্সে ম্যানেজমেন্ট কোটার মাধ্যমে ভর্তি করানোর মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রায় ৭০ লক্ষ টাকা প্রতারণার অভিযোগ উঠেছে চারজনের বিরুদ্ধে। ধৃতদের মধ্যে রয়েছেন দুই চিকিৎসকও। পুলিশ জানিয়েছে, মুম্বইয়ের এক মিউনিসিপাল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তির নাম করে এই প্রতারণা করা হয়। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

পুলিশ সাধারণ মানুষকে সতর্ক থাকতে অনুরোধ করেছে এবং অপরিচিত নম্বর থেকে আসা ফোন কলে কোনো ব্যক্তিগত তথ্য বা আর্থিক বিবরণ শেয়ার না করার পরামর্শ দিয়েছে। এই ধরনের সন্দেহজনক যোগাযোগের ক্ষেত্রে অবিলম্বে স্থানীয় থানায় জানাতে বলা হয়েছে।

বাংলাদেশে দুর্গাপূজায় ৭০০ মণ্ডপ ঝুঁকিপূর্ণ,সেনা মোতায়েনের দাবি

মনির হোসেন,ঢাকা,সেপ্টেম্বর ২৩।। বাংলাদেশে আসন্ন শারদীয় দুর্গাপূজায় দেশের ৭০০টিরও বেশি পূজামণ্ডপকে ঝুঁকিপূর্ণ বলে মনে করছে বাংলাদেশ সম্মিলিত সনাতনী জাগরণ জোট। ঝুঁকিতে থাকা পূজামণ্ডপগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি সাতক্ষীরা জেলায়। এমন পরিস্থিতিতে দুর্গাপূজার নিরাপত্তার জন্য প্রত্যেক মণ্ডপে সেনা মোতায়েনেরও দাবি জানানো হয়। পাশাপাশি জোটের মুখপাত্র চিন্ময় কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারীসহ সব কারাবন্দির নিঃশর্তে মুক্তির দাবিও জানায় সংগঠনটি।

মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) দুপুরে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির (ডিআরইউ) সাগর-রুনি মিলনায়তনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এসব দাবি তুলে ধরে সনাতনী জাগরণ জোট। সংবাদ সম্মেলনে সংগঠনের সদস্য প্রদীপ কান্তি দে বলেন, এখন পর্যন্ত আমাদের কাছে তথ্য এসেছে, পাঁচটি জেলায় প্রতিমা ভাঙচুর করা হয়েছে। দেশের ৭০০ পূজামণ্ডপ ঝুঁকিপূর্ণ। তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি সাতক্ষীরা জেলায়। এরই মধ্যে সাতক্ষীরার ৫৫টি মণ্ডপকে ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে দেখা হচ্ছে। পাশাপাশি কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, গাজীপুর, ময়মনসিংহ ও রাজশাহী এলাকার ঝুঁকিপূর্ণ পূজামণ্ডপের তালিকা করে আমরা সরকারকে জানিয়েছি পর্যাপ্ত নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য। সেই সঙ্গে প্রত্যেক পূজামণ্ডপে সরকারি খরচে সিসিটিভি রাখারও অনুরোধ জানিয়েছি। তিনি বলেন, যেহেতু আর্মি (সেনাবাহিনী) বর্তমানে সিভিল প্রশাসনের সঙ্গে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি রক্ষায় কাজ করছে, সে কারণে আমরা দাবি জানিয়েছি, পূজাতে আর্মি মোতায়েনের জন্য। যেন আমরা শান্তিপূর্ণভাবে পূজা করতে পারি।

লিখিত বক্তব্যে সংগঠনের পক্ষে প্রসেনজিৎ কুমার হালদার বাংলাদেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিশ্চিতে আট দফা দাবি তুলে ধরেন। সেগুলো হলো-সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনায় নিরপেক্ষ তদন্ত কমিশন গঠন ও দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে অপরাধীদের শাস্তি নিশ্চিত করা,অবিলম্বে সংখ্যালঘু সুরক্ষা আইন প্রণয়ন,সংখ্যালঘু বিষয়ক পৃথক মন্ত্রণালয় গঠন,হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টান কল্যাণ ট্রাস্টকে যথাক্রমে হিন্দু ফাউন্ডেশন, বৌদ্ধ ফাউন্ডেশন ও খ্রিষ্টান ফাউন্ডেশনে উন্নীত করা, দেবোত্তর সম্পত্তি সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধার আইন প্রণয়ন এবং ভেস্টেড প্রপার্টি রিটার্ন অ্যাক্ট যথাযথভাবে বাস্তবায়ন, সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও হলগুলোতে সংখ্যালঘু শিক্ষার্থীদের জন্য প্রার্থনাকক্ষের ব্যবস্থা,সংস্কৃত ও পালি শিক্ষাবোর্ডকে আধুনিকায়ন, দুর্গাপূজায় পাঁচ দিনের সরকারি ছুটি এবং সব সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বড় ধর্মীয় উৎসবে প্রয়োজনীয় সরকারি ছুটি।

এছাড়া আসন্ন পূজাকে সামনে রেখে শিগগির ও আশু বাস্তবায়নযোগ্য চারটি দাবি তুলে ধরা হয়। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, আসন্ন দুর্গাপূজায় ৩ দিনের সরকারি ছুটি ঘোষণা,জোটের মুখপাত্র চিন্ময় কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারীসহ সব কারাবন্দির নিঃশর্তে মুক্তি এবং বৈষম্যমুক্ত অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র তথা দেশ বিনির্মাণের সনাতনী সম্প্রদায়কে সব ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত করা।

মনীশ তিওয়ারির মন্তব্য ঘিরে রাজনৈতিক বিতর্ক, বিজেপির নিশানায় রাহুল গান্ধী

নয়াদিল্লি, ২৩ সেপ্টেম্বর : কংগ্রেস নেতা মানীশ তিওয়ারির একটি মন্তব্য ঘিরে ফের উত্তাল দেশের রাজনীতির ময়দান। 'অধিকারপ্রাপ্তি এখন আর গ্রহণযোগ্য নয় জেনারেশন এক্স, ওয়াই, জেড-এর কাছে' এমন মন্তব্য করে তিনি যখন দক্ষিণ ও পূর্ব এশিয়ার সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিবর্তনের প্রসঙ্গ টানছিলেন, তখন বিজেপি সেই মন্তব্যকে রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে তাঁকে 'ভারতীয় রাজনীতির সর্বোচ্চ নেপো কিড' বলে কটাক্ষ করে। মানীশ তিওয়ারি তাঁর সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্স-এ লেখেন, '২০২৩ সালের জুলাইয়ে শ্রীলঙ্কায় প্রেসিডেন্ট গোটাবায়া রাজাপক্ষের পতন, ২০২৪-র জুলাইয়ে বাংলাদেশের শেখ হাসিনার পদত্যাগ, ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বরে নেপালের কেপি শর্মা ওলির বিদায় এবং এখন ফিলিপিন্সে ফার্দিনান্ড মার্কোস জুনিয়রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদএই সব ঘটনায় একটি শব্দই বারবার উঠে আসছে, আর তা হলো 'অধিকারপ্রাপ্তি'। জেনারেশন এক্স, ওয়াই, জেড এই "এনটাইটেলমেন্ট" আর মেনে নিচ্ছে না।' তিওয়ারির এই মন্তব্য সামনে আসতেই বিজেপির আইটি সেল প্রধান অমিত মালব্য কড়া প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেন, 'জেন জেড তো বটেই, এমনকি কংগ্রেসের প্রবীণ নেতারাও এখন রাহুল গান্ধীর প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতিতে অতিষ্ঠ। বিদ্রোহ এখন দলের ভিতর থেকেই শুরু হয়েছে।' সঙ্গে সঙ্গে তিনি রাহুলকে কটাক্ষ করে বলেন, 'তিনি হলেন ভারতীয় রাজনীতির 'নেপো কিড'।' এমন মন্তব্যের পাল্টা জবাব দিতে দেরি করেননি মানীশ তিওয়ারি। তিনি এক্স-এ লিখেছেন, "ভগবান, আমি শুধু চাই যে কিছু মানুষ জীবনে বড় হবে।" তিনি স্পষ্ট জানান, তাঁর মন্তব্য কংগ্রেস বা বিজেপিকে নিয়ে নয়। বরং দক্ষিণ ও পূর্ব এশিয়ায় যে রাজনৈতিক পরিবর্তনের হাওয়া বইছে, তা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করাই জরুরি। তাঁর মতে, এসব ঘটনা ভারতের জাতীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রেও প্রভাব ফেলতে পারে। তাই রাজনীতির বাইরের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এই ঘটনাগুলিকে দেখা প্রয়োজন।এই মন্তব্যকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। বিশেষ করে যখন কংগ্রেসের ভিতর থেকেই এমন বার্তা আসে, তখন তা দলীয় ঐক্য এবং ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন তোলে বলেই মত বিশ্লেষকদের। যদিও কংগ্রেস নেতৃত্ব এখনো পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে এই বিতর্ক নিয়ে মুখ খোলেনি। বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীর প্রতি এই পরোক্ষ আক্রমণ এবং বিজেপির প্রত্যাঘাত মিলিয়ে বিষয়টি এখন রাজনৈতিক অঙ্গনে প্রবল চর্চার বিষয় হয়ে উঠেছে।

নিউইয়র্ক পৌঁছতেই ইউনূসের সফরসঙ্গী আখতারকে লক্ষ্য করে ডিম, আহত বিএনপি কর্মী

লতিফুর রহমান, ঢাকা, ২৩ সেপ্টেম্বর: রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ অধিবেশনে যোগ দিতে বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে নিউইয়র্ক গিয়েছেন জুলাই আন্দোলনের ছাত্রনেতা ও এনসিপি"র সদস্য সচিব আখতার হোসেন। বিমানবন্দরে পৌঁছতেই তাঁর গায়ে ডিম ছুঁড়ে মারে আওয়ামী লীগের যুবশাখা যুবলীগ কর্মী মিজানুর রহমানঅভিযোগ এমনই। শুধু তাই নয়, বিএনপির এক কর্মী ছুরিকাহত হন।

ঘটনাস্থলেই মিজানুরকে আটক করে পুলিশ। আটকের পর তিনি 'জয় বাংলা' স্লোগান দেন। পুলিশ তাঁকে সরিয়ে নিয়ে গেলেও বিএনপি, এনসিপি ও জামাত ক্ষোভে ফেটে পড়েছে। ঢাকায় জরুরি সাংবাদিক সম্মেলন করে এনসিপি আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম অভিযোগ করেছেন, "সরকার এবং মন্ত্রণালয় থেকে যথাযথ নিরাপত্তার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি বলেই এ ঘটনা ঘটেছে। জুলাই অভ্যুত্থানের নেতাদের টার্গেট করেই এই হামলা।"

প্রতিক্রিয়ায় বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ফেসবুকে লেখেন, "নিউইয়র্ক বিমানবন্দরে যা ঘটেছে, তা আবারও প্রমাণ করলো--- আওয়ামী লীগ তাদের অন্যায়ের জন্য বিন্দুমাত্র অনুশোচনা করে না। যা অন্যায় করেছে, সবকিছুর বিচার হবে আইনের মাধ্যমে।"

আখতার হোসেন নিজে বলেন, "আমরা সেই প্রজন্ম যারা হাসিনার গুলির সামনে দাঁড়াতে ভয় পাইনি। অতএব, কারও ভাঙা ডিমে আমাদের কিছু যায় আসে না। আওয়ামী লীগ বাংলাদেশের মানুষের ওপর সন্ত্রাস করতে পারে, কিন্তু মানুষও তাদের প্রতিরোধে ঐক্যবদ্ধ।"

ইউনূসের সফরের সময় মার্কিন মুলুকে আওয়ামী লীগের বিক্ষোভ অনুমেয়ই ছিল। সোমবার সন্ধ্যায় ম্যানহাটনের হোটেলের সামনে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আওয়ামী লীগ ও এনসিপি সমর্থকদের মধ্যে পাল্টা স্লোগান চলে। তখনই আখতারকে লক্ষ্য করে ডিম ছোড়া হয়।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

দিন শুরু হোক টেস্টি আর হেলদি ব্রেকফাস্টে দিয়ে

হেলদি ব্রেকফাস্ট মানে শরীর যেমন ফিট থাকবে, তেমনই মুডও ফ্রেশ থাকবে। তাই ব্রেকফাস্ট হতে হবে অতি অবশ্যই পুষ্টিকর। ঝটপট বানানো যায় এমন আর অবশ্যই সুস্বাদু হবে তেমন ব্রেকফাস্টই সকলে চায়।

সকালের টিফিন বা ব্রেকফাস্ট শুধু দিনের প্রথম খাবার নয়, বরং সারাদিনের এনার্জির উৎস। হেলদি ব্রেকফাস্ট মানে শরীর যেমন ফিট থাকবে, তেমনই মুডও ফ্রেশ থাকবে। তাই ব্রেকফাস্ট হতে হবে অতি অবশ্যই পুষ্টিকর। ঝটপট বানানো যায় এমন আর অবশ্যই সুস্বাদু হবে তেমন ব্রেকফাস্টই সকলে চায়। এখানে রইল তিনটি ভিন্ন স্বাদের ব্রেকফাস্ট রেসিপিযা সহজে বানানো যায় এবং খেতেও দারুণ মজাদার। নিম্নে ৩টি সহজ ও মজাদার ব্রেকফাস্ট রেসিপি আলোচনা করা হল ১. ভেজিটেবল অমলেট স্যান্ডউইচ যা লাগবে: ডিম ২টো, কুচি করা পেঁয়াজ, টম্যাটো, ক্যাপসিকাম, ধনেপাতা, লবণ,গোলমরিচ, ব্রেড ২ স্লাইস, মাখন/অলিভ অয়েল

পদ্ধতি: ডিম ফাটিয়ে নিনে তাতে সব কুচি করা সবজি, লবণ ও গোলমরিচ মিশিয়ে নিন। হালকা তেলে অমলেট বানিয়ে নিতে হবে। ব্রেডে মাখন মেখে অমলেট দিয়ে স্যান্ডউইচ তৈরি করুন।

২. ওটস-ফল স্মুদি

যা লাগবে: ওটস হাফ কাপ (রাতভর ভিজিয়ে রাখুন), দুধ বা দই ১ কাপ, কলা,আপেল, বেরি জাতীয় ফল কুচি করে, বাদাম, চিয়া সিডস, মধু মেশান। পদ্ধতি: একটি ব্লেন্ডারে ওটস, দুধ/দই, কলা ব্লেন্ড করে বাটিতে ঢেলে নিতে হবে। উপর থেকে কাটা ফল, বাদাম, চিয়া সিডস ছড়িয়ে দিন। মধু ছিটিয়ে পরিবেশন করতে পারেন।

৩. সুজি উপমা যা লাগবে: সুজি ১ কাপ, পেঁয়াজ, গাজর, বিনস, ক্যাপসিকাম, কুচি করা কাচালংকা ও কারিপাতা, সর্ষে দানা, নুন, তেল/ঘি পদ্ধতি: প্রথমে কড়াইতে সামান্য তেল দিয়ে সর্ষে দানা দিতে হবে। তাতে পেঁয়াজ এবং সবজি এ বার ভেজে নিন। নুন দিয়ে নাড়তে হবে। ভেজে রাখা সুজি যোগ করে এ বার হালকা করে নাড়াচাড়া করুন। ভেজে নেওয়ার পর মিশ্রণটি ফুটন্ত জল ঢেলে নাড়তে থাকুন। ঢেকে ৫ মিনিট রাখলেই তৈরি হবে সুস্বাদু উপমা।

প্রতিনিধিন টক দই খাওয়ার অভ্যাস ভাল নাকি খারাপ?

শরীর সম্পর্কে সচেতন কমবেশি অনেকেই ভাত খাওয়ার শেষে টক দই খান। এর মাঝে অনেকের মনেই প্রশ্ন জাগে যে ভাত খাওয়ার শেষে টক দই খাওয়া সত্যিই কি শরীরের জন্য উপকারী, নাকি এর পিছনে লুকিয়ে আছে কিছু সমস্যা?

বাংলার ঘরে ঘরে একটা চেনা দৃশ্য কমবেশি দেখা যায়, গরম ভাত খাওয়ার শেষে পাতে আসে টক দই। হলই বা এক-দু'চামচ, কারও কাছে এটি পেট ঠান্ডা করার উপায়, তো কারও কাছে আবার খাওয়ার পূর্ণতা। কিন্তু প্রশ্ন হল, ভাত খাওয়ার শেষে টক দই খাওয়া সত্যিই কি শরীরের জন্য উপকারী, নাকি এর পিছনে লুকিয়ে আছে কিছু সমস্যা? চলুন জেনে নেওয়া

যাক। জেনে নেওয়া যাক ভাতের শেষে টক দই খাওয়ার ভাল দিক কী কী হজমে সাহায্য করে — টক দইয়ের মধ্যে থাকা প্রোবায়োটিক যে কোনও খাবার ভাঙতে সুবিধা করে। গরমে শরীর ঠান্ডা রাখে — ভাতের শেষে টক দই খেলে সেই ব্যক্তির শরীরের তাপমাত্রা কম থাকে বা নিয়ন্ত্রণে থাকে। পুষ্টিগুণে ভরপুর — টক দইয়ে ক্যালসিয়াম, ভিটামিন বি ও প্রোটিন ভরপুর। যা শরীর মজবুত করতে সাহায্য করে। অম্লতা নিয়ন্ত্রণ করে — টক দই খেলে পাকস্থলীর অ্যাসিডের ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে। ইমিউনিটি বাড়ায় --- নিয়মিত অল্প পরিমাণে টক দই খেলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী হয়। এ বার জেনে নেওয়া যাক কখন টক দই খাওয়া এড়িয়ে চলা উচিত

অতিরিক্ত টক দই ক্ষতিকর --- কোনও খাবারই অতিরিক্ত খাওয়া ঠিক নয়। তাই পরিমিত পরিমাণে টক খাওয়া ভাল। বেশি টক দই খেয়ে ফেললে পেট জ্বালা, অম্বল এবং গ্যাসের সমস্যা বাড়তে পারে।

রাতে খেলে সমস্যা — রাতে ভাত খাওয়ার শেষে যদি কেউ টক দই খান, তা হলে সর্দি---কাশি বা শ্বাসকষ্ট বাড়ার আশঙ্কা থাকে।

আর্থাইটিস রোগীদের জন্য নয় — টক খাবার প্রদাহ বাড়িয়ে দিতে পারে। যার ফলে আর্থাইটিস রয়েছে এমন রোগীরা পারলে টক দই এড়িয়ে যাবেন। ডায়রিয়া — বেশি টক দই খেলে যে কারও হজমের গোলমাল হতে পারে। সেই সঙ্গে বেশি পরিমাণে টক দই খেলে অনেক সময় টক টক স্বাদ পাওয়া যায় মুখে। বিশেষজ্ঞরা যার ফলে বলেন, দিনের বেলায় অল্প পরিমাণ টক দই ভাতের শেষে খাওয়া শরীরের পক্ষে উপকারী। কিন্তু রাতে এটি খাওয়া বেশি ভাল নয়। সেইসঙ্গে অতিরিক্ত টক দই না খাওয়া ভাল।

স্কিনের জেল্লা ফেরাতে রাইস পেপার ফেস মাস্ক

আজকাল বিউটি ইনফ্লুয়েন্সার থেকে শুরু করে ত্বক নিয়ে সচেতন তরুণীদের ফেভারিট লিস্টে চলে এসেছে রাইস পেপার মাস্ক। কারণ, এটি সাশ্রয়ী, সহজে ব্যবহারযোগ্য এবং একেবারেই প্রাকৃতিক। এই পাতলা ভোজ্য কাগজ ত্বকেও অসাধারণ কাজ করে।

ত্বকের যত্নে নতুনত্ব চাই? প্রতিদিনের সাধারণ ফেসপ্যাক, ক্লে মাস্ক বা শিট মাস্কের বাইরে এখন ট্রেন্ডিং স্কিনকেয়ার পাদান হল রাইস পেপার ফেস মাস্ক অনেকেই ভাবেন, রাইস পেপার শুধু রান্নার জন্য ব্যবহার করা যায়। তেমনটা আসলে নয়। এই পাতলা ভোজ্য কাগজ ত্বকেও অসাধারণ কাজ করে। চলুন জেনে নেওয়া যাক কীভাবে বানাবেন রাইস পেপার ফেস মাস্ক, এর গুণাগুণ কী আর ব্যবহার করার সঠিক উপায় কী।

কীভাবে বানাবেন রাইস পেপার ফেস মাস্ক?

রাইস পেপার ভিজিয়ে নিন — প্রথমে বাজার থেকে রাইস পেপার কিনতে হবে। একটি বড় বাটিতে গরম জল নিন এবং কয়েক সেকেন্ডের জন্য রাইস পেপার ভিজিয়ে রাখুন।

ফেস সাইজে তৈরি করুন — রাইস পেপার ভিজে নরম হয়ে এলে মুখের আকার অনুযায়ী কেটে নিন। চোখ, নাক আর ঠোঁটের জায়গায় কাঁচি দিয়ে হালকা ছিদ্র করে নিতে পারেন। পছন্দের সিরাম / প্যাক যোগ করুন — শুধু জল দিয়েও রাইস পেপার ব্যবহার করা যায়। তবে বেশি কার্যকর করতে চাইলে অ্যালোভেরা জেল, গোলাপজল, মধু, গ্রিন টি বা ভিটামিন-সি সিরাম মিশিয়ে মেখে নিতে পারেন।

মুখে লাগান — ফেসওয়াশ দিয়ে মুখ ভাল করে পরিষ্কার করে নিন। তারপর হালকা করে রাইস পেপার মাস্ক মুখে বসিয়ে দিন।

১৫-২০ মিনিট রাখুন — মাস্ক মুখে শুকোতে দিন। শুকিয়ে গেলে আস্তে আস্তে তা খুলে ফেলুন।

রাইস পেপার মাস্কের গুণ

ডিপ হাইড্রেশন — এই মাস্ক ত্বককে গভীর ভাবে আর্দ্র রাখে। শুষ্ক ও রুক্ষ ত্বকে অত্যন্ত কার্যকরী।

ব্রাইটেনিং ইফেক্ট — ট্যান দূর করে। সেইসঙ্গে স্কিন টোন সমান করে। তাই ত্বককে উজ্জ্বল দেখায়।

অয়েল কন্ট্রোল --- ত্বকের অতিরিক্ত তেল শুষে নেয়। যাদের ত্বকে ব্রণ হয়, তারা এটি ব্যবহার করলে তফাৎ নজরে পড়বে।

রোমকূপ টাইট করে — নিয়মিত রাইস পেপার মাস্ত ব্যবহার করলে রোমকূপ ছোট হয়ে ত্বক ফার্ম হয়।

প্রাকৃতিক গ্লো আনে --- যদি কোনও ব্যক্তি নিয়মিত রাইস পেপার মাস্ক ব্যবহার করেন, তা হলে মেকআপ ছাড়াও স্কিনে হেলদি গ্লো ফুটে ওঠে।

কেমিক্যাল ফ্রি — বাজারে পাওয়া ফেস মাস্কে থাকে অতিরিক্ত কেমিক্যাল। এই রাইস পেপার মাস্কে সেই ভয় নেই, কারণ রাইস পেপার পুরোপুরি প্রাকৃতিক।

ব্যবহার করার সঠিক উপায় সপ্তাহে ২—৩ বার ব্যবহার করলেই যথেষ্ট।

মাস্ক লাগানোর আগে অবশ্যই মুখ ক্লিন করে নিতে হবে, যাতে ধুলো-ময়লা না থাকে।

মাস্ক খোলার পর হালকা টোনার এবং ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করা জরুরি। রোদে বেরনোর আগে যদি এই মাস্ক লাগান, তা হলে ত্বক সতেজ দেখাবে। আজকাল বিউটি ইনফ্লুয়েন্সার থেকে শুরু করে ত্বক নিয়ে সচেতন তরুণীদের ফেভারিট লিস্টে চলে এসেছে রাইস পেপার মাস্ক। কারণ, এটি সাশ্রয়ী, সহজে ব্যবহারযোগ্য এবং একেবারেই প্রাকৃতিক। একবার ব্যবহার করলে বুঝবেন কেন স্কিনকেয়ার রুটিনে এর এত জনপ্রিয়তা কেন।

খুশকি নিয়ে নাজেহাল? রোজ মাখুন তেল

বাজার চলতি হাজার রকম প্রোডাক্ট ব্যবহার করেই, লাভ হয় না কিছু। উলটে চুল ঝরতে শুরু করে। জানেন কি? নারকেল তেলেই দূর হবে এই সমস্যা। তবে এই তেল মাখার রয়েছে নানা নিয়ম। বর্ষা, শীত কিংবা গরম সব ঋতুতেই অনেকেই খুশকির সমস্যায় ভোগেন। বাজার চলতি হাজার রকম প্রোডাক্ট ব্যবহার করেই, লাভ হয় না কিছু। উলটে চুল ঝরতে শুরু করে। জানেন কি? নারকেল তেলেই দূর হবে এই সমস্যা। তবে এই তেল মাখার রয়েছে নানা নিয়ম। একটি পাত্রে নারকেল তেল নিয়ে তার মধ্যে কারি পাতা দিয়ে ফোটাতে থাকুন। পাতাগুলি যেন ভাল করে পুড়ে তেলের সঙ্গে মিশে যায়। তার পর এই মিশ্রণ ভাল করে ছেঁকে নিয়ে চুলের গোড়ায় ভাল করে মালিশ করুন। আধ ঘণ্টা থেকে এক ঘণ্টা রাখুন। শ্যাম্পু দিয়ে ভাল করে ধুয়ে ফেলুন। সপ্তাহে দু'বার এই মিশ্রণ মাথায় লাগান। দেখবেন চুল তাড়াতাড়ি বাড়বে। কয়েকটি কারি পাতা বেটে একটি মিশ্রণ তৈরি করে নিন। সেই মিশ্রণের মধ্যে টক দই মিশিয়ে নিন। মিশ্রণটি মাথার তালুতে লাগিয়ে নিয়ে হালকা হাতে ম্যাসাজ করুন। ২০ থেকে ২৫ মিনিট রেখে শ্যাম্পু দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। সপ্তাহে এক দিন কারি পাতার মাস্ক লাগালে চুলের ঘনত্ব বাড়বে। নারকেল তেলে তাজা লেবুর রস মেশান এবং ধোয়ার আগে এই মিশ্রণ দিয়ে আপনার মাথার ত্বকে ম্যাসাজ করুন। এটি খুশকি দূর করবে এবং মাথার ত্বক ভালোভাবে ময়েশ্চারাইজ করবে। আপনার সাধারণ শ্যাম্পুতে আপেল সাইডার ভিনেগার মিশিয়ে সপ্তাহে একবার চুল ধুয়ে নিন। যদি এতেও কোনও লাভ না হয়, তাহলে ডাক্তারকে কিন্তু দেখাতেই হবে। আর নিয়মিত শ্যাম্পু করতে কিন্তু ভুলবেন না।

ইডলি হলো একটি স্বাস্থ্যকর খাবার

এমনকি হাজার হাজার কিলোমিটার যাত্রা করে এসেও এই বাংলায় নিজের একটা পরিচয় তৈরি করে নিয়েছে ইডলি। হালকা, নরম, সহজপাচ্য প্রায় সকলের প্রিয় এই খাবার। ইডলি বানানো হয় সাধারণত দুটি উপাদানের। এক সুজির ইডলি, দুই চালের ইডলি। কোনটি বেশি স্বাস্থ্যকর জানেন?

সুজি ইডলি ভাল না খারাপ?

সুজি ইডলি তৈরি হয় সেমোলিনা দিয়ে। অনেক সময় এতে ফারমেন্টেশন প্রক্রিয়া থাকে না, তাই এটি দ্রুত রান্না করা যায়। সুজিতে প্রচুর পরিমাণে পরিশোধিত কার্বোহাইড্রেট থাকে। এতে ফাইবারের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে কম।

হালকা, কম ফ্যাটযুক্ত, সহজপাচ্য এবং দ্রুত শক্তি জোগায়। ফলে শিশু, প্রবীণ কিংবা হালকা খাবার চাইছেন এমন কারও জন্য ভাল বিকল্প এটি। সমস্যা --- সুজির গ্লাইসেমিক ইনডেক্স বেশি, তাই এটি রক্তে শর্করার মাত্রা দ্রুত বাড়িয়ে দিতে পারে। তাই যারা ডায়াবেটিসের রোগী বা ওজন নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য কড়া ডায়েটে রয়েছেন, তাঁদের জন্য সুজির ইডলির খুব একটা উপকারী নয়।

চালের ইডলি খেলে কী হয়?

চালের ইডলি তৈরি হয় ফারমেন্ট করা বিউলির ডাল এবং চালের ব্যাটার দিয়ে। ফারমেন্টেশন প্রক্রিয়ার কারণে এতে প্রোবায়োটিক ব্যাকটেরিয়া তৈরি হয়, যা অন্ত্রের জন্য উপকারী এবং হজমে সাহায্য করে। ডাল ইডলিতে প্রোটিন ও ফাইবার যোগ করে, ফলে এটি সুজির

ইডলির তুলনায় বেশি পুষ্টিকর। পেট দীর্ঘক্ষণ ভরাট রাখে।

সমস্যা — সাদা পালিশ করা চাল ব্যবহারে কার্বোহাইড্রেটের মাত্রা বেড়ে যায়। তাই অর্ধসেদ্ধ চাল বা ব্রাউন রাইস ব্যবহার করলে চালের ইডলি আরও স্বাস্থ্যকর হয়।

কোনটি বেশি স্বাস্থ্যকর?

যদি হালকা, দ্রুত এবং সহজপাচ্য কিছু চান, তাহলে মাঝে মাঝে সুজির ইডলি ভাল বিকল্প হয়ে উঠতে পারে। তবে দীর্ঘস্থায়ী শক্তি, সহজে হজম এবং সার্বিক পুষ্টির জন্য চালের ইডলি সেরা বিকল্প। আপনার সুস্বাস্থ্যের জন্য কোনটি বেশি প্রয়োজন, সেই মতো বেছে নিন আপনার পছন্দের বিকল্প।

এনার্জি বাড়াতে ডায়েটে রাখুন কিছু খাবার

সুপারফুড এমন কিছু প্রাকৃতিক খাবার, যেগুলো ভিটামিন, খনিজ, প্রোটিন, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও ফাইবারে সমৃদ্ধ হয়ে শরীরকে বাড়তি শক্তি জোগায় এবং সারাদিন চাঙ্গা থাকতে সাহায্য করে। রইল তেমন ৭ সুপারফুডের খোঁজ।

আমাদের শরীরের দৈনন্দিন কাজকর্ম চালাতে শক্তি বা এনার্জির প্রয়োজন। সঠিক খাবার নির্বাচন না করলে ক্লান্তি, অবসাদ এবং মনোযোগের অভাব দেখা দেয়। সুপারফুড এমন কিছু প্রাকৃতিক খাবার, যেগুলো ভিটামিন, খনিজ, প্রোটিন, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও ফাইবারে সমৃদ্ধ হয়ে শরীরকে বাড়তি শক্তি জোগায় এবং সারাদিন চাঙ্গা থাকতে সাহায্য করে। রইল তেমন ৭ সুপারফুডের খোঁজ।

১। ওটস --- ওটস জটিল কার্বোহাইড্রেটের চমৎকার উৎস, যা ধীরে ধীরে শক্তি সরবরাহ করে। এতে ফাইবার বেশি থাকায় রক্তে শর্করার মাত্রা হঠাৎ ওঠানামা করে না। জলখাবারে দুধ বা দইয়ের সঙ্গে ওটস খেলে দীর্ঘসময় পেট ভরা থাকে এবং সারাদিনে ক্লান্তি দূর হয়। ২। কলা --- প্রাকৃতিক এনার্জি বুস্টার হিসেবে কলা খুবই জনপ্রিয়। এতে গ্লুকোজ, ফ্রুক্টোজ ও সুক্রোজের মতো প্রাকৃতিক শর্করা থাকে, যা শরীরে তাতক্ষণিক শক্তি জোগায়। পাশাপাশি কলায় রয়েছে পটাশিয়াম ও ভিটামিন বি৬, যা পেশির খিঁচুনি প্রতিরোধ করে ও স্নায়ুর কার্যক্ষমতা বাড়ায়। ব্যায়ামের আগে বা পরে একটি কলা খেলে এনার্জি ফরে পাওয়া যায়।

৩। বাদাম বা আখরোট — বাদাম ও আখরোট হলো স্বাস্থ্যকর ফ্যাট, প্রোটিন ও ভিটামিন ই-এর উৎকৃষ্ট উৎস। এগুলো শরীরে দীর্ঘমেয়াদি শক্তি সরবরাহ করে এবং মস্তিষ্ককেও চাঙ্গা রাখে। বিশেষত যারা দীর্ঘক্ষণ পড়াশোনা বা মানসিক কাজে ব্যস্ত থাকেন, তাদের জন্য বাদাম অত্যন্ত উপকারী। প্রতিদিন এক মুঠো বাদাম বা আখরোট খেলে শরীর সতেজ থাকে। ৪। ডিম — ডিম হলো উচ্চমানের প্রোটিন, অ্যামাইনো অ্যাসিড, ভিটামিন বি১২ ও আয়রনের উৎস। এসব উপাদান রক্তে হিমোগ্লোবিন বাড়াতে সাহায্য করে এবং অক্সিজেন পরিবহণ প্রক্রিয়া উন্নত করে। ফলে শরীরে ক্লান্তি কমে যায়। সকালের নাস্তায় একটি সিদ্ধ ডিম বা অমলেট খেলে সারাদিন শক্তি ধরে রাখা যায়।

৫। পালং শাক — পালং শাকে আয়রন, ম্যাগনেশিয়াম ও ভিটামিন সি প্রচুর পরিমাণে থাকে। আয়রন শরীরে অক্সিজেন পরিবহন করে শক্তি উৎপাদন বাড়ায়। ম্যাগনেশিয়াম পেশি ও স্নায়ুকে সক্রিয় রাখে। নিয়মিত পালং শাক খেলে শুধু শক্তি বাড়ে না, বরং রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়।

৬। কিনোয়া — কিনোয়া একটি 'সুপার গ্রেইন', যাতে প্রোটিন, ফাইবার, ভিটামিন বি এবং আয়রন ভরপুর। এটি শরীরে ধীরে ধীরে গ্লুকোজ ছাড়ে, ফলে দীর্ঘসময় এনার্জি মেলে। যারা ভাত বা রুটির বিকল্প চান, তাদের জন্য কিনোয়া আদর্শ খাদ্য। ৭। ডার্ক চকলেট — ডার্ক চকলেটে ক্যাফেইন ও থিওব্রোমাইন নামক যৌগ থাকে, যা শরীরকে তাতক্ষণিক শক্তি দেয় এবং মুড ভালো করে। পাশাপাশি এতে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকায় রক্তসঞ্চালন উন্নত হয়। তবে এটি অল্প পরিমাণে খাওয়াই শ্রেয়।

মেদ ঝরাতে চান? তা হলে রাতে মোবাইল ঘাঁটা বন্ধ করুন

রাতে খাওয়াদাওয়া শেষ করতেই ১১টা বেজে যায়। তার পর চলে ঘণ্টা দুয়েক ওয়েব সিরিজ দেখার পর্ব। সেখানেই শেষ নয়, তার পর চলে ইনস্টাগ্রাম কিংবা ফেসবুকে ঘাঁটাঘাঁটি। ঘড়ির কাটা ২টো পেরিয়ে ৩টে হলেও চোখে ঘুমের নামমাত্র নেই। এই ঘটনা এক দিনের নয়, রাতের পর রাত এ ভাবেই কাটছে। সকালে আবার অফিসের ঠেলায় তাড়াতাড়ি উঠে পড়া।

এই অভ্যাস শরীরের মারাত্মক ক্ষতি করছে। ইতিমধ্যেই শরীরে বাসা বাঁধা শুরু করে দিয়েছে একাধিক রোগ। জেনে নিন, চিকিৎস কেরা কেন রাতে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ার পরামর্শ দেন।

মৃত্যুর ঝুঁকি বাড়ে

বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গিয়েছে, যাঁদের ঘুম অনিয়মিত ও যাঁদের পর্যাপ্ত ঘুমের অভাব রয়েছে, তাঁদের মৃত্যুর হার, যাঁরা নিয়মিত পর্যাপ্ত ঘুমান তাঁদের তুলনায় বেশি। ঘুমের অভাবে সংবহনতন্ত্রের রোগ হওয়ার ঝুঁকিও বেড়ে যায়।

স্মৃতিশক্তি কমে যায়

অনিদ্রা আর মানসিক অবসাদ পরস্পর এতটাই নিবিড় সম্পর্কযুক্ত যে, একটি আক্রান্তকে অন্যটির দিকে টেনে নিয়ে যায়। অবসাদের লক্ষণগুলি রোগীর ঘুমিয়ে পড়ার ক্ষমতাকেও প্রভাবিত করতে পারে। আর মানসিক অবসাদে ভুগলে স্মৃতিশক্তির উপরেও প্রভাব পড়ে।

যৌন ইচ্ছে কমে যায়

পর্যাপ্ত ঘুম না হলে বা সঠিক সময়ে ঘুমাতে না যাওয়ার ফলে যৌন জীবনেও নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। বিশেষত পুরুষদের ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে, যাঁরা দেরি করে শুতে যান ও পর্যাপ্ত ঘুম থেকে বঞ্চিত হন তাঁদের শরীরে টেস্টোস্টেরনের মাত্রা কম থাকে, যা কমিয়ে দেয় যৌন মিলনের ইচ্ছা। এ ছাড়া ঘুমে ব্যাঘাত ঘটলে ক্লান্তিও আসে, তাই মিলনের ইচ্ছে কমে যায়।

ওজন বেড়ে যায়: রাতে ঠিকঠাক ঘুম না হলে শরীরে হরমোনের ভারসাম্য বিঘ্নিত হয়, খিদেও বাড়ে। কম ঘুমোলে বিপাপক্রিয়া ও পাচনক্রিয়ার উপরেও প্রভাব পড়ে। এই সমস্যা শেষমেশ ওবিসিটি ডেকে আনে।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায় অনিদ্রার সমস্যা শরীরের রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা কমিয়ে দেয়। ফলে ভাইরাস ও ব্যাক্টেরিয়া শরীরে বাসা বাঁধলে শরীর তাদের সঙ্গে লড়াই করতে পারে না। রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা কমে গেলে শরীরের অ্যান্টিবডি উৎপাদন ক্ষমতাও কমে যায়।

মহারাজগঞ্জ বাজারের ব্যবসায়ীদের সঙ্গে আলোচনা সাংসদ রাজীবের

আগরতলা, ২৩ সেপ্টেম্বর : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দুর্গাপূজা ও দীপাবলির প্রাক্কালে দেশবাসীকে বিশেষ উপহার দিয়েছেন ফলে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম কমে প্রতিটি পরিবার সরাসরি উপকৃত হবে। আজ আগরতলার মহারাজগঞ্জ বাজার পরিদর্শনে গিয়ে এমনটাই বললেন প্রদেশ বিজেপি সভাপতি তথা সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য্য।

এদিন তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, পরবর্তী প্রজন্মের জন্য জিএসটি সংস্কারের ফলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে করের হার হ্রাস করার বিষয়ে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। জিএসটি সংস্কারের ফলে সাধারণ মানুষের কি ধরনের উপকার হবে সেই বিষয়ে ব্যাবসায়ীদের এবং ক্রেতাদের সাথে সরাসরি কথা বলে তাদের সচেতন করার লক্ষে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি।

তাঁর কথায়, ব্যবসায়ী ও ক্রেতাদের মধ্যে ইতিমধ্যেই এই নতুন প্রজন্মের জিএসটি সংস্কারকে ঘিরে খুশির আবহ স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে। পাশাপাশি, স্বদেশী জিনিসপত্র যাতে মানুষ বেশী করে ব্যাবহার করেন সেই বিষয়েও তাদের সচেতন করা হয়।

নদীর ভাঙ্গন রোধের জন্য পূর্ত দপ্তর কাজ চালিয়ে যাচ্ছে: মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ সেপ্টেম্বর: নদীর ভাঙ্গন রোধের জন্য পূর্ত দপ্তরের জলসম্পদ বিভাগ কাজ চালিয়ে যাচ্ছে বলে আজ রাজ্য বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা) মানিক সাহা জানিয়েছেন।

বিধায়ক রামু দাসের এক প্রশ্নের লিখিত উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী জানান, প্রতাপগড় বিধানসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন স্থানে নদীর পাড় ভাঙ্গন প্রবণ এলাকায় সিমেন্ট কংক্রিট ব্লক, বোল্ডার স্থাপনের কাজ পূর্ত দপ্তরের জলসম্পদ বিভাগ থেকে হাতে নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে পঞ্চবটি বাজার সংলগ্ন প্রজাপতি ব্রহ্মকুমারী আশ্রম সংলগ্ন স্থানে ১২৫.০০ মিটার, কাঁটাশেওলার শ্যামসুন্দর পাড়ায় ২০০.০০ মিটার, বঙ্গেশ্বর নদীর জগন্নাথ আশ্রম সংলগ্ন স্থানে ৫০.০০ মিটার, ঋষিদাস পাড়ায় ৭৫.০০ মিটার নদীর পাড় বাঁধানো হয়েছে। চলতি অর্থবছরে পঞ্চবটি বাজার সংলগ্ন স্থানে ১০০.০০ মিটার, কাঁটাশেওলার বাকি অংশে ২০০.০০ মিটার নদীর পাড় সিমেন্ট কংক্রিট ব্লক দিয়ে বাঁধানোর কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে এবং কাজগুলির জন্য দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। খুব শীঘ্রই কাজ হাতে নেওয়া হবে।

বিধায়ক প্রমোদ রিয়াংয়ের অন্য আরেকটি প্রশ্নের লিখিত উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী জানান, পূর্ত দপ্তরের জলসম্পদ বিভাগ থেকে শান্তিরবাজার বিধানসভার অন্তর্গত লাউগাঙ নদীপাড় ভাঙ্গন রোধের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তিনি জানান, শান্তিরবাজার পুরসভার অন্তর্গত ৯ নং ওয়ার্ডে, ৮ নং জাতীয় সড়ক থেকে সুমন দেবনাথের জায়গা পর্যন্ত মোট ১১০.০০ মিটার দৈর্ঘ্যের বোল্ডার স্থাপনের কাজ চলছে। এছাড়াও লাউগাঙ নদীপাড় ভাঙ্গন রোধের জন্য বিভিন্ন স্থানে মোট ১৮টি কাজের প্রয়োজনীয় এস্টিমেট তৈরি করা হয়েছে, যা উপযুক্ত আনুষঙ্গিক স্কিমে প্রয়োজনীয় আর্থিক ব্যবস্থা সাপেক্ষে কাজগুলি হাতে নেওয়া হবে।

বিধায়ক অশোক চন্দ্র মিত্রের অন্য আরেকটি প্রশ্নের লিখিত উত্তরে পূর্ত তথা মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা জানান, পূর্ত দপ্তরের জলসম্পদ বিভাগ থেকে মুহুরীপুরকে মুহুরী নদীর বন্যা থেকে রক্ষা করার জন্য বাঁধ নির্মাণের প্রয়োজনীয় এস্টিমেট তৈরি করা হয়েছে এবং উপযুক্ত আনুষঙ্গিক স্কিমে প্রয়োজনীয় আর্থিক সংস্থানের মাধ্যমে কাজ করার উদ্যোগ হাতে নেওয়া হবে। মুখ্যমন্ত্রী জানান, পূর্ত দপ্তরের জলসম্পদ বিভাগ থেকে আমজাদনগরে এবং উত্তর সোনাইছড়ির রায় পাড়াতে বিগত বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধটির সংস্কারের জন্য প্রয়োজনীয় এস্টিমেট তৈরি করা হয়েছে এবং উপযুক্ত আনুষঙ্গিক স্কিমে প্রয়োজনীয় আর্থিক সংস্থানের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে কাজ করার উদ্যোগ হাতে নেওয়া হবে।

পানীয় জলের দাবিতে রাস্তা অবরোধে সামিল এলাকাবাসী

আগরতলা, ২৩ সেপ্টেম্বর : পানীয় জলের দাবিতে তেলিয়ামুড়া সরকারি মহাবিদ্যালয় সংলগ্ন গোবিন্দ সর্দার পাড়া এলাকায় রাস্তা অবরোধে সামিল হয়েছেন এলাকাবাসী। এলাকাবাসীদের অভিযো, প্রায় এক মাস আগে সড়ক সংস্কার কাজের জন্য এলাকার পানীয় জলের পাম্প মেশিনটি স্থানান্তরিত করা হয়। এরপর থেকেই ওই এলাকায় পানীয় জলের সরবরাহ সম্পূর্ণভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

জানা গিয়েছে, তেলিয়ামুড়া সরকারি মহাবিদ্যালয় সংলগ্ন গোবিন্দ সর্দার পাড়া এলাকায় প্রায় ৭০টি পরিবারের বসবাসকারী গোটা অঞ্চলের মানুষ দীর্ঘদিন ধরে চরম দুর্ভোগের মধ্যে রয়েছেন। বারবার কর্তৃপক্ষকে জানিয়েও কোনো সমাধান না মেলায় এদিন ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা পথ অবরোধে নামে।

অবরোধের খবর ছড়িয়ে পড়তেই ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান তেলিয়ামুড়া মহকুমা শাসক কার্য্যালয়ের ডি.সি.এম প্রদীপ কুমার সরকার, তেলিয়ামুড়া থানার সাব-ইন্সপেক্টর বিদ্যা দেববর্মা সহ প্রশাসনের অন্যান্য আধিকারিকরা। তারা অবরোধকারীদের সঙ্গে কথা বলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার চেষ্টা চালান। কিন্তু অবরোধকারীদের বক্তব্য, যতক্ষন না পর্যন্ত ডি.ডাব্লিউ.এস আধিকারিকরা এসে সমস্যা সমাধানের আশ্বাস না দিচ্ছেন ততক্ষণ পর্যন্ত অবরোধ চলবে।

শেষ খবর লেখা পর্যন্ত প্রায় এক ঘণ্টা ধরে অবরোধ চলতে থাকে এবং অব্যাহত থাকে। তবে ঘটনাস্থলে ডি.ডাব্লিউ.এস এর কোন আধিকারিকদের দেখা পাওয়া যায়নি।

তবে ডি.সি.এম প্রদীপ কুমার সরকার জানিয়েছেন, সমস্যা অতিদ্রুত সমাধান করা হবে এবং আজকেই ডি.ডাব্লিউ.এস দপ্তরের আধিকারিকরা আসলে তাদের নিয়ে সমস্যার স্থানগুলো পরিদর্শন করবেন।

কৈলাসহরে বিজেপি যুব মোর্চার উদ্যোগে ম্যারাথন দৌড় ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জীবনী প্রদর্শনী

আগরতলা, ২৩ সেপ্টেম্বর : চলতি মাসের ১৭ তারিখ দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্মদিন উপলক্ষে শুরু হওয়া পনেরো দিনের বিশেষ কর্মসূচির অঙ্গ হিসাবে আজ সকালে কৈলাসহরে এক বর্ণাঢ্য ম্যারাথন দৌড়ের আয়োজন করে ঊনকোটি জেলা বিজেপি যুব মোর্চা।

এদিন সকাল বেলায় ঊনকোটি কলাক্ষেত্রের সামনে থেকে শুরু হয় দৌড়টি। শহরের বিভিন্ন পথ প্রদক্ষিণ করে পুনরায় ঊনকোটি কলাক্ষেত্রের সামনে এসে এর সমাপ্তি ঘটে।ম্যারাথনের পাশাপাশি এদিন ঊনকোটি কলাক্ষেত্র প্রাঙ্গণে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জীবনী প্রদর্শিত হয়, যা উপস্থিত মানুষের মধ্যে বিশেষ আগ্রহ সৃষ্টি করে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঊনকোটি জেলা বিজেপি সভাপতি বিমল কর, সাধারণ সম্পাদক অরুন সাহা, ঊনকোটি জেলা যুব মোর্চার সভাপতি অরূপ ধর, কৈলাসহর পুরপরিষদের চেয়ারপারসন চপলা রানী দেবরায়, বরিষ্ঠ আইনজীবী সন্দ্বীপ দেবরায়, কৈলাসহর মন্ডল সভাপতি প্রীতম ঘোষ সহ অন্যান্য বিজেপি নেতৃত্ব ও কর্মীরা।

ঊনকোটি জেলা বিজেপির সভাপতি বিমল কর বলেন“নরেন্দ্র মোদি এক প্রেরণার নাম। তিনি দেশের সেবা ও উন্নয়নের জন্য আজীবন নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। কৈলাসহরে এই ধরণের কর্মসূচি আয়োজনের মাধ্যমে যুব সমাজকে তাঁর পথ অনুসরণ করতে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে। আগামী দিনে বিজেপির শক্তি আরও বৃদ্ধি পাবে যুবদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে।” উল্লেখযোগ্য যে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্মদিন উপলক্ষে দেশজুড়ে শুরু হওয়া এই বিশেষ কর্মসূচি আগামী ২রা অক্টোবর পর্যন্ত চলবে।

বেকার ১৫৪৬৯ জন

● প্রথম পাতার পর

পরিষেবা এবং জনশক্তি পরিকল্পনা মন্ত্রী টিংকু রায়।

এদিন মন্ত্রী টিংকু রায় প্রশ্নের জবাবে বলেন, বর্তমানে বেকারদের যোগ্যতানুয়ায়ী বেকারভাতা প্রদানের কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের আপাতত নেই। এদিন তিনি আরও বলেন, ন্যাশনাল ক্যারিয়ার সার্ভিস পোর্টাল-এর তথ্য অনুয়ায়ী ২০২৩-২৪ অর্থবষে রাজ্যের কর্ম বিনিয়োগ কেন্দ্রে নথীভূক্ত মোট ৭২৩৯ জন এবং ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে মোট ৮২৪০ জন বেকারের চাকুরীর বয়সের উর্ধসরমা ছাড়িয়ে গেছে।

তাঁর কথায়, বয়স উত্তীর্ণ বেকারদের কর্মসংস্থানের জন্য বয়সের ছাড় দেওয়ার পরিকল্পনা আপাতত সরকারের নেই।

সংখ্যা ৯৮, বালিকা ৬ জন

● প্রথম পাতার পর

তথা মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মোট গত তিন বছরে (যথা, ২০২২, ২০২৩ এবং ২০২৪) রাজ্যে ৩১৬৪ জন মহিলা (১৮ বছরের উপরে) এবং ৫২৬ জন বালিকা (১৮ বছরের নীচে) নিখোঁজ হওয়ার সংবাদ রাজ্যের বিভিন্ন খানায় লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত ৩১৬৪ জন নিখোঁজ মহিলার মধ্যে ৩০৬৬ জনকে এবং ৫২৬ জন নিখোঁজ বালিকার মধ্যে ৫২০ জনকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। তিনি আরও বলেন, বর্তমানে ৯৮ জন মহিলা এবং ০৬ জন বালিকা এখনো নিখোঁজ রয়েছেন।

পরিবারের সংখ্যা ১৪৪২১ টি

● প্রথম পাতার পর

চিহ্নবিহীন প্রশ্নের জবাবে এমনটাই জানিয়েছেন রাজস্ব দফতরের মন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, গত তিন বছরে ৭৭৪১ জন্য ভূমিহীন পরিবার ভূমি পাওয়ার জন্য রাজ্য সরকারের নিকট আবেদন করেছে এবং মোট ২২৫৬ টি পরিবারকে ভূমি এলোটমেন্ট দেওয়া হয়েছে। তিনি আরও জানান, ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়া একটি চলমান প্রক্রিয়া। জেলাশাসক এবং মহকুমা শাসকের অফিসে দাখিলকৃত জনগনের আবেদনের ভিত্তিতে এবং সাব- ডিভিশনাল লেভেল লেন্ড এলোটমেন্ট কমিটি-র সুপারিশমূলে ও দাখিলকৃত আবেদনকারীদের প্রয়োজনীয় নথীপত্রের বিচার বিশ্লেষন করে রাজস্ব দপ্তরে আসার পর সরকারী সিদ্ধান্তক্রমে সংশ্লিষ্ট মহকুমা শাসকের অফিস থেকে ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়া হয়।

১৬২২ সাজাপ্রাপ্ত ৫৫৬

● প্রথম পাতার পর

৫৫৬জন। আজ ত্রিপুরা বিধানসভায় অধিবেশনের দ্বিতীয় তথা অন্তিম দিনে সিপিএম বিধায়ক নির্মল বিশ্বাসের তারকা চিহ্নবিহীন প্রশ্নের জবাবে এমনটাই জানিয়েছেন কারাগার মন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা।

এদিন সান্ত্বনা চাকমা বলেন, ওই কারাগারগুলোতে ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ১৬২২ জন আসামী বন্দী রয়েছে। যেমন, কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে ৭৬৫ জন, কৈলাসহর ডিস্ট্রিক্ট জেলে ১১২ জন, উদয়পুর ডিস্ট্রিক্ট জেলে ১১৩ জন, ধর্মনগর সাব জেলে ১১০ জন, কাঞ্চনপুর সাব জেলে ২৫ জন, গন্ডাছড়া সাব জেলে ৩৫ জন, কমলপুর সাব জেলে ৫৭ জন, খোয়াই সাব জেলে ১১৯ জন, সোনামুড়া সাব জেলে ১২৪ জন, বিলোনিয়া সাব জেলে ৬৫ জন, অমরপুর সাব জেলে ২০ জন এবং লংতরাই সাব জেলে ৭৭ জন।

এদিন তিনি আরও বলেন, রাজ্যের কারাগারগুলোতে ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সাজাপ্রাপ্ত আসামির সংখ্যা ৫৫৬জন। যেমন, কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে ২১৯ জন, কৈলাসহর ডিস্ট্রিক্ট জেলে ৪৬ জন, উদয়পুর ডিস্ট্রিক্ট জেলে ৪৭ জন, ধর্মনগর সাব জেলে ৫২ জন, কাঞ্চনপুর সাব জেলে ১২ জন, গন্ডাছড়া সাব জেলে ২৩ জন, কমলপুর সাব জেলে ২৯ জন, খোয়াই সাব জেলে ৩১ জন, সোনামুড়া সাব জেলে ৩১ জন, বিলোনিয়া সাব জেলে ২৫ জন, অমরপুর সাব জেলে ১৫ জন এবং লংতরাই সাব জেলে ২৬ জন সাজাপ্রাপ্ত আসামী রয়েছে।

বিমান চলাচল ব্যাহত

● প্রথম পাতার পর

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও ফিরহাদ হাকিমের অপরাধমূলক অবহেলা ও দুর্নীতির ফলেই এই বিপর্য্যয়।” তিনি দাবি করেন, আলিপুর আবহাওয়া দফতর এক মাস আগেই সতর্ক করেছিল যে দুর্গাপুজোর সময় প্রবল বর্ষণ হতে পারে, কিন্তু রাজ্য সরকার কোনো প্রস্তুতি নেয়নি। তাঁর অভিযোগ, “শহরের নিকাশি ব্যবস্থা বছরের পর বছর সংস্কার হয়নি, বরং দুর্নীতির মাধ্যমে অর্থ আত্মসাৎ হয়েছে। অবৈধ নির্মাণ, পুকুর ভরাট, সবুজ জমি ধ্বংস এবং বেআইনি কলোনি তৈরির ফলে শহর তার প্রাকৃতিক জলধারণ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে।” তিনি আরও বলেন, “জল বেরোনোর পথ বন্ধ হয়ে গেছে, আর তৃণমূলের ‘কাটমানি নির্ভর উন্নয়ন’ এই বিপর্য্যয়ের মূল কারণ।”

বিজেপির রাজ্য সভাপতি ও বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীও এই ঘটনাকে ‘শহরের প্রতি অপরাধ’ বলে চিহ্নিত করেছেন। তিনি এক ভিডিও শেয়ার করে দাবি করেন, “জলমগ্ন রাস্তায় দেহ ভেসে বেড়াচ্ছে। এই ছবি দেখলেই বোঝা যায় প্রশাসন কতটা ব্যর্থ।” তিনি বলেন, “আজকের দিনে প্রযুক্তির সাহায্যে বৃষ্টির পূর্বাভাস পাওয়া যায়, তবু কেন বারবার একই ছবি দেখা যায়? প্রশাসন কিছুই শেখেনি।” বিজেপির আরও অভিযোগ, শহরের গুরুত্বপূর্ণ অংশ যেমন মানিকতলা ও সায়েন্স সিটি এলাকার মতো ‘অ্যাক্লেমড’ এলাকাও জলমগ্নএই অবস্থায় কেউ কি শহরকে বিনিয়োগের উপযুক্ত বলে ভাবতে পারে? দলের দাবি, “এটা শুধুই পরিকাঠামোর ব্যর্থতা নয়, এটা নাগরিক অধিকার হরণ, এবং প্রশাসনিক দুর্নীতির জ্বলন্ত প্রমাণ।”

অন্যদিকে, তৃণমূল কংগ্রেস বিজেপির এই অভিযোগকে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছে। রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য্য এক টুইটে লেখেন, “গতকাল কলকাতায় প্রায় ৩০০ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছেএটা একটি বিরল ক্লাউডবার্স্ট। এমন পরিস্থিতি হলে বিশ্বের যে কোনও শহরই বিপর্য্যস্ত হয়ে পড়ে। মুম্বই ২০০5, চেন্নাই ২০১৫ কিংবা দিল্লি ২০২৩কোনও শহরই এই ধরণের অপ্রত্যাশিত দুর্যোগ থেকে রক্ষা পায় না।” তিনি অভিযোগ করেন, “বিজেপি জলবায়ু পরিবর্তনের বাস্তবতা ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণকে অস্বীকার করে শুধুমাত্র মানুষের যন্ত্রণাকে রাজনৈতিক হাতিয়ার করছে। এটা দুঃখজনক।” তিনি আরও বলেন, “মানুষ বোঝে প্রকৃত বিপর্য্যয় কী এবং রাজনৈতিক প্রপাগান্ডা কী।”

এর মধ্যেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাদের সব পরীক্ষা স্থগিত করেছে এবং ২৩-২৪ সেপ্টেম্বর সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখার ঘোষণা করা হয়েছে। ইন্ডিগো-সহ একাধিক বিমান সংস্থা যাত্রীদের সতর্ক করে বলেছে, অতিরিক্ত সময় হাতে নিয়ে বেরোতে, এবং বিমানবন্দরের পরিস্থিতি সম্পর্কে ওয়েবসাইট বা অ্যাপ থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, বঙ্গোপসাগরের ওপর একটি নিম্নচাপ তৈরি হয়েছে, এবং ২৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে আরও একটি নিম্নচাপ সৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে, যার ফলে দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় আরও বৃষ্টি হতে পারে। এই পরিস্থিতিতে শহরের সাধারণ মানুষ একদিকে যেমন জলমগ্ন জীবনে বিপর্য্যস্ত, অন্যদিকে রাজনৈতিক দোষারোপের খেলায় বিভ্রান্তও বটে। প্রশ্ন উঠছেএকটা মেট্রোপলিটন শহর মাত্র এক রাতের বৃষ্টিতেই এতটাই ভেঙে পড়তে পারে কীভাবে? দায় প্রকৃতির, নাকি প্রশাসনের? আর তার চেয়েও বড় প্রশ্নএই পরিস্থিতির কি কোনও দীর্ঘমেয়াদি সমাধান আদৌ আছে, নাকি বর্ষাকালে জলাবদ্ধতা কলকাতার স্থায়ী নিয়তি হয়ে উঠবে?

“নেশা মুক্ত ত্রিপুরা, এইচআইভি মুক্ত ত্রিপুরা”র লক্ষ্যে ‘নমো যুবা রান” কর্মসূচি শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৩ সেপ্টেম্বর: উত্তর ত্রিপুরা জেলায় সোমবার থেকে শুরু হলো ‘ নমো যুবা রান’ কর্মসূচি। “ ফর নেশামুক্ত ভারত” স্লোগানকে সামনে রেখে এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য রাজ্যকে নেশামুক্ত এবং এইচআইভি মুক্ত করার পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আহ্বানে অনুপ্রাণিত এই উদ্যোগে তরুণ প্রজন্মকে নেশামুক্ত জীবনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার বার্তা দেওয়া হয়। কর্মসূচির স্লোগান রাখা হয়েছে, “ যুবা রুকেগা নেহি দরেগা ” এবং “ছেড়ে দিও নেশার খাঁত, চলো যাই খেলার মাঠ।”

রাজনৈতিক ও সামাজিক নেতৃত্বের উপস্থিতিতে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে যুবসমাজকে ক্রীড়া, স্বাস্থ্য ও সৃজনশীল কর্মকাণ্ডে যুক্ত হওয়ার আহ্বান জানানো হয়। আয়োজকদের মতে, যুবসমাজকে নেশার কবল থেকে দূরে রাখতে এবং স্বাস্থ্য সচেতনতা বাড়াতে এ ধরনের কর্মসূচি কার্য্যকরী ভূমিকা রাখবে। কর্মসূচি থেকে স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয়েছে “সুস্থ তরুণ সমাজই গড়ে তুলবে আগামীর সুস্থ ত্রিপুরা।

না সরকার ঃ মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

কিছু কিছু জায়গা ভৌগোলিক কারণে এখনও সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিদ্র করা যাচ্ছে না যা অবৈধ অনুপ্রবেশের ঝুঁকি বাড়িয়ে তোলে। বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে কেন্দ্রীয় সরকারের গোচরে নেওয়া হয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা এবং কোনভাবেই যাতে অবৈধ অনুপ্রবেশকারী রাজ্যে প্রবেশ করতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে কড়া নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সীমান্ত নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সীমান্তরক্ষী বাহিনী, রাজ্য পুলিশ এবং অন্যান্য গোয়েন্দা সংস্থাগুলির মধ্যে সমন্বয়সাধন বাড়ানোর উপর জোর দেওয়া হয়েছে। এবিষয়ে নিয়মিত বৈঠক করে ব্যক্তিগতভাবে পরিস্থিতির উপর নজর রাখা হচ্ছে বলে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন। তিনি বলেন, আমাদের রাজ্য এবং জনগণের নিরাপত্তা রাজ্য সরকারের কাছে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ভুয়া ডকুমেন্ট প্রস্তুতকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত রয়েছে। সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের মধ্যে নিয়মিত সমন্বয় এবং যথোপযুক্ত পদক্ষেপের ফলে রাজ্যে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের প্রবেশের হার নিম্নগামী। রেল স্টেশন, এয়ারপোর্ট এবং বাস স্ট্যান্ডগুলিতে কঠোর নজরদারি রাখা হচ্ছে। এক্ষেত্রে রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের গাইডলাইন মেনে অনুপ্রবেশ রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিচ্ছে। তিনি বলেন, রাজ্য সরকার অবৈধ অনুপ্রবেশকে কোনভাবেই প্রশ্রয় দেবেনা। এব্যাপারে কোন আপোষ করা হবেনা।

হ্রাস হবে ঃ বিদ্যুৎমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

যা তাদের খরচ এবং ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে সহায়ক।

স্মার্ট মিটার ব্যবহার করে ভোক্তারা তাদের দৈনন্দিন বিদ্যুৎ খরচ মনিটর করতে পারবেন, ফলে তারা তাদের ব্যবহার ও ব্যয়ের উপর আরও নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারবেন। এছাড়াও, স্মার্ট মিটার স্থাপনের ফলে মিটার রিডার বা ম্যানুয়াল বিলিংয়ের প্রয়োজন নেই। বিল স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি হয়ে ডিজিটালি পাঠানো হয়, যা স্বচ্ছতা বৃদ্ধি করে এবং মানবিক ত্রুটি বা হেরফেরের সম্ভাবনা কমায়। ভোক্তারা বিভিন্ন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে বিলও প্রদান করতে পারবেন, যা আরও সুবিধাজনক।

তিনি আরও উল্লেখ করেন স্মার্ট মিটার গ্রাহক এবং ত্রিপুরা বিদ্যুৎ নিগম উভয়ের জন্য একাধিক সুবিধা প্রদান করে, যেমন যথাসময়ে এবং সঠিকভাবে বিলিং, অপারেশনাল খরচ হ্রাস, গ্রিড ব্যবস্থাপনা ও লোড ব্যালান্সিং উন্নত করা, বিদ্যুৎ বিভ্রাট বা ত্রুটি দ্রুত সনাক্ত করা, প্রিপেইড পেমেন্ট বিকল্প, শক্তি ব্যবহারের নির্ভুল ট্র্যাকিং, বিদ্যুৎ চুরি হ্রাস এবং রাজস্ব সংগ্রহ উন্নত করা।

তিনি উলেখ করেন কিছু গ্রাহক মনে করছেন স্মার্ট মিটার ব্যবহারে বিল বেশি আসে। এটি একটি ভুল ধারণা। পূর্বে কিছু মিটার ত্রুটিপূর্ণ রিডিং বা মিটার রিডার ও গ্রাহকের মধ্যে সমঝোতার কারণে গড় হিসাব অনুযায়ী বিল করা হত, যা প্রায়শই প্রকৃত ব্যবহারের চেয়ে কম হতো। এই ত্রুটিপূর্ণ মিটারগুলি বদলে স্মার্ট মিটার ইনস্টল করা হলে, পুরনো মিটার থেকে বকেয়া বিল বর্তমান বিলের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত হয়, যার ফলে বিল বেশি মনে হতে পারে। সঠিক বিল পাওয়া গ্রাহকদের জন্য এটি স্বচ্ছ এবং ন্যায়সঙ্গত ব্যবস্থা। স্মার্ট মিটার বিতরণ ট্রান্সফর্মারে ডিভাইস ইনস্টল করার সুবিধাও দেয়, যা শক্তি হিসাব, লোড ম্যানেজমেন্ট এবং ট্রান্সফর্মার ওভারলোড বা ফেজ অমিল প্রতিরোধে সাহায্য করে। কোনো ত্রুটি হলে স্মার্ট মিটার স্বয়ংক্রিয়ভাবে ত্রিপুরা বিদ্যুৎ নিগম অপারেশন-কম-মনিটরিং সেন্টারকে সতর্ক করে, যা দ্রুত সমাধান নিশ্চিত করে।

মন্ত্রী জানান, রিভ্যাম্পড ডিস্ট্রিবিউশন সেক্টর স্কিম স্কিম নিশ্চিত করছে যে, স্মার্ট মিটার গ্রাহকদের বিনামূল্যে সরবরাহ করা হবে, যার তহবিল কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের সমর্থনে প্রদান করা হচ্ছে, যা ভারতের বিদ্যুৎ ব্যবস্থাকে আধুনিকায়নের পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

উপর হামলার অভিযোগ

● প্রথম পাতার পর

কাছে অভিযোগ দায়ের করেন সিপাহীজলা জেলা সিপিআইএম সম্পাদক রতন সাহা। তাঁর সঙ্গে ছিলেন প্রাক্তন মন্ত্রী ভানুলাল সাহা এবং বিশালগড় সিপিআইএম নেতা পার্থপ্রতিম মজুমদার।

নেতৃত্বের বক্তব্য, এধরনের ঘটনা কোনোভাবেই কাম্য নয়। রাজনৈতিক ভিন্নমত থাকতেই পারে, কিন্তু শারীরিক আক্রমণ গণতন্ত্রের পরিপন্থী।

বিপ্লব দেবের মতবিনিময়

● প্রথম পাতার পর

কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন। যেখানে বড় মাত্রায় মহিলারা উপস্থিত ছিলেন।এর পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী স্বাধীনতা দিবসে পরবর্তী প্রজন্মের জিএসটি সংস্কারের ঘোষণার অঙ্গ হিসেবে এই সংস্কারের ফলে কৃষক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, মহিলা, যুবক এবং উদ্যোক্তা সহ সমাজের প্রতিটি অংশের মানুষ কিভাবে উপকৃত হচ্ছেন তা নিয়ে নরসিংগড় বাজার ব্যবসায়ীদের সাথে মত বিনিময় করেন তিনি। তার পাশাপাশি বিভিন্ন দোকানের ব্যবসায়ীদের ওষ্ট সংস্কারের তথ্য সম্বলিত লিফলেটবিলি করে গোলাপ দিয়ে এই নিয়ে সচেতন করেন।

বিদায় গায়ক জুবিনকে

● প্রথম পাতার পর

গান “মায়াবিনী রাতিৰ বুকু” গেয়ে তাঁকে শেষবারের মতো বিদায় জানায় ভক্তসমাজ।

জুবিন গার্গের মৃত্যুতে সিঙ্গাপুরের ডাক্তাররা মৃত্যুর কারণ হিসেবে ‘ডুবে যাওয়া’ বললেও, তার সত্যতা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে জনসাধারণ। মৃত্যুর প্রকৃত কারণ নিয়ে উত্তাল হয় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও রাজনৈতিক মহল। জনচাপের মুখে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ঘোষণা দেন দ্বিতীয় ময়নাতদন্তের।

সোমবার গভীর রাতে, শেষকৃত্যের ঠিক কয়েক ঘণ্টা আগে গৌহাটি মেডিকেল কলেজে দ্বিতীয় ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হয়। এই প্রক্রিয়াটি পরিচালনা করেন এইমস গৌহাটির বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের একটি দল, যার উপস্থিতি নিশ্চিত করেন এসডিএম দিব্যা পাতে।

প্রয়াত শিল্পীর মৃত্যুকে ঘিরে একটি ষড়যন্ত্রের অভিযোগ ওঠে। জাতীয় নারী বাহিনী, যা রাইজর দলের সঙ্গে যুক্ত, বঙাইগাঁও থানায় দায়ের করে একটি এফআইআর। এতে অভিযুক্ত করা হয় উত্তর-পূর্ব ভারত উৎসবের আয়োজক শ্যামকানু মহন্ত, ম্যানেজার সিদ্ধার্থ শর্মা, সঞ্জীব নারাইন ও ড্রামার শেখর জ্যোতি গোস্বামীকে।

জুবিনের স্ত্রী গরিমা জানান, তিনি স্কুবা ডাইভিংয়ে ছিলেন না, বরং লাইফ জ্যাকেট পরে প্রথমবার সাঁতারের পর দ্বিতীয়বার সাঁতার কাটতে গিয়ে সিজার হয়। পরে সিঙ্গাপুর জেনারেল হাসপাতালে দুপুর ২:৩০ মিনিটে তাঁকে মৃত ঘোষণা করা হয়।

মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন, “একটি নিরপেক্ষ দেশে — যেখানে চিকিৎসা ব্যবস্থায় প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ আছে — সেখানে ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হওয়ার পরেও দ্বিতীয় ময়নাতদন্তের প্রয়োজন ছিল না। তবে কোনো রাজনৈতিক অপব্যাখ্যা বা গুজব যাতে না ছড়ায়, সেই কারণে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।”

জুবিন গার্গ শুধু একজন শিল্পী নন, তিনি ছিলেন আসামের সংস্কৃতি ও চেতনার প্রতীক। তাঁর মৃত্যুতে সারা উত্তর-পূর্বে শোকের ছায়া। এখন গোটা রাজ্য তাকিয়ে আছে তদন্তের ফলাফলের দিকে — কীভাবে মৃত্যু ঘটল এই কালজয়ী গায়কের?

আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনার ৭ বছর পূর্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ সেপ্টেম্বর: জনগণের স্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং আর্থিকভাবে দুর্বল শ্রেণীর মানুষের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২০১৮ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনার সূচনা করা হয়েছে। ঙ্ক-ঞ্চঞ্চজ্ঝ্ঙু প্রকল্পের ৭ বছর পূর্ণ হয়েছে। এই যোজনায় এখন পর্যন্ত মোট ৪ লক্ষ ৭১ হাজার ২৪৭ জন সুবিধাভোগী বিভিন্ন হাসপাতাল থেকে বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা পেয়েছেন। যার মধ্যে মোট ৭৮১১ জন সুবিধাভোগী রাজ্যের বাইরে বিভিন্ন হাসপাতাল থেকে চিকিৎসা পরিষেবা পেয়েছেন। ঙ্ক-ঞ্চঞ্চজ্ঝ্ঙু প্রকল্পে মোট ২৫০ কোটি ৪৭ লক্ষের ও অধিক টাকার দাবি নিষ্পত্তি করা হয়েছে। ঞ্চঞ্চজ্ঝ্ঙু প্রকল্পের অধীনে রাজ্যের ১৬,১৭,৩৪৬ জন সুবিধাভোগী আয়ুষ্মান কার্ড পেয়েছেন।
রাজ্যের বাদবাকি জনসাধারণের জন্য স্বাস্থ্য বীমা পরিষেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪, চিফ মিনিস্টার জন আরোগ্য যোজনা ২০২৩ প্রকল্পটির সূচনা করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত, ২,৫২, ০৩০ পরিবারের মোট ৫,৪৯,১৭০ জন সুবিধাভোগীকে ঙ্খঞ্চজ্ঝ্ঙু ২০২৩ স্কিমের আয়ুষ্মান কার্ড ইস্যু করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত, ঙ্খঞ্চজ্ঝ্ঙু ২০২৩ প্রকল্পে ৫১০০০ এরও বেশি রোগী বিভিন্ন হাসপাতাল থেকে বিনামূল্য চিকিৎসা পরিষেবা পেয়েছেন। এখন পর্যন্ত প্রকল্পের মোট ১১৭৪ জন সুবিধাভোগী রাজ্যের বাইরে বিভিন্ন হাসপাতাল থেকে চিকিৎসা পরিষেবা পেয়েছেন। ঙ্খঞ্চজ্ঝ্ঙু ২০২৩-এর অধীনে ২৬ কোটি ১০ লক্ষেরও অধিক টাকার ক্লেইম সেটল করা হয়েছে।
আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা প্রকল্পের ৭ বছর পূর্তি উপলক্ষে রাজ্য এবং জেলা স্তরে বিভিন্ন সচেতনতামূলক কর্মসূচি চলছে। তার মধ্যে রয়েছে বিদ্যালয় সচেতনতা কর্মসূচি পথনাটক, সচেতনতামূলক র‍্যালি ইত্যাদি। ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ সুস্থ নারী, সমৃদ্ধ পরিবার অভিযানের সূচনা করেন দেশের প্রধানমন্ত্রী। এই প্রকল্প নিশ্চিত করবে মহিলা সমাজ যেন শারীরিক ও মানসিক ভাবে সুস্থ থাকতে পারেন। এই ভাবনাটির প্রতিফলন হিসেবে মহিলাদের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন স্বাস্থ্য শিবিরে আয়ুষ্মান কার্ড ইস্যু করা হচ্ছে।
ঞ্চঞ্চজ্ঝ্ঙু এবং ঙ্খঞ্চজ্ঝ্ঙু ২০২৩ প্রকল্প সুবিধাভোগীদের বিনামূল্যে স্বাস্থ্য বীমা সুবিধা প্রদান করে। ঙ্ক ঞ্চঞ্চজ্ঝ্ঙু এবং ঙ্খঞ্চ জ্ঝ্ঙু ২০২৩ প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি পরিবার প্রতি বছর ৫ লাখ টাকা পর্যন্ত স্বাস্থ্য বীমার সুবিধা পাচ্ছেন। পরিবারের প্রতিটি সদস্যকে ব্যক্তিগত ঙ্ক-ঞ্চঞ্চজ্ঝ্ঙু এবং ঙ্খঞ্চ জ্ঝ্ঙু ২০২৩ প্রকল্পের কার্ড ইস্যু করা হয়। উভয় প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের আয়ুষ্মান কার্ড রিনিউ করার প্রয়োজন নেই। এই প্রকল্প রাজ্যের মানুষের ক্ষমতার বাইরের চিকিৎসা সংক্রান্ত ব্যয় হ্রাস করছে। ঙ্ক-ঞ্চঞ্চজ্ঝ্ঙু এবং ঙ্খঞ্চজ্ঝ্ঙু- ২০২৩ প্রকল্পে পরিবারের সদস্য সংখ্যা, লিঙ্গ অথবা বয়সের কোন সীমা নেই। চিফ মিনিস্টার জন আরোগ্য যোজনা ২০২৩ প্রকল্পের সূচনা হওয়ার ফলে ত্রিপুরা ইউনিভার্সাল হেলথ কভারেজের আওতায় এসেছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

জিএসটি”র হার সংশোধন করে কেন্দ্রীয় সরকার ক্রান্তিকারী পদক্ষেপ নিয়েছে: মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ সেপ্টেম্বর: জিএসটি”র হার সংশোধন করে কেন্দ্রীয় সরকার ক্রান্তিকারী পদক্ষেপ নিয়েছে। তাতে দেশের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ আরও শক্তিশালী হবে। এজন্য ত্রিপুরাবাসীর পক্ষ থেকে এবং ত্রিপুরা বিধানসভার পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আজ বিধানসভায় ”দি ত্রিপুরা স্টেট গুডস এন্ড সার্ভিসেস ট্যাক্স (নাইনথ এমেন্ডম্যান্ট) বিল, ২০২৫ (দি ত্রিপুরা বিল নং-৮ অফ ২০২৫) বিলের উপর আলোচনায় অংশ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। আলোচনার পর বিলটি সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়।
বিলের উপর আলোচনায় অংশ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আগেই বলেছিলেন দেওয়ালীর আগে দেশবাসীকে তিনি উপহার দেবেন। জিএসটি”র হার সংশোধন করে তিনি দেশের সাধারণ মানুষকে উপহার দিয়েছেন। গতকাল থেকেই সংশোধিত নতুন হার চালু হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী প্রসঙ্গক্রমে বলেন, গত ১১ বছরে ভারতের অর্থনীতির অনেক উন্নতি হয়েছে। বর্তমানে ভারত চতুর্থ অর্থনীতির দেশ। তিনি বলেন, প্রতিটি রাজ্য অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সমৃদ্ধ না হলে বিকশিত ভারত গঠন করা যাবে না। বিভিন্ন নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রীতে কি পরিমাণ জিএসটি কমেছে তা তথ্য সহ মুখ্যমন্ত্রী তুলে ধরেন।
বিলের বিষয়ে অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায়, বিধায়ক শম্ভুলাল চাকমা, বিধায়ক গোপাল চন্দ্র রায়, বিধায়ক দীপঙ্কর সেনও আলোচনা করেন। অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায় বিলটি বিধানসভায় পেশ করেন। আলোচনার পর বিলটি সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়।

ধলাইজেলা ভিত্তিক মনসা মঙ্গল কাব্য পাঠ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ২৩ সেপ্টেম্বর: মঙ্গলবার কমলপুর টাউন হলে ধলাই জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্য্যালয়ের উদ্যোগে ধলাই জেলা পরিষদে ও কমলপুর নগর পঞ্চায়েতের সহযোগিতায় ধলাইজেলা ভিত্তিক মনসা মঙ্গল কাব্য পাঠ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।
ধলাই জেলাভিত্তিক মনসা মঙ্গল কাব্য পাঠ প্রতিযোগিতা উদ্বোধন করেন প্রতিযোগিতার বিচারক অর্চনা চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ধলাই জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুস্মিতা দাস, কমলপুর নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারম্যান প্রশান্ত সিনহা, ধলাই জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্য্যালয়ের আধিকারিক ফকরুদ্দিন আহমেদ, কমলপুর তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের আধিকারিক অমৃত লাল দাস, বিশিষ্ট শিল্পী তথা কমলপুর কালচারাল সেলের কনভেনার অনিতা চক্রবর্তী, বিশিষ্ট শিল্পী অর্জুন চক্রবর্তী প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সংক্ষিপ্ত ভাষনের প্রতিযোগিতার আহ্বায়ক ধলাই জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্য্যালয়ের আধিকারিক ফকরুদ্দিন আহমেদ বলেন, মনসা মঙ্গল গ্রামীণ সংস্কৃতি।গ্রাম শহরে সব থেকে চর্চা হচ্ছে মনসা মঙ্গল কাব্য পাঠ। ত্রিপুরা রাজ্যে এক সময় প্রতিটি মহকুমায় তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে মনসা মঙ্গল প্রতিযোগিতা হতো। একটা সময় বন্ধ হয়ে যায়। ধলাই জেলার পরিষদের জেলাধিপতি উদ্যোগ নেওয়াতে এই মনসা মঙ্গল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ধলাই জেলাভিত্তিক মনসা মঙ্গল কাব্য পাঠ প্রতিযোগিতা প্রথম স্থান অধিকার করে গন্ডাছড়া সাংস্কৃতিক মঞ্চ। দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে দক্ষিণ কলাছড়ি দল, তৃতীয় স্থান অধিকার দক্ষিণ মানিক ভান্ডার দল। বিজয়ী দলের হাতে পুরস্কার তুলে দেন যথাক্রমে ধলাই জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুস্মিতা দাস, কমলপুর নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারম্যান প্রশান্ত সিনহা ও ধলাই জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের আধিকারিক ফকরুদ্দিন আহমেদ। এদিন টাউন হলে প্রচুর মানুষের ভিড় লক্ষ্য করা যায়।

সিপাহীজলা জেলাভিত্তিক নমো ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশ্রামগঞ্জ, ২৩ সেপ্টেম্বর: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ৭৫তম জন্মদিবস উদযাপন উপলক্ষে সেবা পক্ষ কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে আজ বিশ্রামগঞ্জে সিপাহীজলা জেলাভিত্তিক নমো ম্যারাথন অনুষ্ঠিত হয়। অনূর্ধ-১৪ ও অনুর্ধ-১৭ বয়সের বালক ও বালিকাদের মধ্যে এই ম্যারাথন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। নমো ম্যারাথনের সূচনা করেন সিপাহীজলা জিলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত।
উপস্থিত ছিলেন যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের জেলা কার্য্যালয়ের উপ অধিকর্তা সমীর দেববর্মা, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের জেলা কার্য্যালয়ের উপ অধিকর্তা পাঞ্চালী দেববর্মা, শিক্ষা দপ্তরের জেলা কার্য্যালয়ের ও এস ডি এন্থনি দেববর্মা। ম্যারাথন দৌড়টি বিশ্রামগঞ্জ দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয় থেকে শুরু হয়ে মাস্টার পাড়া, তক্সাপাড়া হয়ে বিশ্রামগঞ্জ।হত শচীন দেববর্মণ স্মৃতি মাল্টিপারপাস কলাক্ষেত্রের প্রাঙ্গণে এসে শেষ হয়। সেখানে অতিথিরা বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার তুলে দেন।

আগরতলা শহরে আরেকটি উড়ালপুল নির্মাণের লক্ষ্যে দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে: মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ সেপ্টেম্বর: আগরতলা শহরের যানজট নিরসনের লক্ষ্যে আই.জি.এম. চৌমুহনি থেকে আর.এম.এস. চৌমুহনি, বিদুরকর্তা চৌমুহনি, কর্ণেল চৌমুহনি, উত্তর গেট, রাধানগর মোটরস্ট্যান্ড হয়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার অফিস নির্মাণের জন্য চিহ্নিত স্থানের সন্নিকট পর্যন্ত একটি নতুন উড়ালপুল নির্মাণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এই উড়ালপুলটির একটি অংশ আর.এম.এস. চৌমুহনি থেকে ওরিয়েন্ট চৌমুহনির দিকে সম্প্রসারিত থাকবে।
আজ রাজ্য বিধানসভায় বিধায়ক দীপঙ্কর সেনের এক প্রশ্নের লিখিত উত্তরে পূর্ত তথা মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা এই তথ্য জানিয়েছেন। তিনি জানান, এই নতুন উড়ালপুল নির্মাণের জন্য চলতি বছরের ১৬ জুলাই দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। দরপত্রের প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করে ঠিকাদারকে কাজের বরাত প্রদানের মাধ্যমে কাজটি শুরু করা যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। তিনি জানান, আগরতলা শহরের বর্তমান উড়ালপুলকে রাধানগর মোটরস্ট্যান্ড এবং কামান চৌমুহনি পর্যন্ত প্রসারিত করার কোনও পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের নেই। মুখ্যমন্ত্রী জানান, উদয়পুর শহরের জগন্নাথ চৌমুহনি থেকে খিলপাড়া পর্যন্ত একটি উড়ালপুল নির্মাণের পরিকল্পনাও রাজ্য সরকারের রয়েছে।

আন্তর্জাতিক সাংকেতিক ভাষা দিবস উপলক্ষ্যে শিক্ষক মনোজ রায়ের উদ্যোগে কলকাতার প্রিটোরিয়া স্ট্রীটস্থিত ত্রিপুরা ভবনে ফলের চারা বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ সেপ্টেম্বর: বধির মানুষের মানবাধিকারের পূর্ণ বাস্তবায়নে সাংকেতিক ভাষার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জাতিসংঘের সাধারন পরিষদ ২৩ সেপ্টেম্বরকে আন্তর্জাতিক সাংকেতিক ভাষা দিবস হিসাবে ঘোষনা করেছিল। দিনটিকে স্মরণে রাখতে ত্রিপুরার সমস্ত মাদ্রাসা ও বিদ্যালয়ে কিচেন গার্ডেন এর পরামর্শদাতা তথা বিশিষ্ট শিক্ষক মনোজ রায়ের উদ্যোগে কলকাতার প্রিটোরিয়া স্ট্রীটস্থিত ত্রিপুরা ভবনে একটি ফলের চারা রোপন করা হয়। বৃক্ষরোপনে মনোজ বাবুর সঙ্গে ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক তথা সমাজসেবী আবদুল হক ও ত্রিপুরা ভবনের প্রোটোকল অফিসার সুমিত দাস সহ ভবনের সমস্ত কর্মচারীরা। প্রসঙ্গত মনোজ বাবু গত বেশ কয়েক বৎসর যাবৎ কলকাতার তিনটি ত্রিপুরা ভবনে প্রচুর বৃক্ষরোপন করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে মনোজ রায়কে কলকাতার দক্ষিন দিনাজপুরস্থিত বেস এডুকেশনাল হাব এর পক্ষ থেকে ত্রিপুরার সেরা শিক্ষকের পুরস্কার দেয়া হয়েছিল ২১ সেপ্টেম্বর। এক সাক্ষাৎকারে মনোজবাবু জানান বৃক্ষরোপনই পারে আমাদের পরিবেশকে বাচিয়ে রাখতে। তাই তিনি কলকাতাবাসীর উদ্দেশ্যে আবেদন জানান যাতে সবাই বিশেষ দিনগুলিকে স্বরণে রাখতে বৃক্ষরোপন করে সমাজকে সুস্থ থাকতে সাহায্য করেন। এছাড়া তিনি কলকাতার শিক্ষা দপ্তরের প্রতি আহ্বান রাখেন যাতে ত্রিপুরার মত সমস্ত বিদ্যালয় ও মাদ্রাসায় কিচেন গার্ডেন গড়ে তোলা হয়।

কৈলাশহরে আদি কর্মযোগী অভিযান এর সূচনা হল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাশহর, ২৩ সেপ্টেম্বর: কৈলাশহরের সার্কিট হাউজের কনফারেন্স হলে ঊনকোটি জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত জেলা প্রভারি মধু ডি সাহানির নেতৃত্বে আদি কর্মযোগী অভিযান এর সূচনা করা হয়। আদি কর্মযোগী অভিযান একটি বিকেন্দ্রীভূত উপজাতি নেতৃত্ব এবং শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য একটি জাতীয় আন্দোলন। কেন্দ্রীয় উপজাতি বিষয়ক মন্ত্রকের নেতৃত্বে এই কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।
ঊনকোটি জেলাতে ৩২ টি উপজাতি অধ্যুষিত গ্রাম আছে, এর মধ্যে চারটি ব্লক এরিয়ায় মোট ১৫টি গ্রামকে বাছাই করা হয়েছে, যার মধ্যে ২১ টি পাড়া আছে। আগামী ২রা অক্টোবর কুমারঘাট এর রাজকান্দি গ্রামে এই আদি কর্মযোগি অভিযান এর সূচনা করা হবে।
এই বাছাই করা ১৫ টি গ্রামের সমস্ত সরকারি আধিকারিকদের নিয়ে, এক দিবসীয় ট্রেনিং এর আয়োজন করা হয়েছে। আজকের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রভারি মধু ডি সাহানি, ঊনকোটি জিলা পরিষদের সভাধিপতি অমলেন্দু দাস, জেলাশাসক ও সমাহর্তা ডক্টর তমাল মজুমদার, জেলা জনজাতি কল্যাণ দপ্তর এর আধিকারী অমরেশ বর্মন সহ অন্যান্যরা।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্মদিন উপলক্ষে বিলোনিয়ায় রক্তদান ও স্বাস্থ্য শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২৩ সেপ্টেম্বর: দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ৭৫তম জন্মদিন উপলক্ষে ভারতীয় জনতা পার্টির উদ্যোগে শুরু হয়েছে ১৫ দিনব্যাপী সেবা পাক্ষিক কর্মসূচি। ১৭ই সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হওয়া এই কর্মসূচি চলবে ২রা অক্টোবর মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিন পর্যন্ত।
এই উপলক্ষে সারা দেশজুড়ে এবং রাজ্যের মণ্ডল থেকে কেন্দ্রীয় স্তর পর্যন্ত বিভিন্ন সেবামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এরই অঙ্গ হিসেবে মঙ্গলবার সকাল এগারোটায় বিলোনিয়া মণ্ডলের উদ্যোগে আয়োজিত হয় স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির ও স্বাস্থ্য শিবির।
বিলোনিয়া মণ্ডল কার্য্যালয়ে অনুষ্ঠিত এ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বিলোনিয়া মণ্ডল সভাপতি সায়ন্তন দত্ত, বিজেপির দক্ষিণ জেলা সভাপতি দ্বীপায়ন চৌধুরী সহ বিভিন্ন স্তরের নেতৃবৃন্দ।
এদিনের কর্মসূচি সম্পর্কে মণ্ডল সভাপতি সায়ন্তন দত্ত বলেন, “যেহেতু এ বছর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ৭৫তম জন্মদিবস, তাই এই দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে আজ বিজেপি কার্যকর্তারা মোট ৭৫ ইউনিট রক্তদান করেছেন।”

বিশ্বকর্মা পূজায় মানবিক উদ্যোগ ভারতচন্দ্রনগর আর.ডি ব্লকের কর্মচারীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২৩ সেপ্টেম্বর: বিশ্বকর্মা পূজাকে কেন্দ্র করে নজিরবিহীন মানবিক উদ্যোগ নিল ভারতচন্দ্রনগর আর.ডি ব্লক অফিসের কর্মচারীরা। ব্লক প্রতিষ্ঠার পর এ বছরই প্রথমবার বিশ্বকর্মা পূজার আয়োজন করা হয়। তবে পূজার খরচ কিছুটা কমিয়ে সেই অর্থ ব্যয় করা হয় সমাজসেবামূলক কাজে।
এই পরিকল্পনার অংশ হিসেবে মঙ্গলবার ভারতচন্দ্রনগর আর.ডি ব্লকের বিশ্বকর্মা পূজা কমিটির সদস্যরা দক্ষিণ জেলার শান্তির বাজার মহকুমার অন্তর্গত লাউগাং মনোরমা শিশু নিকেতনের আবাসিক শিশুদের হাতে নতুন বস্ত্র ও শুকনো খাবার তুলে দেন। এই আবাসিক কেন্দ্রে বর্তমানে ৪৬ জন মাতৃ-পিতৃহীন কন্যাশিশু থাকে, যাদের রক্ষণাবেক্ষণ করে ভলেন্টারি হেলথ অ্যাসোসিয়েশন অফ ত্রিপুরা।
পূজা কমিটির সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার তুহিন দেবনাথ জানান, “প্রথমবার পূজা করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময়ই কিছু সামাজিক কাজ করার পরিকল্পনা করি। যদিও সবকিছু এই বছর করা সম্ভব হয়নি, আগামী দিনে সেই পরিকল্পনা পূর্ণাঙ্গভাবে বাস্তবায়ন করা হবে।” তিনি আরও বলেন, “অনাথ শিশুদের সঙ্গে পূজার আনন্দ ভাগ করে নিতে পেরে আমরা নিজেদের ধন্য মনে করছি।”
আজকের এই সামাজিক উদ্যোগে পূজা কমিটির সদস্যদের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান পুতুল পাল বিশ্বাস, ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক অনামিকা দেববর্মা এবং দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ার সমর সরকার।

এনএসএস ইউনিটের উদ্যোগে সাব্রুম দৈত্যেশ্বরী কালী মন্দির ও সংলগ্ন এলাকায় স্বচ্ছ ভাবত অভিযান অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, সাব্রুম, ২৩ সেপ্টেম্বর: সাব্রুম মাইকেল মধুসূদন দত্ত কলেজের জাতীয় সেবা প্রকল্প(এনএসএস) ইউনিটের উদ্যোগে দেশব্যাপী ১৭ই সেপ্টেম্বর থেকে ২রা অক্টোবর ২০২৫ পক্ষকাল ব্যাপী যে সেবা পর্ব কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে তার অঙ্গ হিসেবে আজ সাব্রুম দৈত্যেশ্বরী কালী মন্দির ও সংলগ্ন এলাকা পরিষ্কার করা হয়। উপস্থিত ছিলেন কলেজের এনএসএস ইউনিটের প্রোগ্রাম অফিসার ড. অরূপ পাটারীসহ ছাত্রছাত্রীরা।
অধ্যাপক অরূপ পাটারী বলেন, সারা দেশে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ১৭ই সেপ্টেম্বর জন্ম দিবস তথা আগামী ২রা অক্টোবর জাতীর জনক মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিবস উদযাপিত হবে। কর্মসূচি চলছে। ২০১৪ সালের ২রা অক্টোবর থেকে প্রধানমন্ত্রী মোদী স্বচ্ছতা অভিযান শুরু করেছিলেন, যা আজ এক বিশাল গণআন্দোলনে রূপ নিয়েছে। তিনি ছাত্রছাত্রীদের উদ্যোগের প্রশংসা করেন, বলেন, আবর্জনা অপসারণ, পরিচ্ছন্নতা রক্ষায় তারা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। এদিন তিনি উপস্থিত সকলকেই সচ্ছতা অভিযানে অংশ গ্রহণ করার আহ্বান জানান।

গন্ডাছড়া মহকুমার ষাটকার্ডের মাতৃস্নেহ ক্লাবের উদ্যোগে দুর্গা পূজার আয়োজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, গণ্ডাছড়া, ২৩ সেপ্টেম্বর: গন্ডাছড়া মহকুমার ষাটকার্ডের মাতৃস্নেহ ক্লাবের এবারের পুজো হচ্ছে সীমিত বাজেটের মধ্যে। গত বছরে নিরাপত্তার অভাবে মায়ের পূজা করতে পারেনি মাতৃস্নেহ ক্লাব। এবারে ওই ক্লাবের সদস্যদের অক্লান্ত পরিশ্রম করার মাধ্যমে শ্রীশ্রীমাতা দূর্গা দুর্গতি নাশিনী মৃন্ময়ী মায়ের রাতুল চরণে বিল্ব পত্রাঞ্জলি দেওয়ার জন্য মনোবাসনা করেছেন। মাতৃস্নেহ ক্লাবের এবারের দূর্গা পুজোর বাজেট দুই লক্ষ টাকা।
পূজা কমিটির এক কর্মকর্তা সুজিত দাস জানান সম্পূর্ণ কাল্পনিক আদলে পূজা মণ্ডপ নির্মাণ করছে উক্ত ক্লাবের সদস্যরাই। আরো এক কর্মকর্তা প্রমোদ সাহা জানান স্বল্প বাজেটের পূজা হলেও বেশ কয়েকটি সামাজিক কর্মসূচী হাতে নিয়েছে ক্লাবের সদস্যরা। কর্মকর্তা সুজিত দাস জানান শ্রীশ্রীমায়ের পূজার অষ্টমী এবং নবমীর রাতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে।
বিশিষ্ট সমাজসেবী প্রমোদ সাহা জানান সপ্তমীর সন্ধ্যায় সংশ্লিষ্ট এলাকার নিরীহ প্রবীণব্যক্তিদের মধ্যে বিতরণ করা হবে বস্ত্র। অষ্টমী এবং নবমীতে দর্শণার্থীদের মধ্যে বিতরণ করা হবে মহাপ্রসাদ। দশমী বা মায়ের বিসর্জন করা হবে প্রশাসনের নিয়ম মেনে। পূজার দিনগুলিতে সকলের উপস্থিতি কামনা করেছেন মাতৃস্নেহ ক্লাবের সকল অংশের সদস্যরা।

জলমগ্ন রাস্তাতেই পিচ ঢেলে রাস্তা মেরামতের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাশহর, ২৩ সেপ্টেম্বর: কৈলাশহরের নুরপুর থেকে শ্রীনাথপুর যাওয়ার রাস্তায় জলমগ্ন রাস্তাতেই পাথর ঢেলে পিচ ঢালাই করার কাজকে কেন্দ্র করে স্থানীয় জনগণের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। নুরপুর থেকে শ্রীনাথপুর যাবার রাস্তায় গর্তে ভরা জলের মধ্যেই চলছে পাথর ঢেলে পিচ করার কাজ। সবচাইতে আশ্চর্য্যের বিষয় হল রাজ্যের ওয়াকফ বোর্ডের চেয়ারম্যান মবস্বর আলীর বাড়ি এই রাস্তার পাশেই। সামাজিক মাধ্যমে ভিডিও ছড়িয়ে পড়তেই শহর জুড়ে নিন্দার ঝড় বইতে শুরু করেছে।
এভাবে জলের মধ্যে পাথর ঢেলে পিচ ঢালাই করার ফলে যে কোন সময় এই রাস্তা নষ্ট হয়ে যাওয়ার যথেষ্ট আশঙ্কা রয়েছে। কাজের গুণগত মান নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন এলাকার জনগণ। ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তক্রমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী উঠেছে। এভাবে কাজ চালিয়ে গেলে সরকারের লক্ষ লক্ষ টাকা অপব্যয় হবে বলে দাবি করেছেন এলাকাবাসী।

সোনামুড়া মহকুমা জেল থেকে আদালতে যাওয়ার পথে রক্তাক্ত এক বাংলাদেশী নাগরিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ২৩ সেপ্টেম্বর: মঙ্গলবার সোনামুড়া মহকুমা জেল থেকে এক বাংলাদেশী নাগরিককে আদালতে নিয়ে যাওয়ার সময় গাড়িতে টিনের টুকরো ভেঙ্গে গলায় আঘাত করে রক্তাক্ত হয় বাংলাদেশি নাগরিক কামরুল মিয়া। দুই বছর আগে মেলাঘর তেলকাজলা এলাকা থেকে আটক হওয়া বাংলাদেশি নাগরিক কামরুল মিয়া (৩৮)-এর সোনামুড়া আদালতে আজ শুনানি ছিল। শুনানিতে হাজির করার জন্য পুলিশ তাকে সোনামুড়া মহকুমা জেল থেকে গাড়িতে করে আদালতে নিয়ে আসছিল। পথে হঠাৎই কামরুল মিয়া পুলিশের গাড়ি থেকে একটি টিনের টুকরো ভেঙে গলায় আঘাত করে।
এরপর যখন তাকে গাড়ি থেকে নামানো হচ্ছিল, পুলিশ কর্মীরা দেখতে পান তার গলা দিয়ে রক্ত বের হচ্ছে। ঘটনার পরই দ্রুত খবর দেওয়া হয় সোনামুড়া ফায়ার সার্ভিসকে। ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাকে উদ্ধার করে সোনামুড়া সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যান। সোনামুড়া কোর্টের ওসি জানান তার বাড়ি বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলার পুরোবাড়ি থানার সদর দক্ষিণে। বর্তমানে তার অবস্থা শিথিল রয়েছে ।গোটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে কোর্ট চত্বরে তীব্র চাঞ্চল্য বিরাজ করছে।

বিলোনিয়ায় অনুষ্ঠিত হলো সৃষ্টি সাহিত্য উৎসব ২০২৫

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২৩ সেপ্টেম্বর: আলোচনা, নাচ, গান ও আবৃত্তির আবহে মঙ্গলবার বেলা এগারোটায় বিলোনিয়া জন গ্রন্থাগারে অনুষ্ঠিত হলো “সৃষ্টি সাহিত্য উৎসব — ২০২৫”। শারদীয়ার প্রাকলগ্নে সৃষ্টি সাহিত্য লিটল ম্যাগাজিন কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে বিলোনিয়া পাবলিক লাইব্রেরির কনফারেন্স হলে এ উৎসবের আয়োজন করা হয়।
প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে সাহিত্য উৎসবের উদ্বোধন করেন মঞ্চে উপস্থিত কবি ও সাহিত্যিকরা। স্বাগত ভাষণ রাখেন সৃষ্টি সম্পাদক শ্রীমান দাস। তিনি সাহিত্য উৎসব বাস্তবায়নে যাদের শ্রম ও প্রেরণা রয়েছে, তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। প্রকাশক সৈকত মজুমদার নিজের অনুভূতি ভাগ করে নেন। উদ্বোধনী সংগীতের সুরে উৎসবের অতিথিরা উন্মোচন করেন সৃষ্টি শারদীয় সাহিত্য পত্রিকার চতুর্দশ সংখ্যা।
লিটলম্যাগাজিনের প্রকাশনা ও গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেন বিশেষ অতিথি প্রাবন্ধিক শ্রী হরিনারায়ণ সেনগুপ্ত, বিশিষ্ট গল্পকার অর্জুন শর্মা, কবি তপন বৈদ্য, সাচীরাম মানিক এবং অনুষ্ঠানের সভাপতি কবি চন্দন পাল।
এদিন প্রদান করা হয় বিভিন্ন সম্মাননা। “সৃষ্টি সাহিত্য সম্মান” পেলেন গল্পকার অনামিকা লস্কর। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য “সৃষ্টি সংগীতকলা সম্মান” লাভ করেন বিশিষ্ট রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী পঙ্কজিনী আচার্য। সমাজসেবা ও সমাজ ভাবনায় বিশেষ অবদানের জন্য “সৃষ্টি অনন্য সম্মান” পেল যুব প্রেরণা সামাজিক সংস্থা।
কবি সম্মেলনে কবিতা পাঠ করেন অলক দাশগুপ্ত, নিধীর রায়, বিপ্লব উড়াং, অনিরুদ্ধ সাহা, অনুরাগ ভৌমিক, সাচীরাম মানিকসহ আরও অনেকে। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন বাচিক শিল্পী তৃষা পাল, কবি অমিত সরকার ও রূপন মজুমদার।
দিনভর এই উৎসবে সৃজনশীল ভাবধারাকে আরও জোরদার করার আহ্বান ধ্বনিত হয়।

তেলিয়ামুড়া”তে নেতাজি স্মৃতি সংঘ এবারেও শারদোৎসব উপলক্ষ্যে চমক নিয়ে আসছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৩ সেপ্টেম্বর: তেলিয়ামুড়া”তে দুর্গাপূজা আয়োজনের ক্ষেত্রে বরাবর আকর্ষণীয় পূজা উপহার দিয়ে চলেছে মোটর স্ট্যান্ড এলাকায় অবস্থিত নেতাজি স্মৃতি সংঘ। প্রতিবছরই এই পূজা আয়োজনে কিছু না কিছু অভিনবত্বের ছোঁয়া থাকে। একই রকমভাবে এবারও একেবারে মোটর স্ট্যান্ড লাগুয়া নির্ধারিত জায়গায় নেতাজি স্মৃতি সংঘ সাড়ম্বরে পূজা আয়োজন করতে চলেছে এবং বিগত প্রায় মাস খানেক ধরে প্রস্তুতি চলছে রীতিমতো চরম পর্য্যায়ের।
এরই মধ্যে পূজার থিম এবং যাবতীয় বিষয় নিয়ে সংবাদ মাধ্যমের সাথে কথা বলার সময় নেতাজি স্মৃতি সংঘের তরফ থেকে দাবি করা হয়েছে এই বছর মাটির ঘরে প্রতিমা এই বিশেষ থিমকে সামনে রেখে পূজা আয়োজিত হতে চলেছে, যেখানে আধুনিকতার ছোঁয়া থাকার পাশাপাশি থাকছে চিরাচরিত ভাবধারার প্রতিফলন।
জানা গেছে মণ্ডপ সজ্জার দায়িত্বে বহি:রাজের শিল্পী থাকলেও আলোকসজ্জা থেকে শুরু করে প্রতিমা, সবটাই দেখছেন স্থানীয় স্তরের শিল্পীরা। ক্লাব কর্মকর্তাদের আশা হচ্ছে অন্যান্য বারের মতো এবারও তেলিয়ামুড়া সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের পুণ্যার্থীদের উপস্থিতিতে নন্দিত হয়ে উঠবে তাদের এই পূজা আয়োজন। পাশাপাশি পূজা কমিটির সম্পাদক মহিতুস দে দাবি করেছেন এবছরের বাজেট রাখা হয়েছে ২১ লক্ষ টাকা।

ক্রীড়াঙ্গন

ম্যাচ শুরুর ঠিক আগে হঠাৎই ভারতীয় দল ছাড়লেন শ্রেয়স ! কারণ নিয়ে ধোঁয়াশা, শুরু বিতর্ক

আবার বিতর্কে শ্রেয়স আয়ার। ভারতের টেস্ট দলে দীর্ঘ দিন ব্রাত্য শ্রেয়সের সামনে সুযোগ ছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজে সুযোগ পাওয়ার। ভারত 'এ' দলের অধিনায়ক করা হয়েছিল তাঁকে। প্রথম টেস্টে খেলেছেন। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টের আগে হঠাৎ দল থেকে নিজেকে সরিয়ে নিলেন শ্রেয়স। কেন তিনি নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন তার কারণ নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। সেই কারণেই শুরু হয়েছে বিতর্ক।

'টাইমস অফ ইন্ডিয়া'-কে এক সূত্র এই খবর জানিয়েছে। সেই সূত্র বলেছে, ''খেলা শুরুর আগে শ্রেয়স দল থেকে নাম সরিয়ে নিয়েছে। ও মুম্বই ফিরে যাচ্ছে। শ্রেয়স নির্বাচকদের জানিয়ে দিয়েছে যে অস্ট্রেলিয়া 'এ' দলের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টে খেলবে না। যদিও ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজে খেলার আগ্রহ প্রকাশ করেছে ও।''

শ্রেয়স কোনও কারণ দেখাননি। তবে জানা গিয়েছে, ব্যক্তিগত কারণে দল ছেড়েছেন তিনি।

শ্রেয়সের এই মনোভাব কি ভাল ভাবে নেবে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড? আগেও অবাধ্যতার কারণে শাস্তি পেতে হয়েছে শ্রেয়সকে। কেন্দ্রীয় চুক্তি থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল তাঁকে। এই পরিস্থিতিতে শ্রেয়সের এ হেন আচরণ নিয়ে শুরু হয়েছে বিতর্ক।

শ্রেয়স না থাকায় ভারত 'এ' দলের অধিনায়কত্ব করবেন ধ্রুব জুরেল। আগের টেস্টে সহ-অধিনায়কের দায়িত্ব সামলেছিলেন তিনি। ব্যাট হাতেও ফর্মে রয়েছেন জুরেল। প্রথম টেস্টে ১৪০ রানের ইনিংস খেলেছিলেন তিনি। মঙ্গলবার থেকে লখনউয়ের স্টেডিয়ামে শুরু হয়েছে চার দিনের এই টেস্ট।

ভারতের এক দিনের দলে নিয়মিত সদস্য হলেও টি-টোয়েন্টি ও টেস্টে ব্রাত্য শ্রেয়স। আইপিএলে ভাল খেলার পরেও এশিয়া কাপের দলে সুযোগ পাননি তিনি। নির্বাচক প্রধান অজিত আগরকর জানিয়েছিলেন, ১৫ জনের দলে জায়গা হচ্ছিল না বলে নেওয়া হয়নি শ্রেয়সকে।

এই পরিস্থিতিতে ভারতের লাল বলের ক্রিকেটে আবার ফেরার সুযোগ ছিল শ্রেয়সের। ২ অক্টোবর থেকে দেশের মাটিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে দুই টেস্টের সিরিজ খেলতে নামবে ভারত। দলের মিডল অর্ডারে এখনও বিরাট কোহলির পরিবর্ত হিসাবে কেউ নিজের জায়গা পাকা করতে পারেননি। ফলে শ্রেয়সের সুযোগ ছিল ভারত 'এ' দলের হয়ে ভাল খেলে সেই দলে ঢোকার। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে রান পাননি শ্রেয়স। দ্বিতীয় টেস্ট থেকে সরে দাঁড়ালেন। এর পরেও কি ভারতীয় দলে জায়গা হবে তাঁর? প্রশ্ন উঠছে।

কেসিএ ক্রিকেটের সেমিফাইনাল জমজমাট গোয়াকে ছাপিয়ে এগুচ্ছে কর্ণাটক দল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। সেমিফাইনাল ম্যাচ কিন্তু জমজমাট পর্য্যায়ে। গোয়ার দ্বিতীয় ইনিংস অনেকটা কম রানে থামিয়ে দিতে পারছে আয়োজক কর্নাটক ক্রিকেট সেক্রেটারি একাদশ। খেলার বাকি আরও একদিন। এদিকে তৃতীয় দিনের খেলা শেষে গোয়া প্রতিপক্ষ কর্ণাটক ক্রিকেট সেক্রেটারি একাদশ থেকে ২৩০ রানে এগিয়ে রয়েছে। গোয়া শিবিরে আরও দুটি উইকেট বর্তমান। আগামীকাল ম্যাচের চতুর্থ তথা অন্তিম দিনের প্রথম বেলায় গোয়ার অবশিষ্ট দুই উইকেট কিছুটা রান সংগ্রহ করলে কর্ণাটক ক্রিকেট সেক্রেটারি একাদশ ঝুঁকিপূর্ণ খেলায় অবতীর্ণ হবে। সরাসরি জয়ের লক্ষ্যে। সেই হিসেবে আগামীকাল শেষ দিনে এক জমজমাট পর্য্যায়ে পৌঁছবে। অনিশ্চয়তার খেলায় ক্রিকেটে বিশেষ করে কর্ণাটক ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত ডঃ ক্যাপ্টেন কে থিম্মাপ্পিয়া মেমোরিয়াল ক্রিকেট টুর্নামেন্টের সেমিফাইনালে গোয়া এবং কর্নাটক ক্রিকেট সেক্রেটারি একাদশের মধ্যে কোন দল ফাইনালে পৌঁছে তাই এখন দেখার বিষয়। গোয়ার সংগৃহীত প্রথম ইনিংসে ৩৩৮ রানের জবাবে কর্ণাটক ক্রিকেট সেক্রেটারি একাদশ ২৭৬ রান সংগ্রহ করে। ৬২ রানে লিড নিয়ে এগিয়ে থেকে গোয়া তৃতীয় ইনিংসে খেলায় তৃতীয় দিনের খেলা শেষে ৭৩ ওভারে আট উইকেটে হারিয়ে ১৬৮ রান সংগ্রহ করেছে।

কর্নাটকে আমন্ত্রণ মূলক ক্রিকেটে ফাইনালের দোরগোড়ায় মধ্যপ্রদেশ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। কর্ণাটক ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত আমন্ত্রণ মূলক ক্রিকেটে মধ্যপ্রদেশ ফাইনালে। এখন শুধু সময়ের অপেক্ষায়। তেমন কোনও বড় রকমের অঘটন না ঘটলে হিমাচল প্রদেশ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন কে ব্যাকফুটে রেখে মধ্যপ্রদেশ ক্রিকেট এসোসিয়েশন ফাইনালের পথ অনেকটা প্রশস্ত করে নিয়েছে।

প্রতিপক্ষ হিমাচল প্রদেশকে ফলোয়নে খেলতে বাধ্য করানোর সুযোগ পেয়েও মধ্যপ্রদেশ টিম বল হাতে না নিয়ে পুনরায় দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় ব্যাট করতে নেমে যায়। কারণ একটাই, অমীমাংসিত অবস্থায় ম্যাচ শেষ হলেও মধ্যপ্রদেশ ক্রিকেট এসোসিয়েশন যাতে ফাইনালে খেলার ছাড় পত্র পায়। এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে কেসিএ আয়োজিত ডঃ ক্যাপ্টেন কে থিম্মাপ্পিয়া মেমোরিয়াল ক্রিকেটের অপর সেমিফাইনালে প্রথমে ব্যাট করার সুযোগ পেয়ে মধ্যপ্রদেশ প্রথম ইনিংসে ৪২৫ রান সংগ্রহ করলে জবাবে হিমাচলের প্রথম ইনিংস শেষ হয় ২০৪ রানে। ২২১ রানে এগিয়ে থেকে মধ্যপ্রদেশ পুনরায় দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা শুরু করে তৃতীয় দিনের খেলা শেষে ৬৬ ওভার ফেলে মধ্যপ্রদেশ ২৩৩ রান সংগ্রহ করেছে। মোট হিসেবে মধ্যপ্রদেশ এই মুহূর্তে ৪৫৪ রানে এগিয়ে রয়েছে। ইচ্ছে রয়েছে আগামীকাল হিমাচল প্রদেশকে ব্যাট করার আমন্ত্রণ জানিয়ে সরাসরি জয়ের লক্ষ্যে বোলারদের উৎসাহিত করা।

চন্ডিগড়ে প্রস্তুতি সফরে ঋজুর নেতৃত্বে রাজ্য দলের রওনা আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। রাজ্যদলের খেলোয়াড়রা আজ যথারীতি কোচদের কাছে রিপোর্ট করেছেন। আগামীকাল প্রস্তুতি সফরে যাচ্ছে রাজ্য দল। মহিলাদের সিনিয়র ক্রিকেটে রাজ্যদলের অধিনায়কের দায়িত্বে থাকছে ঋজু সাহা। গোয়ালিয়রে জাতীয় সিনিয়র মহিলাদের টি-২০ ক্রিকেটের প্রস্তুতি সফরের জন্য সোমবারে ২০ সদস্যক রাজ্য সিনিয়র মহিলা দলের নাম ঘোষণা করেছে টিসিএ। আগামীকাল ঋজু সাহার নেতৃত্বে রাজা মহিলা দল চন্ডীগড়ে প্রস্তুতি সফরের লক্ষ্যে রওনা হবে। চন্ডীগড়ে রাজ্য মহিলা দল একটা টুর্নামেন্টে তিনটি মাচ খেলবে। প্রস্তুতি সফরের জন্য ঘোষিত ২০ সদস্যক দলটি এমন ঋজু সাহা (অধিনায়ক), মৌচৈতি দেবনাথ, প্রিয়াঙ্কা আচার্থী (সহ অধিনায়ক), মৌটুসী দে, নিকিতা দেবনাথ, অগ্রপূর্ণী বাস, অন্বেষা বাস, মামন রবি দাস, ইন্দ্ররাণী জমাতিয়া, শিউলি চক্রবর্তী, অম্বিকা দেবনাথ, ঝুমকি দেবনাথ, পুজা দাস, সুপ্রিয়া দাস, তামান্না নিগম, রেশমা নায়েক, রোহিনী মানে, সেবিকা দাস, মমিতা দেব ও সুলক্ষণা রায়। চিফ কোচ সারন্য আর এস। সহকারী কোচ শুভ্র পাল। বাছাইকৃত খেলোয়ারদের প্রত্যেকেই আজ যথারীতি পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি গ্রাউন্ডে রিপোর্ট করেছেন।

পাকিস্তানকে হারিয়ে ভারতীয় দলের সাজঘরে 'রাম রাম' ধ্বনি ! সাপোর্ট স্টাফের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে গেলেন তিলক

এশিয়া কাপে পাকিস্তানকে দু'বার হারিয়েছে ভারত। রবিবার সুপার ফোরে ৬ উইকেটে জিতেছেন সূর্যকুমার যাদবেরা। টানা দু'টি ম্যাচ জিতে ফুরফুরে রয়েছে ভারতীয় শিবির। সাজঘরের সেই ছবি প্রকাশ্যে এসেছে। জয়ের পর সাজঘরে 'রাম রাম' ধ্বনিও শোনা গিয়েছে। 'ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার'-এর পদক নিতে গিয়ে সাপোর্ট স্টাফের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে যান তিলক বর্মা। তা দেখে হেসে গড়িয়ে পড়েন বাকিরা।

সোমবার সমাজমাধ্যমে একটি ভিডিয়ো পোস্ট করে বিসিসিআই। সেখানে 'ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার' হিসাবে নির্বাচিত করা হয় তিলককে। ম্যাচের সেরার পুরস্কার না পেলেও ভারতের যে ক্রিকেটার উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন তাঁকে এই পুরস্কার দেওয়া হয়। রবিবার সেটা পান তিলক।

পদক দেওয়ার আগে গুরুগম্ভীর ভাষণ দেন দলের থ্রোডাউন বিশেষজ্ঞ রাঘবেন্দ্র দিবজি ওরফে রঘু। তিনি বলেন, "সকলকে জানাই, রাম রাম। প্রতিভা ঈশ্বরের দেওয়া, নম্র থাকো। খ্যাতি মানুষের দেওয়া, কৃতজ্ঞ থাকো। মনঃসংযোগ নিজের তৈরি করা, খুব সাবধানে থাকো। অনুপ্রেরণা সাময়িক, শৃঙ্খলা চিরস্থায়ী। এই ম্যাচে কেউ নিখুঁত খেলেনি। সকলকে শিক্ষা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। খ্যাতি ঈশ্বরের কাছে পৌঁছয়, ঈশ্বর মহান। সাফল্য কখনও শেষ হয় না। ব্যর্থতা কখনও চূড়ান্ত হয় না।"

রঘুর কথা মুগ্ধ হয়ে শোনে ভারতীয় দল। শেষ হতেই প্রত্যেকে হাততালি দেন। এর পর তিলককে ডেকে নেন রঘু। তিলক এসেই নিচু হয়ে রঘুকে প্রণাম করতে যান। রঘু করতে দেননি। তবে তিলকের কাণ্ড দেখে হেসে গড়িয়ে পড়েন বাকি ক্রিকেটারেরা। পদক পেয়ে তিলক বলেন, "গত দুটো ম্যাচই শেষ করে আসার কথা ভেবেছিলাম। পারিনি। আজ সুযোগ এসেছিল এবং দলের জন্য নিজের কাজটা করতে পেরেছি। প্রতিযোগিতার শেষ পর্যন্ত এই মানসিকতাই ধরে রাখার চেষ্টা করব। গৌতি স্যার বলেছেন, বিশ্বকাপ পর্যন্ত আমাদের শিখতে হবে রোজ। সেই চেষ্টাই করব।"

'এটা মানুষের ব্যালন ডি'অর', সেরার শিরোপা পেয়ে আপ্লুত দেম্বেলে

বর্ষসেরা ফুটবলারের শিরোপা পেলেন ফ্রান্স তারকা উসমান দেম্বেলে। স্পেনের তরুণ তুর্কি লামিনে ইয়ামালকে পিছনে ফেলে সেরার শিরোপা উঠল পিএসজি তারকার মাথায়। সোমবার খেতাব জেতার পর নিজের আবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারেননি ফরাসি তারকা। প্রথমেই নিজের পরিবারকে ধন্যবাদ জানান। তারপরই পূর্বসুরি করিম বেঞ্জেমার স্মৃতি উসকে দিয়ে বলেন, এটা আসলে মানুষের ব্যালন ডি'অর।

কনিষ্ঠতম হিসাবে ব্যালন ডি'অর জয়ের হাতছানি ছিল ইয়ামালের সামনে। কিন্তু মাস্টারস্ট্রোকে ট্রফি গেল দেম্বেলের হাতে। এবার খেতাব জেতার দৌড়ে ছিলেন পিএসজিতে দেম্বেলের সতীর্থ ভিতিহনহাও। সকলকে টপকে শেষ পর্যন্ত বর্ষসেরা হলেন ২৮ বছর বয়সি দেম্বেলে। গত মরশুমে অনবদ্য পারফর্ম করেছেন ফরাসি তারকা। পিএসজির চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জয়ের অন্যতম কারিগর তিনি। গোল, অ্যাসিস্ট, ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া-সমস্ত ভূমিকাতেই সফল হয়েছেন দেম্বেলে।

ত্রিপুরা জুডো অ্যাসোসিয়েশনের কার্যকরী কমিটি পুনর্গঠিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জুডো ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার নির্দেশক্রমে ক্রীড়া দপ্তরের কনফারেন্স হল-এ অল ত্রিপুরা জুডো এসোসিয়েশনের নতুন কার্যকরী কমিটি গঠিত হয়। উক্ত ইলেকশনে জুডো ফেডারেশন থেকে আগত অবজারবার, রিটার্নিং অফিসার, ক্রীড়া দপ্তরের অধিকর্তা ও ডেপুটি ডাইরেক্টর, ত্রিপুরা ক্রীড়া পর্ষদের অবজারবার, ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন চেয়ারম্যান, প্রেসিডেন্ট, সাধারণ সম্পাদক এবং অবজারবারদের উপস্থিতিতে এবং রাজ্যের সমস্ত জেলা থেকে আগত প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে নবনির্বাচিত রাজ্য কমিটি গঠিত হয়েছে। পুনর্গঠিত কার্যকরী কমিটিতে সভাপতি শ্রীমতি অন্তরা সরকার দেব, সম্পাদক প্রণব সাহা, কোষাধ্যক্ষ প্রদীপ সরকার,

ভাইস প্রেসিডেন্ট রাহুল ভট্টাচার্য, অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি বিজয় সাহা, কার্যকরী সদস্য বিমান বৈদ্য, অঞ্জনা দাস, অজয় ত্রিপুরা, শ্যামল সাহা প্রমুখ নির্বাচিত হন। অল ত্রিপুরা জুডো এসোসিয়েশনের সেক্রেটারি প্রণব সাহা এক বিবৃতিতে এ খবর জানিয়েছেন।

PNIT No.: 09/EE/PWD(DWS)/KMP/2025-26
Single bid percentage rate e-tender is invited for the following work:-

SL NO	NAME OF THE WORK & DNIeT No.	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	CLASS OF BIDDER
1	DNIeT- 28/EE/PWD(DWS)/KMP/2025-26	Rs.6,93,000.00	Rs. 13,860.00	365 (three hundred sixty five) Days	Appropriat

■ Last Date and Time for Document Downloading and Bidding: 26-09-2025 up to 15.00 Hrs
Date and Time for Opening of BID: 26-09-2025 at 16.00 Hrs.
■ Tender Fee: Rs. 1000.00 each, (non refundable).
■ Website for Document Downloading https://tripuratenders.gov.in
■ Tender Fee: Rs. 1000.00 each, (non refundable). Depositing of Tender Fee & EMD to be done by online payment mode as specified in DNIeT through https://tripuratenders.gov.in for any query M-9612737307
All details are available in the https://tripuratenders.gov.in / www.eprocure.gov.in/epublishing

Executive Engineer
DWS Division, Kamalpur,
Dhalai, Tripura

ICA/C/2411/25

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 19/EE/WR-III/UDP/2025-26 DATE: 19.09.2025

	Name of Work	ESTIMATED COST (in Rs)	EARNEST MONEY (in Rs)	BID FEE (in Rs)	TIME FOR COMPLETION (IN MONTHS)	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND UPLOADING BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID	CLASS OF BIDDER
1	DNIeT No. 43/EE/WR-III/UDP/DNIeT/2025-26	7,88,356.00	15,767.00	1,000/-	03 (Three) Months	Up to 15:00 Hrs on 08.10.2025	At 15.30 Hrs on 08.10.2025 (If possible)	Appropriate Class
2	DNIeT No. 44/EE/WR-III/UDP/DNIeT/2025-26	8,42,725.00	16,855.00	1,000/-	03 (Three) Months			
3	DNIeT No. 45/EE/WR-III/UDP/DNIeT/2025-26	7,99,390.00	15,988.00	1,000/-	03 (Three) Months			
4	DNIeT No. 46/EE/WR-III/UDP/DNIeT/2025-26	7,86,452.00	15,729.00	1,000/-	03 (Three) Months			

The Bid Forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal: https://tripuratenders.gov.in

For & on behalf of the Governor of Tripura
(Er. Rati Rn. Debbarma)
Executive Engineer
Water Resource Division No.III
Udaipur, Gomati, Tripura

ICA/C/2408/25

ভর্তির বিজ্ঞপ্তি

তারিখ ঃ- ২২/০৯/২০২৫ ইং

শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের অধীনস্ত আই টি আই তেলিয়ামুড়া -এ ২০২৫-২৬ এবং ২০২৫-২০২৭ শিক্ষাবর্ষে নিম্নলিখিত ট্রেডে কিছু শূন্য আসনে "First Come First Serve" (আগে এলে আগে পাবে) - ভিত্তিতে Walk in Admission এর মাধ্যমে ভারতীয় নাগরিকদের কাছ থেকে ভর্তির জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা হচ্ছে।

ক্রমিক সংখ্যা	ট্রেডের নাম	প্রশিক্ষণের সময়কাল	ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা	মোট আসন সংখ্যা	মোট আসন সংখ্যার মধ্যে Ex-Serviceman এবং PWD এর জন্য সংরক্ষিত আসন
1	Architectural Draughtsman	2 Year	Madhyamik Pass or Equivalent (With Mathematics & Science)	UR-05 ST-01 SC-02	PWD : 1 (UR) + 1 (SC)
2	Computer Aided Embroidery & Designing (CAED)	1 Year	Madhyamik Pass or Equivalent	UR-04 ST-02 SC-00	Ex-Serviceman- 01 PWD : 1 (UR) + 1 (ST)
3	Desktop Publishing Operator (DTPO)	1 Year	Madhyamik Pass or Equivalent	UR-03 ST-02 SC-02	Ex-Serviceman- 01 (UR) PWD : 1 (UR) + 1 (SC)
4	Fashion Design & Technology	1 Year	Madhyamik Pass or Equivalent	UR-01 ST-03 SC-07	Ex-Serviceman- 01 (SC) PWD : 1 (UR) + 1 (ST)
5	Machanic Diesel	1 Year	Madhyamik Pass or Equivalent (With Mathematics & Science)	UR-02 ST-03 SC-00	Ex-Serviceman- 01 (UR) PWD : 1 (UR) + 1 (ST)

● আবেদন পত্রের নমুনা আইটিআই, তেলিয়ামুড়া নোটিশ বোর্ডে/ - Tranining Section / website (www.ititeliamura.edu.in) এ পাওয়া যাবে।

ভর্তির নিয়মাবলি ঃ-

● ইচ্ছুক প্রার্থীদের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে স্ব-শরীরে তাদের তথ্য ও নথিপত্র (Madhyamik Admit Card, MadhyamikMarksheet, Caste Certificate, PRTC, Aadhaar Card, Bank Pass Book, Family Ration Card, Medical Fitnees Certificate etc.) সমূহের Original এবং Photocopy অবশ্যই সঙ্গে নিয়ে আসতে হবে।

● আবেদনপত্র জমা দেওয়া ও ভর্তির সময় ঃ ২৪/০৯/২০২৫ থেকে ২৬/০৯/২০২৫ (প্রতিদিন সকাল ১১ঃ০০টা বিকাল ০৪ঃ০০ টা পর্যন্ত)

● ভর্তির সময় নগদ ১০০০ টাকা Caution Money (শর্তসাপেক্ষে ফেরতযোগ্য) এবং 2 Copy passport size photo নিয়ে আসতে হবে।

ভর্তি সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য জানার জন্য আইটিআই, তেলিয়ামুড়া এর Training Section এ যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

● Contact No. 03825-262917

Principal
Govr. Industrial Training Institute
Teliamura, Khowai, Tripura

ICA/D/1024/25

BEFORE THE NOTARY PUBLIC SONAMURA SEPAHIJALA TRIPURA AFFIDAVIT

Scenario-01
I, Mustak Ahammad (old name) S/o Late Abdul Rahaman (Name), resident of Rahimpur, PS. Kalamchowra, Dist. Sepahijala Tripura, do hereby declare that I have changed my name from Mustak Ahammad (old name) to Mustak Ahamed (new/correct name) and henceforth I shall be known as Mustak Ahamed (new/correct name) in all purpose, vide Affidavit No.....Swom before the Notary Public at Sonamura on .....day of August 2025. Mustak Ahamed (new/correct name) and Mustak Ahammad (old name) both are same and one identical person.
In acknowledgement whereof I put my signature on this ..... day of August, 2025 A/D at Sonamura Court premises.
Deponent is identified by me.

DEPONENT

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO. EE-IED/PWD/AGT/49/2025-26 dated: 20/09/2025

The Executive Engineer, Internal Electrification Division, PWD, Agartala: Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender in single bid system from the eligible Central & State public sector undertaking/ enterprise and eligible Contractors/ Firms/ Private Ltd. Firm /Agencies of Appropriate Class for internal electrification works registered with PWD/ TTAADC/ MES/ CPWD/ Railway/ Gov't Organization of other State & Central having valid electrical contractor license issued by the Government of Tripura for the following work:-

Sl No	Name of work	Estimated Cost	Earnest Money	Time of completion
1	DNIT NO.EE-IED/AGT/74/2025-26	₹ 1,533,460.00	₹ 30,669.00	60 (sixty) days

Last date and time for document downloading and bidding is on 08/10/2025 upto 3.00 PM and opening of bid at 3.30 PM on 08/10/2025, if possible. For more details kindly visit: https://tripuratenders.gov.in
The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in

For and on behalf of the Governor of Tripura
(DHRUBAPARA DEBNATH)
Executive Engineer,
Internal Electrification Division,
PWD (Buildings), Agartala, West Tripura
Contact: 7005285482

ICA/C/2404/25

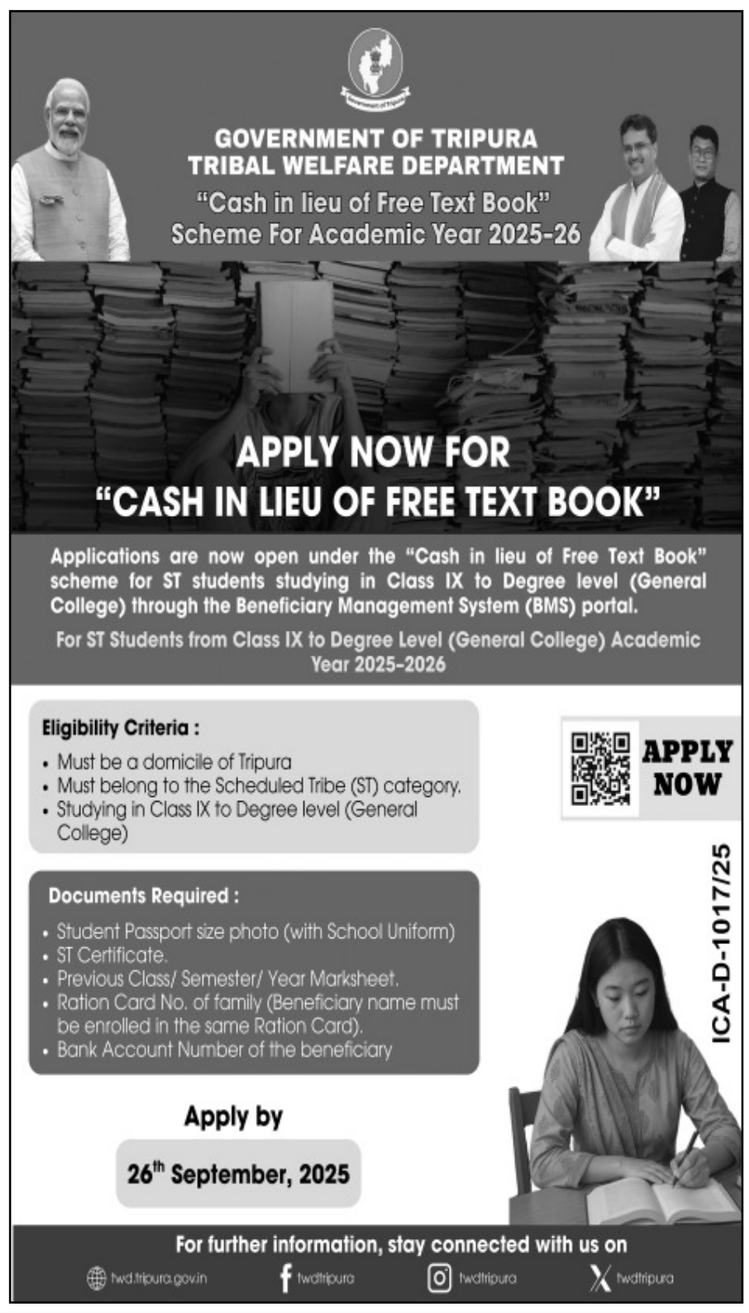

প্রধানমন্ত্রী ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দিরে পূজা দিতে এসেছিলেন

আমন্ত্রণ নিয়ে অসন্তোষ হওয়া উচিৎ হবে না ঃ মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ২৩ সেপ্টেম্বর : উদয়পুরে নবরূপে সজ্জিত মাতা ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দিরের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে রাজপরিবারের সদস্যদের আমন্ত্রণ না জানানো নিয়ে মঙ্গলবার ত্রিপুরা বিধানসভায় শাসক জোট শরিক তিপরা মথা চরম অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। গত ২২ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মন্দির উদ্বোধন অনুষ্ঠানে রাজপরিবারের কোনও সদস্য আমন্ত্রিত না হওয়ায় প্রশ্ন তোলেন তিপরা মথার বিধায়ক বিশ্বজিৎ কলই। তিনি জানতে চান, "এই ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানে রাজপরিবারের কাউকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি কেন?"

এর জবাবে পর্যটন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী জানান, "রাজ্য সরকার মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মানিক সাহার নির্দেশে তৈরি অতিথি তালিকায় রাজপরিবারের সদস্যসহ তিনজন সংসদ সদস্য এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নাম অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। কিন্তু দিল্লির সাউথ ব্লক থেকে প্রধানমন্ত্রী দফতর একটি সংশোধিত তালিকা পাঠায়, যেখানে পূর্ব ত্রিপুরার সাংসদ তথা রাজপরিবারের সদস্য কৃতি দেবী দেববর্মা এবং তিপরা মথার বিধায়ক তথা মন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মার নাম রাখা হয়।"

মন্ত্রী চৌধুরী আরও বলেন, "এখানে অবহেলার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। রাজ্য সরকার রাজপরিবারের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে সবরকম চেষ্টা করেছে।" পরে এই বিষয়ে আলোচনা করেন তিপরা মথার বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মা, কংগ্রেস বিধায়ক বিরজিত সিনহা, মন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা, মন্ত্রী রতনলাল নাথ এবং মুখ্যমন্ত্রী নিজেও।

বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মা জানান, "২২ সেপ্টেম্বর সকালে প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মার সঙ্গে আমার ফোনে কথা হয়। তিনি রাজ্যের বাইরে ছিলেন এবং জানিয়েছেন, কোনও আমন্ত্রণপত্র পাননি। এমনকি রাজমাতাকেও আমন্ত্রণ জানানো হয়নি।"

এর জবাবে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ পরিষ্কার করেন, "এমবিবি বিমানবন্দর, পালাটানা ও মাতা ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দিরে প্রধানমন্ত্রীকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য একটি বিশদ তালিকা প্রস্তুত করেছিল রাজ্য সরকার।

তবে প্রধানমন্ত্রী শুধুমাত্র পূজা অর্চনা ও মন্দিরের উদ্বোধন করতেই এসেছিলেন, কোনও ভাষণ বা জনসভা ছিল না। ফলে সাউথ ব্লক তাদের প্রটোকল অনুযায়ী চূড়ান্ত তালিকা ঠিক করে দেয়।"

এদিকে, কংগ্রেস বিধায়ক বিরজিত সিনহা প্রশ্ন তোলেন, "বিরোধী বিধায়কদের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি কেন? এই মন্দির কি শুধুই শাসক দলের জন্য?"

শেষ পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মানিক সাহা বলেন, "প্রধানমন্ত্রী কেবলমাত্র মা ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দিরে পূজা দিতে এসেছিলেন। যদি তাঁর কোনও জনসভা থাকত, তাহলে নিঃসন্দেহে সকলকেই আমন্ত্রণ জানানো হতো।"

লক্ষ্মীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে জোটে ফাটল!

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ সেপ্টেম্বর।। লক্ষ্মীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে বড়সড় রাজনৈতিক পালাবদলের আভাস মিলছে। সিপিআইএম আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেছে, তারা পঞ্চায়েতের বর্তমান জোট থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করছে। আজ এক সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে উত্তরাঞ্চল সম্পাদক সইফ উদ্দিন উদ্দিন এই ঘোষণা করেন।

তিনি জানান, মোট ১১জন সদস্য নিয়ে এই পঞ্চায়েত জোটের সূচনা হয়েছিল। এর মধ্যে সিপিআইএমের ৩ জন, নির্দল প্রার্থী ১ জন এবং একজন নির্দল প্রার্থী কংগ্রেস দলে যোগদান করেন বিজেপি দুইজন কংগ্রেসের মোট ৫ জন সদস্য ছিলেন সিপিআইএম নেতৃত্বাধীন জোটে। সিপিআইএমের দাবি, তাদের দলের সকল সদস্যই আনুষ্ঠানিকভাবে সমর্থন প্রত্যাহার করবেন।

উল্লেখ্য, এই পঞ্চায়েতের ম্যাজিক নম্বর ৬। কিন্তু পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটতে শুরু করেছে। সিপিআইএমের উপ-প্রধান হুসাইন আহমেদ ইতিমধ্যেই কংগ্রেসের ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন বলে রাজনৈতিক মহলে জোর গুঞ্জন। ফলে তিনি আদৌ সমর্থন প্রত্যাহার করবেন কি না তা নিয়ে জনমনে দ্বন্দ্ব ও সন্দেহ দেখা দিয়েছে।

বনমালীপুরে তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে বস্ত্র বিতরণ কর্মসূচি

আগরতলা, ২৩ সেপ্টেম্বর: ত্রিপুরা প্রদেশ তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে আজ বনমালীপুর এলাকায় অনুষ্ঠিত হলো গরীব ও দুঃস্থ মানুষের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ কর্মসূচি। দলের উদ্যোগে আয়োজিত এই কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয় চিত্তরঞ্জন রোডে অবস্থিত তৃণমূল ভবনের সামনে।

এই দিন উপস্থিত থেকে বস্ত্র বিতরণ করেন যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি শান্তনু সাহা। তিনি জানান, তৃণমূল কংগ্রেস সর্বদা সাধারণ মানুষের পাশে থেকে কাজ করে চলেছে। বিশেষ করে আর্থিকভাবে দুর্বল ও অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোই তাদের প্রধান লক্ষ্য। শান্তনু সাহা আরও বলেন, আমাদের দল বিশ্বাস করে সমাজের প্রতিটি মানুষ সমান মর্য্যাদার দাবিদার।

কেন্দ্রের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ডিএ প্রদানের জন্য সরকার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে ঃ অর্থমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ সেপ্টেম্বর: মঙ্গলবার বিধানসভা অধিবেশনের দ্বিতীয় দিনে বিধায়ক গোপাল চন্দ্র রায়ের এক প্রশ্নের উত্তরে অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় জানিয়েছেন রাজ্য সরকার সরকারি কর্মচারীদের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা প্রদানে বদ্ধপরিকর। কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে ডিএ প্রদানের ব্যবধান কমানোর জন্য সরকার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বিধায়ক গোপাল চন্দ্র রায় এর আনীত তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের উত্তরে অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় বিধানসভায় জানিয়েছেন, রাজ্যে বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ভিশন ডকুমেন্ট এর সাথে সঙ্গতি রেখে ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর ২.২৫ থেকে বাড়িয়ে ২.৫৭ পর্য্যন্ত করা হয়েছে, যাতে করে কর্মচারীদের বেসিক পে কেন্দ্রীয় সরকারের সপ্তম পে কমিশনের অনুরূপ করা যায়। ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর ২.২৫ থেকে বাড়িয়ে ২.৫৭ করার ফলে কর্মচারিদের বেসিক ১৪.২২ শতাংশ বৃদ্ধি হয়।

একজন কর্মচারির বেসিক যদি ১০০০ টাকা হয়, তবে ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর ২.২৫ এর পর তার বেসিক হবে ২২৫০ টাকা। ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর ২.৫৭ লাগু হওয়ার পরে বেসিক বৃদ্ধি পেয়ে হয়ে যাবে ২৫৭০ টাকা। এতে কর্মচারিদের বেসিকও ১৪.২২ শতাংশ বৃদ্ধি হয় এবং প্রতিবার ডিএ বৃদ্ধির পরে এই বর্ধিত বেসিক এর কারনে কর্মচারিরা উপকৃত হচ্ছেন। যেখানে কয়েকটি রাজ্যে করোনাকালীন পরিস্থিতিতে রাজ্য কর্মচারীদের জন্য কোন ডিএ দেওয়া হয়নি আমাদের রাজ্য সরকার সেই পরিস্থিতিতে কর্মচারীদের জন্য ডি.এ এবং পেনশনভোগীদের জন্য ডি.আর ঘোষণা করেছিল। এছাড়া করোনা-কালীন পরিস্থিতিতেও কর্মচারীদের জন্য ক্যাশ ইন লিউ অফ এফটিসি চালু করা হয়েছিল।পূর্বে, একাধিক পদ মিলিয়ে পাঁচ বছর বা তার বেশি সময় ধরে চাকরি করা ফিক্সড পে কর্মচারীদের নিয়মিত করার কোনও নীতি ছিল না। ফলস্বরূপ, বিভিন্ন পদ মিলিয়ে ৮, ৯, এমনকি ১০ বছর চাকরি করেও কোনো কোনো কর্মচারী ফিক্সড পে থেকে যেতেন। বর্তমান সরকার এখন এই নীতি সংশোধন করেছে। সংশোধিত নীতির অধীনে, একজন ফিক্সড পে কর্মচারী একাধিক পদ মিলিয়ে পাঁচ বছর ধরে একটানা চাকরি সম্পন্ন করলেই নিয়মিত হওয়ার যোগ্য হবেন।সরকার আসার পর আইনি জটিলতায় অনেকদিন ধরে অনেক কর্মচারী সুবিধা থেকে বঞ্চিত ছিল।

পদোন্নতি দেওয়ার জন্য এডহক প্রমোশন পলিসি চালু করা হয়েছে এবং একটা বিরাট অংশের কর্মচারী এই সুযোগ-সুবিধা পেয়েছেন। সরকার সমস্ত আইনি প্রক্রিয়া বিবেচনা করে নিয়মিত পদোন্নতি কিভাবে দেওয়া যেতে পারে তার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এবং অদূর ভবিষ্যতে একটি সমাধান সূত্র বেরিয়ে আসবে বলে আশা করা যায়। এছাড়া মুখ্যমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনার সুবিধা যাতে সমস্ত সরকারি কর্মচারি পেতে পারেন তার জন্যও একটি পলিসি তৈরি হচ্ছে।সরকার টিএসআর জওয়ানদের অবসরের বয়স ৫৮ বছর থেকে বাড়িয়ে ৬০ বছর করেছে। টিএসআর ও পুলিশের জন্য বরাদ্দ রেশন মানি ও ড্রেস অ্যালাউন্স বৃদ্ধি করা হয়েছে। সরকার হোমগার্ডদের মাসিক পেনশন তিনগুণ বৃদ্ধি করেছে। ৭৫০ টাকা থেকে ২৫০০ টাকা করা হয়েছে।রাজ্য সরকার ডিএ-এর ব্যবধান যাতে ধীরে ধীরে কমানো যায় তার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।তাছাড়া সরকার সরকারি কর্মচারীদের জন্য ফেস্টিভ্যাল এডভান্স ৫০০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২০০০০ টাকা করেছে। তৎসঙ্গে কর্মচারীদের জন্য বরাদ্দ ফেস্টিবল গ্রান্ড ২০১৮ সালের তুলনায় এই বছরে তিন গুণ বৃদ্ধি করেছে।

দুর্গোৎসবের দিনগুলিতে আগরতলা পুর এলাকা ও তৎসংলগ্ন এলাকার বিভিন্ন পেট্রোল পাম্প খোলা থাকবে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ সেপ্টেম্বর: আগরতলা পৌর এলাকা ও তৎসংলগ্ন এলাকার জনসাধারণের অবগতির জন্য খাদ্য, জনসংভরণ ও ক্রেতাস্বার্থ বিষয়ক দপ্তরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে আসন্ন দুর্গোৎসবের দিনগুলিতে প্রয়োজনীয় ডিজেল ও পেট্রোল সংগ্রহের ক্ষেত্রে যাতে কোন অসুবিধা না হয়, তার জন্য পূজার দিনগুলিতে নিম্নলিখিত পেট্রোল পাম্পগুলি খোলা থাকবে। ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখ ১) রাজধানী পেট্রোলিয়াম, বড়দোয়ালী, আগরতলা ২) এস কে পেট্রোলিয়াম, রাধানগর ৩) বিশ্বাস এন্ড সন্স, পুরাতন মোটরস্ট্যান্ড ৪) হাইওয়ে পেট্রোলিয়াম, খয়েরপুর। ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখ ১) এন জি সাহা, বাধারঘাট, আগরতলা ২) ললিত পেট্রোলিয়াম এজেন্সি, ধলেশ্বর, আগরতলা ৩) অশোক পেট্রোলিয়াম এজেন্সি, দুর্গাবাড়ি, আগরতলা ৪) জোৎস্না ফিলিং স্টেশন, গণরাজ চৌমুহনী। ১ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে ১) আশিষ পেট্রোলিয়াম, রাধানগর, আগরতলা ২) নবারুন পেট্রোলিয়াম, বিদুরকর্তা চৌমুহনী ৩) সরলা স্টোর্স, চন্দ্রপুর, আগরতলা ৪) জনকল্যাণ পেট্রোলিয়াম, টিআরটিসি, আগরতলা। ২৯ সেপ্টেম্বর থেকে ১ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখ পর্য্যন্ত ১) মহানাম অয়েল সিটি, রাণীরবাজার ২) এস এস পেট্রোলিয়াম, মাধববাড়ি ৩) বি কে পেট্রোলিয়াম, খয়েরপুর ৪) বিকে পেট্রোলিয়াম, এডহক, বড়জলা ৫) সুরিন্দর সিংহ, জিরানীয়া ৬) ত্রিপুরেশ্বরী ফিলিং এইচ পি সি এল, বড়জলা ৭) মনীন্দ্র চন্দ্র সাহা পেট্রোলিয়াম বি পিসি এল, ঊষাবাজার। সমস্ত পেট্রোল পাম্প উল্লেখিত দিনগুলিতে সকাল ৬টা থেকে রাত ৯টা পর্য্যন্ত খোলা থাকবে।

পাটনায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বর্ধিত সভা বুধবার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ সেপ্টেম্বর: ২৪শে সেপ্টেম্বর, বুধবার, বিহারের রাজধানী পাটনার সদাকত আশ্রমে অনুষ্ঠিত হচ্ছে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের জাতীয় ওয়ার্কিং কমিটির গুরুত্বপূর্ণ বর্ধিত সভা। এই সভায় মূলত দেশের সামগ্রিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হবে। বিশেষ করে দেশব্যাপী কংগ্রেসের "ভোট চোর গদি ছোড়" কর্মসূচির প্রেক্ষিতে ভোট চুরির নানা দিক বিশ্লেষণ করা হবে। একইসঙ্গে দেশের রাষ্ট্রপতি এবং নির্বাচন কমিশনের প্রধানের উদ্দেশ্যে দাবি সংবলিত স্মারকলিপি পেশের প্রস্তুতি নিয়েও সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে। উল্লেখযোগ্যভাবে, ১৫ই সেপ্টেম্বর থেকে ১৫ই অক্টোবর পর্য্যন্ত সারা দেশে ন্যূনতম পাঁচ কোটি স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযানের পর্য্যালোচনা, আসন্ন বিহার নির্বাচন, সারাদেশে এসআইআর সংক্রান্ত বিষয়াদি এবং কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ কর্মসূচির রূপরেখা তৈরির পাশাপাশি কার্যকরী পদক্ষেপ নির্ধারণ করা হবে এই বৈঠকে। এদিনের সভায় অংশ নিতে ইতিমধ্যেই রাজ্য থেকে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির স্থায়ী আমন্ত্রিত সদস্য সুদীপ রায় বর্মন এবং প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা পাটনার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছেন।

স্প্রে মেশিন ব্লাস্ট হয়ে কৃষিক্ষেতেই মৃত্যু কৃষকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ২৩ সেপ্টেম্বর: স্প্রে মেশিন ব্লাস্ট হয়ে কৃষি ক্ষেতেই মৃত্যু হয়েছে এক কৃষকের। মৃত কৃষকের নাম রনজিৎ কৈরী। ঘটনা দক্ষিণ মালিক ভান্ডার ঘাটি এলাকায়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে। ধান খেতে ঔষধ দেওয়ার সময় স্প্রে মেশিন ব্লাস্ট হয়ে মারা যায় রনজিৎ কৈরী (৪৮) নামে এক দিনমজুর। এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে সোমবার বিকালে কমলপুর থানার দক্ষিণ মানিক ভান্ডার ঘাঁটি এলাকায়। মৃত দিনমজুর রনজিৎ কৈরীর বাড়ি কমলপুর থানার বামনছড়া গ্রামে। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে।

সংবাদ বিবরনে জানা যায়, মৃত দিনমজুর রনজিৎ কৈরীর বাড়ি কমলপুর থানার অন্তর্গত বামনছড়া গ্রামে। দিনমজুর রনজিৎ কৈরী স্প্রে মেশিন কাঁধে নিয়ে ঘাঁটি এলাকায় নাজিম উদ্দিনের ধান খেতে স্প্রে মেশিনের মাধ্যমে ধানের ঔষধ দিতে যায়। বেশ কিছু জায়গায় স্প্রে মেশিনের মাধ্যমে ঔষধ দেওয়ার পর কাধে থাকা স্প্রে মেশিন হঠাৎ ব্লাস্ট করে। দিনমজুর রনজিৎ কৈরী পড়ে যায়। সেখানে তার মৃত্যু হয়। সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত নয়টা নাগাদ দিনমজুর রনজিৎ কৈরী বাড়িতে না যাওয়ায় তার ভাইয়ের ছেলে আকাশ কৈরী খুঁজতে বের হয়ে জানতে পারে তার কাকা দক্ষিণ মানিক ভান্ডার ঘাঁটি সংলগ্ন নাজিম উদ্দিনের ধান খেতে স্প্রে মেশিনের মাধ্যমে ঔষধ দেওয়ার কাজ করে। রাত নয়টা নাগাদ ধান খেতে গিয়ে দেখে রনজিৎ কৈরী স্প্রে মেশিন পিঠে থাকা অবস্থায় ধান খেতে পড়ে আছে।

সাথে সাথে অটো দিয়ে বিমল সিংহ মেমোরিয়াল হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা দেন। মৃত দিনমজুর রনজিৎ কৈরীর পিঠে ও মাথায় আঘাত লাগে। পুলিশ হাসপাতালে এসে প্রাথমিক তদন্তের জন্য মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে পাঠায়। পুলিশ মঙ্গলবার মৃতদেহ ময়না তদন্ত করে তার পরিবারের হাতে তুলে দেন। এই মর্মান্তিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে।

আয়কর ভবনে 'নতুন আয়কর আইন, ২০২৫ এর দিকে এগিয়ে যাওয়া' শীর্ষক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ সেপ্টেম্বর: আয়কর বিভাগ নর্থ ইস্ট রিজিয়নের উদ্যোগে মঙ্গলবার আয়কর ভবনে 'নতুন আয়কর আইন, ২০২৫ এর দিকে এগিয়ে যাওয়া' শীর্ষক এক আউটরিচ প্রোগ্রামের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, চিফ কমিশনার অফ ইনকাম ট্যাক্স শিলং নিনগ্রেইরুম লংবাহ, জয়েন্ট কমিশনার অফ ইনকাম ট্যাক্স যুরহাট সন্দীপ মন্ডল সহ অন্যান্যরা।

১৯৬১ সালের ইনকাম ট্যাক্স আইন এতদিন পর্য্যন্ত সক্রিয় ছিল। নতুন আয়কর আইন ২০২৫ কার্যকর হতে চলেছে। সেদিকে লক্ষ্য রেখে আজকে আয়কর দাতা, আয়কর দপ্তরের কর্মী সহ অন্যান্যদের নিয়ে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

প্রসঙ্গত নতুন আয়কর আইন উল্লেখযোগ্যভাবে সরলীকৃত করা হয়েছে, কম ধারা এবং অধ্যায় সহ, এটি বোঝা এবং বাস্তবায়ন করা সহজ করে তুলেছে। এতে কাঠামোগত সময়সূচীর পাশাপাশি সহায়ক টেবিল এবং সূত্রগুলি স্পষ্টতা উন্নত করার জন্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।সামগ্রিকভাবে, আরও ভালো অ্যাক্সেস যোগ্যতা এবং স্বচ্ছতার জন্য ভাষা এবং বিন্যাসকে সহজলভ্য করা হয়েছে।গুরুত্বপূর্ণভাবে, আইনটি বিদ্যমান কর নীতিগুলি সংরক্ষণ করে, ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করে এবং ব্যবহারযোগ্যতা বৃদ্ধি করে।আয়কর আইন, ২০২৫ এর মূল বৈশিষ্ট্যগুলি হল, নতুন আইনে পূর্ববর্তী বছর এবং মূল্যায়ন বছরের ধারণার পরিবর্তন ছিল একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন।বর্তমান আয়কর আইনে পূর্ববর্তী বছরের ধারণা এবং মূল্যায়ন বছরের অনুসরণ করা হয়। পূর্ববর্তী বছর হলো সেই বছর যেখানে আয় অর্জিত হয়, অন্যদিকে মূল্যায়ন বছর হলো সেই বছর যেখানে আয়ের উপর কর আরোপ করা হয়। অর্থাৎ ১লা এপ্রিল থেকে ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত আর্থিক বছর হিসেবেই গণ্য করা হবে।

দুর্গাপূজার আগে ভাতার দাবিতে জনজাতি বৃদ্ধা মায়েদের আর্তনাদ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৩ সেপ্টেম্বর: দুর্গাপূজার আগে ভাতা পেতে না পেরে চরম হতাশা ও ক্ষোভ প্রকাশ করলেন একদল জনজাতি বৃদ্ধা মা। মঙ্গলবার দুপুরে চড়িলাম ব্লকের রামনগর ভিলেজের ৩ নম্বর ওয়ার্ডে একত্রিত হয়ে সংবাদমাধ্যমের সামনে তাদের দুঃখের কথা তুলে ধরেন থাতু কুমারী দেববর্মা (৭৫), করাতি দেববর্মা (৭০), আশা মালা দেববর্মা (৬৯), চাটু লক্ষ্মী দেববর্মা (৬৫), সঞ্জু রানী দেববর্মা (৬৩) এবং রিতা রানী দেববর্মা (৮০)।

তাদের অভিযোগ, প্রত্যেকেই বিপিএল রেশন কার্ডধারী ও অতি গরিব পরিবারের সদস্য হওয়া সত্ত্বেও এখনও পর্য্যন্ত সরকারি বৃদ্ধ ভাতা পাননি। দীর্ঘদিন ধরে ভাতা পাওয়ার জন্য রামনগর ভিলেজ অফিস, স্থানীয় অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র এবং চড়িলাম ব্লক অফিসে বহুবার যোগাযোগ করেছেন তারা। এমনকি প্রয়োজনীয় নথিপত্রও একাধিকবার জমা দিয়েছেন। কিন্তু কোনও ফল মেলেনি।

বৃদ্ধা মায়েরা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, "আমাদের বয়স প্রায় শেষ বেলায় এসে দাঁড়িয়েছে। আমাদের থেকে অনেক ছোটরা সরকারি ভাতা পাচ্ছে, অথচ আমরা এখনও বঞ্চিত। কেন আমাদের দেওয়া হচ্ছে না?"

মঙ্গলবারই তারা একত্রিত হয়ে রামনগর ভিলেজের সচিব হরে কৃষ্ণ শীলের কাছে গিয়ে সরাসরি অভিযোগ জানান। সচিব তাদের আশ্বাস দিয়ে বলেন, বিষয়টি উর্ধতন আধিকারিকদের কাছে পাঠানো হবে।

উদ্বোধন হল সংস্কারকৃত অভয়নগর গ্রামীণ ব্যাংক শাখার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ সেপ্টেম্বর: মঙ্গলবার সংস্কারকৃত অভয়নগর গ্রামীণ ব্যাংক শাখার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন আরবিআই ত্রিপুরা জেনারেল ম্যানেজার এবং গ্রামীণ ব্যাংকের চেয়ারম্যান সহ অন্যান্যরা।

মঙ্গলবার এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানে সংস্কারকৃত অভয়নগর গ্রামীণ ব্যাংক শাখার উদ্বোধন উদ্বোধন হয়। উক্ত শাখার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, আরবিআই ত্রিপুরা জেনারেল ম্যানেজার সুরেন্দ্র কুমার নয়ডার , ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংকের চেয়ারম্যান সত্যেন্দ্র সিং সহ অন্যান্যরা।

ধর্মনগরে স্বর্ণকমল জুয়েলার্স-এর গ্র্যান্ড লঞ্চ - এক্সক্লুসিভ অফারের সমাহার

ধর্মনগর, ২৩শে সেপ্টেম্বর ২০২৫: ত্রিপুরার অন্যতম বিশ্বস্ত ও খ্যাতনামা গয়নার ব্র্যান্ড স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আজ সকাল প্রায় ১০:৩০ মিনিটে ধর্মনগরে তাদের নতুন শোরুমের গৌরবময় উদ্বোধন করল। শুভ মুহূর্তে ফিতা কেটে দ্বারোদ্ঘাটন করেন রামকৃষ্ণ মিশন, শ্রীভূমি-এর মহারাজ স্বামী প্রেমঘনানন্দ, যিনি এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে নতুন পথচলাকে আশীর্বাদময় করে তুলেছেন।

ত্রিপুরা জুড়ে গ্রাহকদের অকুণ্ঠ ভালোবাসা ও বিশ্বাসের প্রতিদানে, স্বর্ণকমল জুয়েলার্স এবার উত্তর ত্রিপুরার মানুষের সুবিধার্থে ধর্মনগরে পদার্পণ করল। গ্র্যান্ড লঞ্চ উপলক্ষে স্বর্ণকমল জুয়েলার্স ঘোষণা করেছে বিশেষ উদ্বোধনী অফার:

সোনার গয়নায় মেকিং চার্জে ৩৫ ছাড় অথবা প্রতি গ্রামে ৫৭৫ ছাড়

হীরের গয়নায় মেকিং চার্জ একেবারে ফ্রি (১০০ ছাড়) এবং প্রতি গ্রামে ৩০০ ছাড়

প্রত্যেক ক্রয়ে নিশ্চিত উপহার ও স্বর্ণমুদ্রা

শুধু তাই নয়, ক্রেতাদের জন্য থাকছে রোমাঞ্চকর মেগা ড্র, ডেইলি লাকি ড্র এবং বাম্পার লাকি ড্র, যেখানে রয়েছে দারুণ পুরস্কার জেতার সুযোগ, যা কেনাকাটার আনন্দকে বহুগুণে বাড়িয়ে তুলবে।

এই মহতী মুহূর্তে স্বর্ণকমল জুয়েলার্স-এর কর্তৃপক্ষ তাঁদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন:

"আমাদের গ্রাহকদের ভালোবাসা ও বিশ্বাসই আমাদের এগিয়ে নিয়ে যায়। ধর্মনগর শোরুমের মাধ্যমে উত্তর ত্রিপুরার মানুষকে আমাদের সেরা সোনা ও হীরের গয়নার সংগ্রহ এবং অসাধারণ অফার পৌঁছে দিতে পেরে আমরা সত্যিই আনন্দিত।"

নতুন শোরুমে গ্রাহকরা পাবেন স্বর্ণকমল জুয়েলার্স-এর ঐতিহ্যবাহী অঙ্গীকার — শুদ্ধতার সার্টিফিকেট, নিখুঁত কারুকার্য এবং স্বচ্ছ মূল্যনীতি, যা প্রতিটি গয়নাকে আস্থা ও ঐতিহ্যের প্রতীক করে তোলে।

স্বর্ণকমল জুয়েলার্স সম্পর্কে

২০০০ সালে প্রতিষ্ঠিত, স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আজ ত্রিপুরার ঘরে ঘরে আস্থার নাম। আসল কারুকার্য, খাঁটি গুণমান ও গ্রাহকপ্রথম মনোভাবের কারণে এই ব্র্যান্ড সমাদৃত। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে দৃঢ় উপস্থিতি রেখে, স্বর্ণকমল জুয়েলার্স প্রতিশ্রুতিবদ্ধ — ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিকতার মেলবন্ধনে চিরন্তন গয়না তৈরি করতে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas